



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - শান্তিধাম হলো পবিত্র আত্মাদের ঘর, সেই ঘরে যেতে চাও তো সম্পূর্ণ পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - বাবা সব বাচ্চাদেরকে কি গ্যারান্টি দেন?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে, সাজা ভোগ না করেই তোমরা আমার ঘরে যাবে। তোমরা এক (পরম) পিতার সঙ্গেই হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করো, এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না, এই দুনিয়ায় থেকেই পবিত্র হয়ে দেখাও, তাহলে বাবা তোমাদের বিশ্বের রাজস্ব (বাদশাহী) অবশ্যই দেবেন।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন, এ তো বাচ্চারা জানে যে, বাবা এসেছেন আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন ঘরে যাওয়ার মন(ইচ্ছা) হয় কি? ওটা হলো সব আত্মাদেরই ঘর। এখানে সব জীবাত্মাদের ঘর এক নয়। এটা তো বোঝো যে, বাবা এসেছেন। বাবাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছো। আমাদের ঘরে অর্থাৎ শান্তিধামে নিয়ে চলো। এখন বাবা বলছেন, নিজের হৃদয়কে(মন) প্রশ্ন করো -- হে আত্মারা, অপবিত্র হয়ে তোমরা কীভাবে যাবে? পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এখন ঘরে যেতে হবে আর তো কোনো কথা তিনি বলেন না। ভক্তিমার্গে তোমরা এতো সময় পর্যন্ত পুরুষার্থ করেছো, কিসের জন্য? মুক্তির জন্য। তাই বাবা এখন জিজ্ঞাসা করছেন যে, ঘরে যাওয়ার জন্য কোনো বিচার-বিবেচনা করছো কি? বাচ্চারা বলে - বাবা, এরজন্যই তো এতো ভক্তি করেছি। তোমরা একথাও জানো যে, যত জীবাত্মা রয়েছে, সকলকেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পবিত্র হয়ে ঘরে যেতে হবে আর পুনরায় পবিত্র আত্মারাই সর্বপ্রথমে আসে। অপবিত্র আত্মারা তো ঘরে থাকতে পারে না। এখন যে সকল কোটি-কোটি আত্মারা রয়েছে, সকলকে ঘরে অবশ্যই যেতে হবে। ওই ঘরকে শান্তিধাম বা বাণপ্রস্থ বলা হয়। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র শান্তিধামে যেতে হবে। ব্যস্ । কত সহজ কথা। ওটা হলো আত্মাদের পবিত্র শান্তিধাম। ওটা হলো জীবাত্মাদের পবিত্র সুখধাম। আর এটা হলো জীবাত্মাদের পতিত (অপবিত্র) দুঃখধাম। এতে মুষড়ে পড়ার মতো কোনো কথাই নেই। শান্তিধাম অর্থাৎ যেখানে সব পবিত্র আত্মারা বসবাস করে। ওটা হলো আত্মাদের পবিত্র দুনিয়া - ভাইসলেস (নির্বিকারী), ইনকরপোরিয়াল (নিরাকারী) দুনিয়া। এই পুরানো দুনিয়া হলো সব জীবাত্মাদের। সকলেই অপবিত্র। এখন বাবা এসেছেন, আত্মাদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র শান্তিধামে নিয়ে যেতে আর যারা রাজযোগ শেখে তারাই পুনরায় পবিত্র সুখধামে আসবে। এ তো অতি সহজ, এর মধ্যে আর কোনো বিচার-বিবেচনা করতে হবে না। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা এসেছেন, আমাদের পবিত্র শান্তিধামে নিয়ে যেতে। ওখানে যাওয়ার পথ যা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, তা এখন বাবা বলে দিয়েছেন। প্রতি কল্পে এইভাবেই এসে বলি - হে বৎসগণ, শিববাবাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। সকলের সঙ্গতিদাতাই হলেন এক সঙ্করু। তিনিই এসে বাচ্চাদেরকে পয়গাম বা শ্রীমৎ দেন যে - বাচ্চারা, এখন তোমাদের কি করতে হবে? আধাকল্প তোমরা অনেক ভক্তি করেছো, দুঃখ পেয়েছো। খরচ করতে-করতে কাঙ্গাল হয়ে গেছো। আত্মাও সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ব্যস্, এই সামান্য কথাটাই বোঝার। এখন ঘরে যেতে হবে নাকি হবে না? হ্যাঁ বাবা, অবশ্যই যেতে হবে। ওটা হলো আমাদের সুইট সাইলেন্স হোম। এও সঠিকভাবে বোঝো যে, এখন আমরা পতিত, তাই যেতে পারবো না। বাবা এখন বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। প্রতি কল্পে আমি এই পয়গামই (সংবাদ) দিয়ে থাকি। নিজেকে আত্মা মনে করো, এই দেহ তো বিনাশ হয়ে যাবে। এছাড়া আত্মাদের তো ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওটাকে বলা হয় নিরাকারী দুনিয়া। সব নিরাকারী আত্মারাই ওখানে থাকে। ওই ঘর হলো আত্মাদের। নিরাকার বাবাও ওখানে থাকেন। বাবা আসেন সকলের শেষে, কারণ পুনরায় সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তখন একজন পতিত আত্মাও এখানে আর থাকবে না। এতে মুষড়ে পড়া বা কষ্টের কোনো ব্যাপার নেই। গাওয়াও হয়, পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে চলো। তিনি তো সকলেরই পিতা, তাই না। পুনরায় যখন আমরা নতুন দুনিয়ায় নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে আসি তখন জনসংখ্যা অতি অল্প থাকে। বাকি এত কোটি আত্মারা তখন কোথায় গিয়ে থাকে? এও জানো, সত্যযুগে জীবাত্মারা স্বল্পমাত্রায় ছিল, ছোট বৃক্ষ ছিল যা পরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষ অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম রয়েছে। একেই কল্পবৃক্ষ বলা হয়। কিছুই যদি না বোঝো তবে জিজ্ঞাসা করতে পারো। কেউ বলে - বাবা, কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর তা আমরা কি করে মানবো? আরে, বাবা তো সত্যই শোনায়ে। চক্রের হিসেবও বলেছেন।

এই কল্পের সঙ্গমেই বাবা এসে দৈবী রাজধানী স্থাপন করেন, যা এখন নেই। সত্যযুগে পুনরায় এক রাজধানী হবে। এইসময় তিনি তোমাদের রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান শোনান। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী, নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকেই নতুন তৈরী হয়। এর সম্পূর্ণ ৪টি ভাগ রয়েছে যাকে স্বস্তিকাও বলা হয়, কিন্তু মানুষ বোঝে না কিছুই। ভক্তিমার্গে তো যেন পুতুল-খেলা খেলতে থাকে। সেখানে অনেক চিত্র রয়েছে, দীপমালায় (দীপাবলি) বিশেষ দোকান খোলে, তাতে প্রচুর চিত্রও থাকে। তোমরা এখন বুঝে গেছো যে, এক হলেন শিববাবা আর আমরা হলাম তাঁর সন্তান। এরপর এখানে এসো, প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব, তারপর রাম-সীতার রাজ্য, পরে আবার অন্যান্য ধর্ম আসে, বাচ্চারা, যার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওইসব (ধর্ম) নিজের নিজের সময়ে আসে, পুনরায় সকলকে ফিরে যেতে হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও ঘরে ফিরে যেতে হবে। সমগ্র এই দুনিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এখন এর মধ্যে কি আর থাকা। এই দুনিয়ায় এখন মনই বসে না। মন দিতে হবে সেই এক প্রীতমকে (মাশুক), তিনি বলেন, একমাত্র আমার সঙ্গেই হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করো তবেই তোমরা পবিত্র হবে। এখন অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, আর অল্প রয়েছে, সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যদি যোগে না থেকে থাকো তবে অন্তিম সময়ে অনেক অনুতাপ করতে হবে, শাস্তিভোগ করতে হবে, পথভ্রষ্টও হয়ে যাবে। এও তোমরা এখনই জানতে পেরেছো যে, কত সময় হয়েছে আমরা আমাদের ঘর ছেড়েছি। ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যই তো মাথা চাপড়াও, তাই না। বাবাকেও ঘরেই পাওয়া যাবে। সত্যযুগে তো পাবে না। মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য মানুষ কত পরিশ্রম করে। একে বলা হয় ভক্তিমার্গ। ড্রামা অনুসারে এখন ভক্তিমার্গ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন আমি তোমাদের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। অবশ্যই নিয়ে যাবো। যে যত পবিত্র হবে তত উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এতে মুষড়ে পড়ার মতো কোন কথাই নেই। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি গ্যারান্টি করছি যে, তোমরা কোনো শাস্তিভোগ না করেই ঘরে ফিরে যাবে। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যদি স্মরণ না করো তবে সাজাভোগ করতে হবে, পথভ্রষ্টও হয়ে যাবে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি এখানে এসে বোঝাই। আমি অনেকবার এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা, তোমরাই জয়-পরাজয়ের পার্ট প্লে করো, পুনরায় আমি আসি নিয়ে যেতে। এ হলো পতিত দুনিয়া, তাই গায়নও করে যে, পতিত-পাবন এসো, আমরা বিকারী অপবিত্র, এসে নির্বিকারী পবিত্র করো। এ হলো বিকারী দুনিয়া। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। যারা পরে আসে তারা সাজাভোগ করে যায় তাই আবার আসেও এমন দুনিয়ায় যেখানে দুই কলা কম হয়ে যায়। তাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যাবে না তাই এখন পুরুষার্থেও সম্পূর্ণ করা উচিত। এমন যেন না হয় যে পদ কমে যায়। যদিও রাবণ-রাজ্য নয়, কিন্তু পদ তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই প্রাপ্ত হয়, তাই না। আত্মায় খাদ পড়লে তখন আবার তার শরীরও এমনই পাওয়া যাবে। আত্মা গোল্ডেন এজেড (স্বর্ণযুগীয়) থেকে সিলভার এজেড (রৌপ্যযুগীয়) হয়ে পড়ে। রৌপ্যের খাদ আত্মায় পড়ে পুনরায় দিনে-দিনে অনেক বেশী খাদ পড়ে তা অতি নিম্নমানের পাত্রে পরিণত হয়। বাবা অনেক ভালোভাবে বোঝান। কেউ যদি না বুঝতে পারো তবে হাত তোলো। যারা ৮৪ জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছে, তাদেরই বোঝাবেন। বাবা বলেন, ঐনার(ব্রহ্মার) ৮৪ জন্মের শেষলগ্নে এসে আমি প্রবেশ করি। ঐনাকেই পুনরায় প্রথম নশ্বরে যেতে হবে, যিনি অনেক জন্মের শেষে পতিত হয়ে গেছেন, আমি পতিত-পাবন, ঐনার শরীরেই আসি, ঐনাকে পবিত্র করি। কত পরিষ্কার করে বোঝাই।

বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। গীতার জ্ঞান তো তোমরা অনেক শুনেছো আর শুনিচ্ছেো কিন্তু তাতেও তোমরা সঙ্গতি পাওনি। অনেক সল্ল্যাসী তোমাদের মিষ্টি-মধুর বচনে শাস্ত্র শুনিচ্ছে, যে বচন শুনে বড়-বড় (গন্যমান্য) ব্যক্তির একত্রিত হয়। এ তো হলো কানরস, তাই না। ভক্তিমার্গ হলোই কানরসের। আর আত্মাকে তো এখানে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। ভক্তিমার্গ এখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করতে এসেছি, যা কেউ জানে না। আমিই জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান বলা হয় নলেজকে। তোমরা সবকিছুই পড়াও। ৮৪-র চক্রকেও বোঝাও, তোমাদের কাছে সব জ্ঞানই রয়েছে। সাকারলোক (স্থূলবতন) থেকে সূক্ষ্মলোক ক্রশ (পেরিয়ে) করে তারপর নিরাকারী লোকে (মূলবতনে) যাও। সর্বপ্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। ওখানে বাচ্চার জন্ম বিকারের দ্বারা হয় না, কারণ ওখানে রাবণ-রাজ্যই নেই। যোগবলের দ্বারাই সবকিছু হয়, তোমাদের সাক্ষাৎকার হয় - ছোট বাচ্চা হয়ে এখন গর্ভ-মহলে যেতে হবে। খুশী-খুশী যায়। এখানে তো মানুষ কত কান্না, চিংকার-চঁচামেচি করে। এখানে তো গর্ভ-জেলে যায়, তাই না। ওখানে (স্বর্গে) কান্নাকাটির কোনো ব্যাপারই নেই। শরীর তো অবশ্যই বদলাতে হবে। যেমন, সর্পের উদাহরণ, এতে মুষড়ে পড়ার মতো কোনো কিছু নেই। অধিক জিজ্ঞাসা করবার মতো কিছু থাকে না। সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থে লেগে পড়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করা খুব কঠিন কি! বাবার সম্মুখে বসে রয়েছে, তাই না। আমি তোমাদের বাবা, তোমাদের সুখের উত্তরাধিকার দিই। এই এক অন্তিম জন্ম তোমরা স্মরণ করতে পারো না! এখানে ভালো মতো বোঝেও কিন্তু ঘরে গিয়ে যখন আবার স্ত্রী ইত্যাদির চেহারা দেখে তখন মায়া

গ্রাস করে নেয়। বাবা বলেন, কারোর প্রতি আসক্তি রেখো না। এসব কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবেই। স্মরণ তো এক বাবাকেই করতে হবে। চলতে-ফিরতে বাবাকে আর নিজেদের রাজধানীকে স্মরণ করো। দৈবী-গুণও ধারণ করো। সত্যযুগে এইসব খারাপ জিনিস, মাংস ইত্যাদি থাকেই না। বাবা বলেন, বিকারকে পরিত্যাগ করো। আমি তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব দিই, (তোমাদের) কত আমদানি হয়। তবে কেন পবিত্র থাকবে না। শুধু এক জন্ম পবিত্র থেকেই কত বড় আমদানি হয়ে যায়। যদি একত্রে থাকোও, তথাপি মাঝখানে যেন জ্ঞানের তলোয়ার থাকে। পবিত্র থেকে দেখালে, তবেই সর্বাপেক্ষা উচ্চপদ পাবে। কারণ তোমরাও তখন বালরক্ষাচারীর মতো হয়ে যাবে, তাই না। আবার নলেজও চাই। অন্যদেরও নিজ-সম তৈরী করতে হবে। সন্ন্যাসীদের দেখাতে হবে যে, কিভাবে আমরা একত্রে বসবাস করেও পবিত্র থাকি। তবেই বুঝবে যে, এদের মধ্যে অনেক বড় শক্তি রয়েছে। বাবা বলেন, এই এক জন্ম পবিত্র থাকলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। কত বড় পুরস্কার প্রাপ্ত করো তাই কেন পবিত্র থেকে দেখাবে না! এখন সময় অতি অল্প, আওয়াজও উঠবে, আবার সংবাদপত্রেও পড়বে। রিহার্সাল তো দেখেছো, তাই না। (জাপানে) এক আনবিক বোমায় কি অবস্থা হয়ে গেছে। এখনও হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। এখন তো এমন বোমা ইত্যাদি তৈরী করে যাতে কোনো কষ্ট নেই, তৎক্ষণাৎ শেষ। আর এই রিহার্সাল হয়ে আবার ফাইনালও হবে। দেখা হবে যে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় কি না? তখন আবার আরও যুক্তি রচনা(বুদ্ধি প্রয়োগ) করবে। হাসপাতাল ইত্যাদিও থাকবে না। কে বসে সেবা করবে! কোনো ব্রাহ্মণাদি খাওয়ানোর জন্য থাকবে না। বোমা নিষ্ফিষ্ট হবে আর সব শেষ। ভূমিকম্প সব চাপা পড়ে যাবে। দেবী লাগবে না। এখানে (কলিযুগে) মানুষজন অনেক, সত্যযুগে অনেক কম হয়। তাহলে এতসব মানুষ কীভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। ভবিষ্যতে দেখবে পাবে, ওখানে তো শুরুতে জনসংখ্যা ৯ লক্ষ হবে।

ফকিরও (সন্ন্যাসী) তোমরা, আবার সাহেবও (পরমাত্মা) তোমাদের প্রিয়, এখন সবকিছু ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করেছে, এমন ফকিররাই বাবার অতি প্রিয় হয়। সত্যযুগের বৃক্ষ অনেক ছোট হবে। কথা তো বাবা অনেক বোঝান, সকল অ্যাক্টররাই হলো অবিনাশী আত্মা, যারা তাদের নিজের পার্ট প্লে করতে আসে। প্রতি কল্পে তোমরাই এসে স্টুডেন্ট হয়ে পড়াশোনা করো। জানো যে, বাবা আমাদের পবিত্র বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। ড্রামা অনুসারে, অবশ্যই বাবা সকলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য। সেই কারণেই নাম হলো পান্ডবসেনা। তোমরা পান্ডবরা কি করছো? তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজ্য-ভাগ্য নিছো, অবিকল পূর্ব কল্পের মতো। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার প্রিয় হতে হলে সম্পূর্ণ ফকির হতে হবে। দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করার অর্থই হলো ফকির হয়ে যাওয়া। বাবার কাছ থেকে অনেক বড় প্রাইজ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে।

২) ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই পুরানো দুনিয়ার দিকে মন দিও না। এক প্রেমিকের সঙ্গেই হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করো। বাবা এবং রাজধানীকে স্মরণ করো।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা চিয়্যারফুল আর কেয়্যারফুল মুড়ে থাকা কস্মাইন্ড রূপধারী ভব
যদি কোনও পরিস্থিতিতে প্রসন্নতার মুড পরিবর্তন হয় তাহলে সেটাকে সদা প্রসন্নতা বলা যাবে না। ব্রাহ্মণ জীবনে সদা চিয়্যারফুল আর কেয়্যারফুল মুড থাকবে। মুড পরিবর্তন করবে না। যদি মুড পরিবর্তন হয় তখন বলে - আমি একটু একান্তে থাকতে চাই। আজ আমার মুড এইরকম। মুড তখন পরিবর্তন হয় যখন একলা থাকো, সদা কস্মাইন্ড রূপে থাকো তাহলে মুড পরিবর্তন হবে না।

স্লোগান:- কোনও উৎসব পালন করা অর্থাৎ স্মরণ আর সেবার উৎসাহতে থাকা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে স্মরণে থেকে তোমাদের পাপ দন্ধ করার জন্য এসেছো, সেইজন্য বুদ্ধিযোগ যেন নিষ্কল (ব্যর্থ) না হয়ে যায়, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ সূক্ষ্ম বিকারও অন্তিমে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে?

*উত্তরঃ - যদি সূক্ষ্ম রূপেও কোনও লোভ বা লালসার বিকার থাকে, কোনও কিছু লোভের বশবর্তী হয়ে একত্রিত করে যদি নিজের কাছে সঞ্চিত করে রেখে দাও, তবে সেটাই অন্তিমে স্মরণে আসবে এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সেইজন্যই বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজের কাছে কিছুই রেখো না। তোমাদের সকল সংকল্পকে গুটিয়ে নিয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে, সেইজন্য দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন - দেহী-অভিমানী হও, কেননা বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়ায়। অজ্ঞান কালে যখন ধর্মীয় গল্পকথা শুনে তখনও বুদ্ধি বাইরে ছুটে বেড়াতো, এখানেও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়। সেইজন্যই বাবা রোজ রোজ বলেন দেহী-অভিমানী হও। তারা (লৌকিক ধর্ম গুরু) তো বলবে আমরা যা শোনাচ্ছি তার প্রতি মনোযোগী হও, ধারণ করো। শাস্ত্র যা শোনাচ্ছে সেই বিষয় মনে রাখো। এখানে তো বাবা বসে আমাদের বোঝাচ্ছেন, তোমরা সব স্টুডেন্টসরা দেহী-অভিমানী হয়ে বসো। শিববাবা আসেন ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াতে। এমন কোনও কলেজ নেই যেখানে মনে করবে শিববাবা শিক্ষা প্রদান করতে আসেন। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এমন স্কুল অবশ্যই হওয়া উচিত। তোমরা স্টুডেন্টরা এখানে বসে আছো আর এটাও বুঝেছো যে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন আমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াতে। শিববাবা আমাদের পড়ান। সর্বপ্রথম তিনি বোঝান তোমাদের পবিত্র হতে হবে, সূতরাং মামেকম্ স্মরণ করো। কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়। সেইজন্যই বাবা সতর্ক করে দেন। কাউকে বোঝাতে হলেও সর্বপ্রথমে ব্যাখ্যা করো যে ভগবান কে? ভগবান তিনিই যিনি পতিত-পাবন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী, তিনি কোথায়? ওঁনাকে তো সবাই স্মরণ করে। যখন কোনও বিপদ আসে, তাঁকে ডাকে আর বলে - হে ভগবান দয়া করো। কারো প্রাণ রক্ষা করতেও বলে ওঠে হে ভগবান, ও গডফাদার দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। দুঃখ তো সবার। এটা তো নিশ্চিত রূপে জানা আছে যে সত্যযুগকে সুখধাম বলা হয়, কলিযুগকে দুঃখ ধাম বলা হয়। এটা বাচ্চারা জানে, তবুও মায়া এসে বিস্মৃতি ঘটায়। স্মরণে বসার নিয়মও ড্রামায় আছে। কেননা অনেকেই আছে যারা সারাদিনেও স্মরণ করে না, এক মিনিটও স্মরণ করে না। সেইজন্য তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে এখানে বসানো হয়। স্মরণ করার যুক্তি (উপায়) বলে দিলে ওরাও নিশ্চিত হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা ফার্স্ট ক্লাস রিয়েল যুক্তি বলে দিয়েছেন। পতিত-পাবন তো একজনই, তিনিই এসে উপায় বলে দেন। এখানে তোমরা বাচ্চারা শান্তিপূর্ণভাবে তখনই বসতে পারো যখন বাবার সাথে যোগযুক্ত হও। যদি বুদ্ধিযোগ এখানে-ওখানে ছুটে বেড়ায় তবে সে শান্ত নেই, অশান্ত হয়ে আছে। যত সময় বুদ্ধিযোগ এখানে-ওখানে ছুটে বেড়িয়েছে, সময় নিষ্কল হয়ে গেছে। কেননা পাপ তো কাটেনি। দুনিয়াতে এও জানে না যে, পাপ বিনষ্ট হয় কীভাবে। এ অতি সূক্ষ্ম বিষয়। বাবা বলেন আমার স্মরণে বসো, যতক্ষণ স্মরণের তার জুড়ে থাকবে, ততটুকু সময় সফল। ক্ষণিকের জন্যও যদি বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্ত হয়, তবে সময় ব্যর্থ হলো, নিষ্কল হলো। বাবার ডায়রেকশন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। যদি স্মরণ না করো তবে নিষ্কল হলে। এতে কী হবে? তোমরা শীঘ্র সতোপ্রধান হতে পারবে না। তারপর এটাই অভ্যাসে পরিণত হবে। এটাই চলতে থাকবে। আত্মা এই জন্মের পাপকে তো জানে। যতই কেউ বলুক না কেন আমার স্মরণে নেই, কিন্তু বাবা বলেন ৩-৪ বছর বয়স থেকে সব কথা মনে থাকে। প্রারম্ভিক অবস্থায় এতো পাপ হয় না, যতটা পরে হয়। প্রতিদিন একটু-একটু করে ক্রিমিনাল আই হতে থাকে, এতোতে দুই কলা ট্রাস পায়। চন্দ্রের দুই কলা কম হতে কতদিন সময় লাগে। ধীরে ধীরে কম হতে থাকে তারপর আবার ১৬ কলা সম্পূর্ণ চন্দ্রও বলা হয়, সূর্যের জন্য একথা বলা হয় না। চন্দ্রের জন্য এই সময়কাল হলো এক মাসের, আর এ হলো কল্পের বিষয়। প্রতিদিন একটু একটু করে নীচে নামতে থাকে, তারপর আবার স্মরণের যাত্রার দ্বারাই উত্তরণের পথে উঠতে পারে। তারপর তো ওঠার জন্য স্মরণের কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। সত্যযুগের পরে আবারও নীচে নামতে হবে। সত্যযুগে যদি স্মরণ করে তবে তো নীচে নামতেই হবে না। ড্রামানুসারে নীচে নামতেই হবে, সূতরাং স্মরণও করে না। নীচে নামতেই হবে। তারপর স্মরণ করার উপায়ও বাবা এসে বলে দেন, কেননা উপরে উঠতে হবে। সঙ্গমযুগে এসেই বাবা শেখান যে, এবার উত্তরণের (উপরে ওঠা) কলা শুরু হবে। আমাদের আবারও নিজের সুখধামে ফিরতে হবে। বাবা বলেন এখন সুখধামে যেতে হলে আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা

সত্যপ্রধান হয়ে উঠবে ।

তোমরা এই দুনিয়ার থেকে নিরালা। বৈকুণ্ঠও এই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বৈকুণ্ঠ (স্বর্গ) ছিল, এখন নেই। ওরা কল্পের সময়সীমা দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য ভুলে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বৈকুণ্ঠকে খুব কাছেই প্রত্যক্ষ করতে পারছো। অল্প সময় বাকী, স্মরণের যাত্রাতেই ঘাটতি থাকার জন্য মনে করে যে এখনও সময় আছে। স্মরণের যাত্রা যত তীব্র হওয়া প্রয়োজন ততটা হচ্ছে না। তোমরা ডামার গ্ল্যান অনুসারে ঈশ্বরীয় বার্তা (পয়গাম) পৌঁছে দাও, কাউকে ঈশ্বরীয় বার্তা পৌঁছে না দেওয়া অর্থাৎ সার্ভিস না করা। সম্পূর্ণ বিশ্বে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, বাবা বলেছেন - "মামেকম্ স্মরণ করো"। যারা গীতা পাঠ করে তারা জানে, শাস্ত্র একটাই - গীতা, যার মধ্যে এই মহাবাক্য আছে। কিন্তু গীতার মধ্যে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখিত আছে সুতরাং স্মরণ কাকে করবে! যদিও শিবের ভক্তি করে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান নেই যে শ্রীমতে চলবে। এই সময় তোমরা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করে থাকো, এর আগে ছিল মনুষ্য মত। দুটোর মধ্যে দিন-রাতের প্রভেদ। মনুষ্য মত বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। ঈশ্বরীয় মত বলে - না। বাবা বলেন আমি আসি স্বর্গ স্থাপনা করতে, সুতরাং এটা নিশ্চয়ই নরক। এখানে ৫ বিকার রূপী ভূত সবার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিকারী দুনিয়া বলেই তো আমি আসি নির্বিকারী করে তুলতে। যে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে, তার মধ্যে বিকার তো থাকতেই পারে না। রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয়েছে। কখনও কেউ বলতে পারবে না যে, রাবণের সৃষ্টি হলো নির্বিকারী। তোমরা জানো যে এখন হলো রাবণ রাজ্য। সবার মধ্যে ৫ বিকার আছে। সত্যযুগে রাম রাজ্য, সেখানে কোনও বিকার নেই। এই সময় মানুষ কত দুঃখী। শরীরে কত কষ্ট, এ হলো দুঃখ ধাম, সুখধামে তো শারীরিক কষ্ট থাকেই না। এখানে হাসপাতালে ভরে গেছে, একে স্বর্গ বলা মস্ত বড় ভুল। নিজে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে, লৌকিক পড়াশোনা কাউকে বোঝানোর জন্য নয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই চাকরি হয়ে যায়। এখানে তো তোমাদের সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। শুধুমাত্র বাবাই তো আর এই বার্তা পৌঁছে দেবেন না। যে খুব চোখস হয় তাকে টিচার বলা হয়। কম চোখস যারা, তাদের স্টুডেন্ট বলা হয়। তোমাদের সবার কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ভগবান কে জানো? উনি তো সবার পিতা। প্রধান বিষয় হলো বাবার পরিচয় দেওয়া, কেননা কেউ-ই জানে না। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন বাবা। সম্পূর্ণ বিশ্বকে যিনি পবিত্র করে তোলেন। সম্পূর্ণ বিশ্ব পবিত্র ছিল, তার মধ্যে ভারতই ছিল। আর কোনো ধর্মাবলম্বী বলতে পারবে না যে, আমরা নতুন দুনিয়াতে এসেছি। ওরা তো বুঝেছে আমাদের আসার আগে আরও কেউ এসে চলে গেছে। খ্রাইস্টও নিশ্চয়ই কারো মধ্যে প্রবেশ করবে। ওনার আগে নিশ্চয়ই অন্য কেউ ছিল। বাবা বসে বোঝান আমি এই ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করি, এটাও কেউ মানতে নারাজ যে ব্রহ্মা শরীরে তিনি আসেন। আরে, ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন, ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে। ব্রহ্মার কাছ থেকেই আসবে, তাইনা! আচ্ছা, ব্রহ্মার পিতা একথা কখনও কি শুনেছো? তিনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। ওঁনার সাকার পিতা কেউ নেই। ব্রহ্মার সাকার পিতা কে? কেউ বলতে পারবে না। ব্রহ্মা তো প্রখ্যাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যেমন নিরাকার শিববাবা বলা হয়, ওঁনার পিতা কে? সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মার পিতা কে বলা। শিববাবাকে তো অ্যাডপ্ট করা হয় না, ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করা হয়। বলা হয় এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। বিষ্ণুকে শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন এমনটা বলবে না। এটা তো তোমরা জানো যে ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন। বিষ্ণুকে অ্যাডপ্ট করা হয় না। শঙ্করের জন্যও বলা হয়েছে, ওনার কোনও পার্ট নেই। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা এটাই ৮৪ জন্মের চক্র। শঙ্কর কোথা থেকে এসেছে। ওনার রচনা কোথায়। বাবারই রচনা, উনিই সব আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মার রচনা সব মনুষ্য। শঙ্করের রচনা কোথায় আছে? শঙ্করের দ্বারা কোনও মনুষ্য দুনিয়া রচিত হয় না। বাবা এসে এইসব বিষয়ে বুঝিয়ে বলেন, তারপরও বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। প্রত্যেকের বুদ্ধি নম্বরনুসারে হয়, তাইনা! বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ হবে ততই টিচারের পাঠ ধারণ করতে সক্ষম হবে, এ হলো অসীম জগতের পড়াশোনা। পড়া অনুসারে নম্বরানুযায়ী পদ প্রাপ্তি হবে। যদিও পাঠ একটাই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কিন্তু রাজধানী স্থাপন হয় না! এটাও বুদ্ধিতে ধারণা হওয়া উচিত যে, আমি কোন্ পদ প্রাপ্ত করবো? রাজা হওয়া তো পরিশ্রমের কাজ। রাজার দাস-দাসীরও প্রয়োজন। দাস-দাসী কে হবে, এটাও তোমরা বুঝতে পারো। নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রত্যেকেই দাসী পাবে। সুতরাং এমন পড়াশোনা করা উচিত নয় যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে দাসী হবে। পুরুষার্থ করতে হবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য।

সুতরাং সত্যিকারের শান্তি রয়েছে বাবার স্মরণে, বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি এদিক-ওদিক হলে সময় ব্যর্থ হবে। উপার্জন হ্রাস পাবে। সত্যপ্রধান হতে পারবে না। বাবা এও বুঝিয়েছেন, হাত দিয়ে কাজ করো আর অন্তরে বাবাকে স্মরণ করো। শরীরকে ফ্রেশ রাখার জন্য ঘোরো, বেড়াও। কিন্তু বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণ চলে। যদি সাথে কেউ থাকে তবে পরচিন্তন করো না। এ তো প্রত্যেকের অন্তর্মনাই প্রমাণ দেবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন, এমন স্থিতিতে স্থিত হয়ে ঘোরো ফেরো। পাদ্রিরা সম্পূর্ণ শান্ত স্থিতিতে হেঁটে বেড়ায়। সম্পূর্ণ সময় ধরে তো জ্ঞানের আলোচনা করবে না। সেইজন্য শিববাবার স্মরণে নিজেকে শান্ত

রেখে রেস করা উচিত। যেমন আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় বাবা বলে থাকেন - স্মরণে বসে থাও, নিজের চাট দেখো। ব্রহ্মা বাবা নিজের কথা বলেন যে, কীভাবে আমি ভুলে যেতাম। আমি চেষ্টা করি, বাবাকে বলি বাবা আমি সম্পূর্ণ সময় স্মরণে থাকবো, তুমি আমার কাশি বন্ধ করে দাও, সুগার কম করো। নিজের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছি তাই তোমাদের বলছি। কিন্তু আমি নিজেই ভুলে যাই, সুতরাং কাশি কীভাবে কমবে। যে সব কথা বাবার সাথে বলি, সে সব সত্যি কথা গুলিই তোমাদেরকে বলছি। বাবা, বাচ্চারা, তোমাদেরকে বলেন। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে বলে না। কারণ লজ্জা পায়। ঘর ঝাড় দাও, খাবার তৈরি করো, সবই শিববাবার স্মরণে করলে শক্তি বৃদ্ধি হবে। এই পদ্ধতি খুব প্রয়োজন, এতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। তারপর তোমরা স্মরণে বসলে অন্যদেরও প্রচেষ্টা থাকবে। একজনকে দেখে অন্যেরাও চেষ্টা করবে। যত তোমরা স্মরণে থাকবে ততই সাইলেন্সের শক্তি ভালো হবে। ড্রামানুসারে একের প্রভাব অন্যের উপরে পড়বে। স্মরণের যাত্রা অত্যন্ত কল্যাণকারী, এর মধ্যে মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। বাবা হলেন সত্য, তাঁর বাচ্চাদেরকেও সত্যের পথে চলতে হবে। বাচ্চারা তো সবকিছুই পায়, বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছো তোমরা। সেখানে লোভের বশীভূত হয়ে ১০-২০ টা শাড়ি ইত্যাদি কেন একত্রে জমা করছো। যদি অনেক জিনিস এইভাবে জমা করতে থাকো তবে মৃত্যুর সময় সে সবই স্মরণে আসবে। সেইজন্য দৃষ্টান্ত আছে, তার স্ত্রী বলেছিল লাঠিও ছেড়ে দাও (অর্থাৎ সবকিছুই ত্যাগ, মোহমুক্ত হওয়া) নয়তো এটার কথাও মনে পড়বে। অন্তিমে কোনও কিছুই স্মরণে আসা উচিত নয়। নয়তো নিজের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। মিথ্যা বলার অপরাধে শতগুণ পাপ বৃদ্ধি পায়। শিববাবার ভান্ডার সবসময় পরিপূর্ণ, বেশি রাখারও প্রয়োজন নেই। যার কিছু চুরি হয়ে যায় তাকে সব দেওয়া হয়। তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে রাজধানী প্রাপ্ত করো, সেখানে পোশাক আশাক কি পাবে না? শুধু শুধু অপয়োজনীয় ভাবে পয়সা খরচ করা উচিত নয়। কেননা দরিদ্র অবলারাই স্বর্গ স্থাপনার কাজে সহযোগ প্রদান করে। সুতরাং ওদের টাকা এইভাবে নষ্ট করা উচিত নয়। ওরা তোমাদের দেখাশোনা করে, তোমাদেরও উচিত ওদের দেখাশোনা করা। নয়তো শতগুণ পাপ মাথায় জমা হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বাবার স্মরণে বসার সময় বুদ্ধি বিন্দুমাত্রও এদিক-ওদিক হওয়া উচিত নয়। সবসময় উপার্জন জমা হতে হবে। এমনই স্মরণের স্থিতিবস্থা হবে যেন চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

২) শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ঘুরতে, ফিরতে গেলে নিজেদের মধ্যে পরচিন্তন করা উচিত নয়। নিজেকে শান্ত রেখে বাবার স্মরণে যেতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে আহাৰ করতে হবে।

বরদান:- নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে দুর্বল সংকল্পগুলির জালকে সমাপ্তকারী সফলতা সম্পন্ন হবে। এখনও পর্যন্ত মেজরিটি (বেশীরাভাগ) বাচ্চারা নিজেরাই দুর্বল সংকল্প ইমার্জ করে - চিন্তা করে, - জানিনা হবে কি হবে না, কি হবে... এই দুর্বল সংকল্পই প্রাচীর হয়ে যায় আর সফলতা সেই প্রাচীরের মধ্যে লুকিয়ে যায়। মায়া দুর্বল সংকল্পের জাল বিছিয়ে দেয়, আর তোমরা সেই জালে ফেঁসে যাও। এইজন্য 'আমি হলাম নিশ্চবুদ্ধি বিজয়ী আত্মা, সফলতা হলো আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার' - এই স্মৃতির দ্বারা দুর্বল সংকল্পগুলিকে সমাপ্ত করো।

স্লোগান:- তৃতীয় অর্থাৎ জ্বালামুখী নেত্র খোলা থাকলে মায়া শক্তিহীন হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কলঙ্গীধর (যিনি কলঙ্কিত হয়েছিলেন, তিনিই যোগ্য এবং পূজনীয় হলেন) হওয়ার জন্য নিজের অবস্থা অচল - অটল বানাও, তোমাদের উপর যত কলঙ্ক লাগে, ততই তোমরা কলঙ্গীধর হয়ে ওঠো"

*প্রশ্নঃ - বাবার আশ্তা কি? কোন মুখ্য আশ্তায় চলা বাচ্চারা হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়?

*উত্তরঃ - বাবার আশ্তা হলো - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কারোর সঙ্গে খিটখিট করো না। তোমাদের শান্তিতে থাকতে হবে। যদি কারোর তোমাদের কথা পছন্দ না হয়, তাহলে তোমরা চুপ করে থাকো। একে অপরকে বিরক্ত করো না। বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে তখনই অধিষ্ঠিত হতে পারো যখন অন্তরে কোনো ভূত থাকবে না, মুখ থেকে কখনো কোনো মন্দ কথা নির্গত হবে না, মিষ্টি করে কথা বলা যখন জীবনের ধারণা হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ, আত্মা - অভিমানী ভব, সর্বপ্রথমে অবশ্যই বলতে হবে। এ হলো বাচ্চাদের জন্য সাবধান বাণী। বাবা বলেন, আমি যখন বাচ্চা - বাচ্চা বলি, তখন আমি আত্মাদেরই দেখি, এই শরীর তো পুরানো জুতো। এই শরীর সতোপ্রধান হতে পারবে না। সতোপ্রধান শরীর তো সত্যযুগেই প্রাপ্ত হবে। তোমাদের আত্মা এখন সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছে। শরীর তো সেই পুরানো। তোমাদের এখন নিজেদের আত্মাকে শুধরাতে হবে। তোমাদের পবিত্র হতে হবে। সত্যযুগে তোমরা শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত করবে। আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য এক বাবাকে স্মরণ করতে হয়। বাবাও আত্মাকে দেখেন। শুধুমাত্র দেখলেই আত্মা শুদ্ধ হবে না। সে তো যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শুদ্ধ হতে থাকবে। এ তো তোমাদের কাজ। বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা তো এসেছেনই পথ বলে দিতে। এই শরীর তো অন্ত পর্যন্ত পুরানোই থাকবে। এ তো কেবল কর্মেন্দ্রিয়, যার সঙ্গে আত্মার কানেকশন। আত্মা যখন ফুল হয়ে যায়, তখন কর্তব্যও ভালো করে। ওখানে পাখি - জানোয়ারেরাও খুব ভালো থাকে। এখানে পাখি মানুষ দেখলে উড়ে চলে যায়, আর ওখানে তো খুব সুন্দর সুন্দর পাখি তোমাদের সামনে - পিছনে ঘুরতে থাকবে, সেও নিয়ম মেনে। এমন নয় যে তারা ঘরের ভিতর ঢুকে যাবে, নোংরা করে দিয়ে যাবে। তা নয়, সে হলো খুব সুন্দর নিয়মের দুনিয়া। ভবিষ্যতে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। এখন তো মার্জিন অনেক পড়ে আছে। স্বর্গের মহিমা তো অপরমপার। বাবার মহিমাও অপরমপার, তাই বাবার প্রপার্টির মহিমাও অপরমপার। বাচ্চাদের কতো নেশা চড়া উচিত। বাবা বলেন, আমি সেই আত্মাদের স্মরণ করি, যারা সার্ভিস করে, তারা অটোমেটিক্যালি স্মরণে আসে। আত্মার মধ্যে মন - বুদ্ধি আছে তো, তাই না। তারা বুঝতে পারে যে, আমরা ফার্স্ট নম্বরের সার্ভিস করি বা সেকেন্ড নম্বরের সার্ভিস করি। এ সব নম্বরের ক্রমানুসারে বুঝতে পারে। কেউ কেউ তো মিউজিয়াম তৈরী করে, প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ইত্যাদিদের কাছে যায়। অবশ্যই তারা তাহলে খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। সকলের মধ্যে নিজস্ব গুণ আছে। কারোর মধ্যে ভালো গুণ থাকলে বলা হয় যে, এ কতো গুণবান। যারা সার্ভিসেবল হবে, তারা সর্বদা মিষ্টি কথা বলবে। কখনোই তারা কটু কথা বলতে পারবে না। যারা কটু কথা বলে, তাদের মধ্যে ভূত আছে। দেহ - বোধ হলো এক নম্বর, এরপর এর পিছনে আর ভূতেরা প্রবেশ করে।

অনেক মানুষেরই খুব খারাপ চালচলন হয়। বাবা বলেন, এই বেচারাদের কোনো দোষ নেই। তোমাদের এমন পরিশ্রম করতে হবে, যেমন তোমরা পূর্ব কল্পে করেছো, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এরপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিশ্বের রাশ (কন্ট্রোল) তোমাদের হাতে আসবে। এ হলো ড্রামার চক্র, টাইমও ঠিক বলে দেওয়া হয়। এখন অল্প কিছু সময়ই বাকি আছে। ওরা স্বাধীনতা দিলে পরিবর্তে দু'ভাগ করে দেয়, নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। না হলে ওদের বারুদ ইত্যাদি কে কিনবে। এও তো ওদের ব্যবসা, তাই না। ড্রামা অনুসারে এও ওদের চালাকি। এখানেও টুকরো - টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। ওরা বলে, আমরা যেন এই টুকরো পাই, সম্পূর্ণ ভাগ করা হয়নি, এইদিকে নদীর জল বেশী, চাম্বাস বেশী হয়, ওইদিকে আবার জল কম। নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করে। তারপর সিঁতিল ওয়ার হয়ে যায়। ঝগড়া তো অনেক হয়। তোমরা যখন বাবার বাচ্চা হয়েছো, তখন তোমরাও অনেক গালি খাও। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমরা এখন কলঙ্গীধর হও। বাবা যেমন গালি খান, তোমরাও তেমনই গালি খাও। এ তো তোমরা জানো যে, এই বেচারারা জানেই না যে, তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। ৮৪ জন্মের কথা তো খুবই সহজ। তোমরাই পূজ্য আবার তোমরাই পূজারী হও। কারোর আবার বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, এও ড্রামাতে এদের এমনই পাট। কি আর করা যাবে। যতই মাথা ঠুকতে থাকুক, উপরে চড়তে পারবে না। চেষ্টা তো করানো হয় কিন্তু ভাগ্যে নেই। রাজধানী স্থাপন

হয়, সেখানে তো সবাইকেই চাই। এমন চিন্তা করে শান্তিতে থাকা উচিত। কারোর সঙ্গে খিটখিট করা উচিত নয়। ভালোবেসে বোঝাতে হয় - এমন করো না। এইকথা আত্মা শোনে, এতে কিন্তু পদও আরো কম হয়ে যাবে। কাউকে তো ভালো কথা বোঝালেও অশান্ত হয়ে পড়ে, তখন ছেড়ে দেওয়া উচিত। নিজেই যদি এমন হয় তাহলে একে অপরকে বিরক্ত করতে থাকবে। এ অন্ত পর্যন্ত থাকবে। মায়াও দিনে দিনে কড়া হয়ে যায়। মহারথীদের সঙ্গে মায়াও মহারথী হয়ে লড়াই করে। মায়ার তুফান এলেও বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে যায়, একদম অচল - অটল হয়ে থাকে। বুঝতেও পারে যে, মায়া হয়রান করবে, কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। কলসীধর যারা হয়, তাদের উপর কলঙ্ক লাগে, এতে মন খারাপ করা চলবে না। খবরের কাগজের লোকেরাও বিপরীতে কথা বলে দেয় কেননা এ হলো পবিত্রতার কথা। অবলাদের উপর অত্যাচারও হবে। অকাসুর - বকাসুর নামও আছে। স্ত্রীদের নামও পুতনা, সুপ্ননা হয়।

এখন বাচ্চারা সর্বপ্রথমে বাবার মহিমাই শোনায়। অসীম জগতের বাবা বলেন, তুমি হলে আত্মা। এই নলেজ এক বাবা ব্যতীত আর কেউই দিতে পারে না। রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান, এই হলো পড়া, যাতে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা হও। অলঙ্কারও তোমাদেরই, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে পুরুষার্থী, তাই এই অলঙ্কার বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। এই সব কথা যেমন - আত্মা কি, পরমাত্মা কে, কেউই বলতে পারে না। আত্মা কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে বেরিয়ে যায়, কখনো বলে - চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কখনো বলে ক্রকুটি দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কখনো বলে ব্রহ্মতালু দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ তো কেউ জানতে পারে না। তোমরা এখন জানো যে, আত্মা এমনভাবে শরীর ত্যাগ করবে, বসে বসে বাবার স্মরণে দেহত্যাগ করবে। বাবার কাছে তো আনন্দের সাথে যেতে হবে। পুরানো শরীর খুশী মনে পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন সাপের উদাহরণ আছে। জানোয়ারদের যে বুদ্ধি আছে, মানুষের তা নেই। ওই সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা তো কেবল দৃষ্টান্ত দেয়। বাবা বলেন যে, তোমাদের এমন হতে হবে, যেমন ভ্রমরী কীটকে ট্রান্সফার করে দেয়, তোমাদেরও মনুষ্য রূপী কীটকে ট্রান্সফার করে দিতে হবে। কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত দিলে হবে না, প্র্যাক্টিকালি করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো, তাই তোমাদের অন্তরে খুশী হওয়া উচিত। ওরা তো উত্তরাধিকারকে জানেই না। শান্তি তো সবাই পায়, সবাই শান্তিধামে যায়। বাবা ছাড়া আর কেউই সদ্ধতি করতে পারে না। তোমাদের এও বোঝাতে হয় যে, তোমাদের হলো নিবৃত্তি মার্গ, তোমরা ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। বাবা তো প্রবৃত্তি মার্গ তৈরী করেন। এ হলো খুবই গুহ্য কথা। প্রথমে তো সবাইকেই অল্ক (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী), সম্বন্ধে পড়তে হয়। বলো, তোমাদের দুইজন বাবা - জাগতিক আর অসীম জাগতিক। জাগতিক পিতার কাছে জন্মগ্রহণ করো বিকারের দ্বারা। সেখানে কতো অগাধ দুঃখ প্রাপ্ত করো। সত্যযুগে তো অপার সুখ। সেখানে তো জন্মও মাথনের মতো হয়। দুঃখের কোনো কথাই নেই। নামই হলো স্বর্গ। তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের বাদশাহীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। প্রথমে হলো সুখ, পরে দুঃখ। প্রথমে দুঃখ আর পরে সুখ, একথা বলা ভুল হবে। প্রথমে তো নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়, পুরানো দুনিয়া তো স্থাপন হয়ই না। পুরানো বাড়ি কেউ কি কখনো তৈরী করে? নতুন দুনিয়াতে তো আর রাবণ থাকতে পারে না। এও বাবাই বুঝিয়ে বলেন তখন বুদ্ধির দ্বারা এই যুক্তি বোঝা যায়। অসীম জগতের বাবা অসীম জাগতিক সুখ প্রদান করেন। তিনি কিভাবে তা দেন, তোমরা এলে তবে বোঝাবো। বোঝানোর জন্যও উপায় বা যুক্তি চাই। তোমরা দুঃখধামের দুঃখেরও সাক্ষাৎকার করাও। এখানে কতো অগাধ দুঃখ, অপরমপার। নামই হলো দুঃখধাম। একে কেউ সুখধাম বলতে পারে না। সুখধামে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরকেও সুখধাম বলা হয়। তাঁরা সুখধামের মালিক ছিলেন, যাঁদের মন্দিরে এখনো পূজা করা হয়। এখন এই বাবাও লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবেন আর তখন বলবেন আহা! আমি তো এমন হই। এনার পূজা তো তখন করবেনই না। নশ্বরের ক্রমানুসারে তৈরী হয়, তাহলে সেকেন্ড, থার্ডের পূজা কেন করবেন। আমরা তো সূর্যবংশী তৈরী হই। মানুষ তো জানেই না। ওরা তো সবাইকেই ভগবান বলতে থাকে। এখানে কতো অন্ধকার। তোমরা কতো ভালোভাবে বোঝাও। এতে সময় লাগে। পূর্ব কল্পে যেমন লেগেছিলো, শীঘ্র কিছুই করতে পারবে না। তোমাদের হীরের মতো জন্ম, তা হলো এখানকার কথা। দেবতাদের জন্মও হীরের মতো বলা হবে না। ওরা তো কেউ ঐশ্বরীয় পরিবারে থাকেনই না। তোমাদের এ হলো ঐশ্বরীয় পরিবার। ওটা হলো দৈবী পরিবার। এ'সব কতো নতুন নতুন কথা। গীতাতে তো আটাতে নুনের মতো ও'টুকুই আছে। শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে সেখানে কতো ভুল করে দিয়েছে। তোমরা বলো - তোমরা দেবতাদের তো দেবতা বলো, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে কেন ভগবান বলো? বিষ্ণু কে? এও তোমরাই বুঝতে পারো। মানুষ তো জ্ঞান ছাড়া এমনিতেই পুজো করতে থাকে। প্রাচীন হলো দেবতারাই। সতোঃ, রজঃ, তমোঃতে সবাইকেই আসতে হবে। এই সময় সবাই হলো তমোপ্রধান। বাচ্চাদের পয়েন্টস তো খুবই বোঝানো হয়। ব্যাজের উপরেও তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। বাবাকে আর যে টিচার পড়ান তাঁকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়ারও কতো টানাটানি চলতে থাকে। খুব ভালো ভালো পয়েন্টস বের হতে থাকে। যদি তা না শোনো, তাহলে কিভাবে অন্যদের শোনাবে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহারথীরা যখন

বাইরে এদিক - ওদিক যায়, তখন মুরলী মিস্ করে, পরে আর পড়ে না। পেট যেন ভরে গেছে। বাবা বলেন, আমি কতো গুহ্য - গুহ্য কথা তোমাদের শোনাই, যা শুনে তোমাদের ধারণ করতে হবে। ধারণা না হলে কাঁচা থেকে যাবে। অনেক বাচ্চাও বিচার সাগর মন্থন করে ভালো ভালো পয়েন্টস শোনায়। বাবা দেখেন, শোনেও, যেমন যেমন অবস্থা, তেমন তেমন পয়েন্টস বের করতে পারে। যা কখনো ইনিও শোনান নি, তা সার্ভিসেবল বাচ্চারাও বের করে। তারা সার্ভিসেই লেগে থাকে। ম্যাগাজিনেও ভালো ভালো পয়েন্টস দিতে থাকে।

বাচ্চারা, তাই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। বাবা তোমাদের কতো উচ্চ তৈরী করেন, গীতেও আছে যে, সারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ তোমাদের হাতে থাকবে। কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ তো বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না। তাঁদের টিচার অবশ্যই বাবাই হবেন। এও তোমারই বোঝাতে পারো। ওনারা কিভাবে রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছেন? মন্দিরের পূজারীরাও জানে না। তোমাদের তো অপার খুশী হওয়া চাই। তোমরা এও বোঝাতে পারো যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয়। এই সময় তো পাঁচ ভূত সর্বব্যাপী। এক একজনের মধ্যে এই বিকার আছে। মায়ার পাঁচ ভূত আছে। মায়া সর্বব্যাপী। তোমরা আবার ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে দাও। এ তো ভুল, তাই না। ঈশ্বর কিভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন। তিনি তো অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তিনি কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন। এই কথা বোঝানোর প্র্যাকটিসও বাচ্চাদের করা চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কেউ যখন অশান্তি ছড়ায় বা বিরক্ত করে, তখন তোমাদের শান্ত থাকতে হবে। বোঝানো সত্ত্বেও যদি কেউ নিজের পরিবর্তন করতে না পারে, তখন বলবে যে এর ভাগ্য, কেননা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে।

২) বিচার সাগর মন্থন করে জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্টস বের করে সার্ভিস করতে হবে। বাবা মুরলীতে যে গুহ্য কথা রোজ শোনান, তা কখনো মিস্ করবে না।

বরদানঃ-

পবিত্রতাকে আদি - অনাদি বিশেষ গুণের রূপে সহজভাবে আপন করে নেওয়া পূজ্য আত্মা ভব পূজনীয় হওয়ার বিশেষ আধার পবিত্রতার উপরে নির্ভর করে। যত যত সর্বপ্রকার পবিত্রতাকে আপন করে নেবে, ততই সর্বপ্রকারে পূজনীয় হয়ে যাও। যিনি বিধিপূর্বক আদি - অনাদি বিশেষ গুণের রূপে পবিত্রতাকে আপন করে নেন, তিনি বিধিপূর্বক পূজিত হন। যিনি জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী আত্মাদের সম্পর্কে এসেও পবিত্র বৃত্তি, দৃষ্টি, ভাইব্রেশনের দ্বারা যথার্থ সম্পর্ক - সম্বন্ধ পালন করেন, স্বপ্নেও যার পবিত্রতা খণ্ডিত হয় না, তিনিই বিধিপূর্বক পূজিত হন।

স্লোগানঃ-

ব্যক্ত-তে থেকেও অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে সেবা করো, তাহলে বিশ্ব কল্যাণের কার্য তীব্রগতিতে সম্পন্ন হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভাই-বোনের পরিচয় বোধ থেকেও বের হয়ে একে অপরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করো তাহলে সিভিল আই (সাম্য দৃষ্টি) হয়ে যাবে, আত্মা যখন সিভিল-আইন্ড হয় তখন কর্মজীত হতে পারে"

*প্রশ্নঃ - নিজের অবগুণ দূর করতে কোন্ যুক্তিটি অবলম্বন করা উচিত?

*উত্তরঃ - নিজের চরিত্রের রেজিস্টার রাখো। তাতে রোজকার পোতামেল (কর্মের চার্ট) নোট করো। রেজিস্টার রাখলে নিজের অবগুণ গুলি সহজেই বের করতে পারবে। অবগুণ দূর করতে করতে সেই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যখন একমাত্র বাবা ব্যতীত কেউ স্মরণে থাকবে না। কোনও পুরানো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। অন্তরে কোনো কিছুর চাহিদা থাকবে না।

ওম্ শান্তি । এক হলো মানব বুদ্ধি, দ্বিতীয় হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি, তারপরে হবে দৈবী বুদ্ধি। মানব বুদ্ধি হলো অসুরী বুদ্ধি। ক্রিমিনাল আইন্ড (বিকর্মী দৃষ্টি) কিনা। এক হয় সিভিল আইন্ড, দ্বিতীয় হলো ক্রিমিনাল-আইন্ড। দেবতারা হলেন ভাইসলেস অর্থাৎ পবিত্র, সিভিল আইন্ড এবং এইখানে কলিযুগী মানুষ হলো ভিসাস (অপবিত্র) ক্রিমিনাল-আইন্ড। তাদের চিন্তন ইত্যাদি অপবিত্র হবে। ক্রিমিনাল-আইন্ড মানুষ রাবণের জেলে বাস করে। রাবণ রাজ্যে সবাই হলো ক্রিমিনাল আইন্ড, একজনও সিভিল আইন্ড নেই। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। এখন বাবা তোমাদের ক্রিমিনাল-আইন্ড থেকে পরিবর্তন করে সিভিল-আইন্ড বানাচ্ছেন। ক্রিমিনাল-আইন্ড অনেক প্রকারের হয় - কেউ সেমি, কেউ আবার অন্যরকম। যখন সিভিল আইন্ড হয়ে যাবে তখন কর্মজীত অবস্থা হবে তখন ব্রাদারলি আইন্ড অর্থাৎ ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি হয়ে যাবে। আত্মা, আত্মার দর্শন করে, শরীর তো থাকেই না, তাহলে ক্রিমিনাল-আইন্ড হবে কিভাবে! তাই বাবা বলেন নিজেদেরকে ভাই-বোনের পরিচয় বোধ থেকেও বের করো। একে অপরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। এই কথাটিও খুব গুহ্য। কখনও কারো বুদ্ধিতে আসবে না। সিভিল-আইন্ড কথাটির অর্থ কারো বুদ্ধিতে আসতে পারে না। যদি এসে যায় তাহলে তো উঁচু পদের অধিকারী হবে। বাবা বোঝান নিজেই আত্মা নিশ্চয় করো, শরীরের কথা ভুলতে হবে। এই শরীরটিও ত্যাগ করতে হবে বাবার স্মরণে। আমি আত্মা বাবার কাছে যাই। দেহ অভিমান ত্যাগ করে পবিত্র স্বরূপ প্রদানকারী বাবার স্মরণেই এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। ক্রিমিনাল-আইন্ড হলে অন্তরে নিশ্চয়ই অনুতাপ হবে। লক্ষ্য খুবই উঁচুতে। বাচ্চারা যতই ভালো হোক তবুও একটু আধটু দোষ ত্রুটি তো নিশ্চয়ই হয়, কারণ মায়া আছে তাইনা। কর্মজীত তো কেউ হতে পারে না। কর্মজীত অবস্থা শেষে প্রাপ্ত করবে তখন সিভিল-আইন্ড হতে পারবে। তখন সেই আত্মিক ব্রাদারলি লাভ (ব্রাতৃ প্রেম) থাকে। রুহানী ব্রাদারলি লাভ থাকলে ভালো, তাহলে দৃষ্টি ক্রিমিনাল হয় না, ফলে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারে। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে বলে দেন। বাচ্চারা বুঝতে পারে আমাদের মধ্যে এই এই অবগুণ আছে। রেজিস্টার রাখলে অবগুণের জ্ঞান থাকবে। কেউ রেজিস্টার না রেখেও শুধরে যাবে, এমনও হতে পারে। কিন্তু যারা কাঁচা তাদের অবশ্যই রেজিস্টার রাখা উচিত। কাঁচা তো অনেকেই, কেউ তো লিখতেও জানে না। অবস্থা তোমাদের এমন হওয়া উচিত যে অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। আমরা আত্মারা দেহ ছাড়াই আসি, এখন অশরীরী স্বরূপে ফিরতে হবে। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে - সে বলল তোমরা লাঠি হাতে নিও না, নইলে শেষ সময়ে লাঠির কথাও স্মরণে আসবে। কোনো জিনিসে মায়া রাখবে না। অনেকের পুরানো জিনিসের প্রতি মায়া থাকে। যেন কিছু স্মরণে না আসে একমাত্র বাবা ছাড়া। এই লক্ষ্য কতখানিই উঁচু। কোথায় পাথর রূপী শিবের ভক্তি আর কোথায় শিববাবাকে স্মরণ করা। চাওয়ার ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। প্রত্যেককে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সার্ভিস অবশ্যই করা উচিত। যদিও গভর্নমেন্টের সার্ভিস ৮ ঘন্টার হয় কিন্তু পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সার্ভিস মিনিমাম ৫-৬ ঘন্টা অবশ্যই করো। পতিত মানুষ কখনও বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। সত্যযুগ হলো ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (পবিত্র)। দেবী-দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী...। বাচ্চারা তোমাদের অবস্থা উপরাম থাকা উচিত। কোনও পুরানো ছিঃ ছিঃ বস্তুর প্রতি মায়া থাকা উচিত নয়। শরীরের প্রতিও যেন আকর্ষণ না থাকে, এতখানি যোগী স্বরূপ হতে হবে। যখন সত্যিকারের প্রকৃত যোগী হবে তখন সর্বদা ফ্রেশ থাকবে। তোমরা যত সতোগ্রহান হতে থাকবে, খুশীর পারদ ততই উর্ধ্বে থাকবে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এমন খুশীর অনুভূতি ছিল। সত্যযুগেও সেই খুশীর অনুভূতি থাকবে। এখানেও খুশীতে থাকবে তারপরে এই খুশী সঙ্গে নিয়ে যাবে। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমন গতি বলা হয়। এখন তোমরা মত পাও, পরে স্বর্গে গতি প্রাপ্ত হবে। এইরূপ বিচার সাগর মন্বন করতে হয়।

বাবা তো হলেন দুঃখ হর্তা (হরণকারী), সুখ কর্তা (সুখ প্রদানকারী)। তোমরা বলা আমরা বাবার সন্তান, তাই কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। সবাইকে সুখের রাস্তা বলা উচিত। যদি সুখ দান না করো তাহলে নিশ্চিত দুঃখ দেবে। এটা হলো পুরুষোত্তম সপ্তম যুগ, যখন তোমরা সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। পুরুষার্থীও নম্বর অনুসারে হয়ে থাকে। বাম্বারা যখন সার্ভিস করে তখন বাবা তাদের মহিমা বর্ণনা করেন যে, অমুক বাম্বা হলো যোগী। যারা সার্ভিসেবল বাম্বা, তারা ভাইসলেস লাইফে রয়েছে। যে আত্মাদের একটুও বিকল্প আসে না তারা শেষ সময়ে কর্মরত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সিভিল-আইন্ড হচ্ছে। মানুষকে কখনও দেবতা বলা যাবে না। যারা ক্রিমিনাল-আইন্ড হবে তারা নিশ্চয়ই পাপ কর্ম করবে। সত্যযুগী দুনিয়া হলো পবিত্র দুনিয়া। এটা হলো পতিত দুনিয়া। এর অর্থও তারা বোঝে না। যখন ব্রাহ্মণ হয় তখন বুঝতে পারে। তারা বলে জ্ঞান তো খুবই ভালো, যখন সময় পাবো তখন আসবো। বাবা বোঝেন কখনোই আসবে না। এটা তো বাবাকে ইনসাল্ট করাই হল। তিনি মানুষ থেকে দেবতা করেন, অতএব অবিলম্বে জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তাইনা। আগামী কালের অপেক্ষায় থাকলে মায়া নাক দিয়ে ধরে নর্দমায় ফেলে দেবে। কাল-কাল করতে করতে কাল খেয়ে নেবে। শুভ কাজে দেরী করা উচিত নয়। কাল রূপী মৃত্যু তো মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক মানুষ হঠাৎ মারা যায়। এখনই বস্তু পড়লে কত মানুষ মারা যাবে! ভূমিকম্প হয়, তো আগে থেকেই বোঝা যায় কি। ড্রামা অনুযায়ী ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হবেই, যা কেউ জানতে পারে না। অনেক ক্ষতি হয়। তারপর গভর্নমেন্ট রেলের ভাড়া ইত্যাদিও বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে তো যেতেই হয়। চিন্তা করতে থাকে - কীভাবে আমদানি বৃদ্ধি করা যায় যাতে মানুষ দিতে পারে। আনাজের দাম কত বেড়ে গেছে। অতএব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - সিভিল-আইন্ডকে বলা হবে পবিত্র আত্মা। এই দুনিয়া তো হলো ক্রিমিনাল-আইন্ড। তোমরা সবাই সিভিল-আইন্ড হচ্ছে। এতেই পরিশ্রম আছে, উঁচু পদের অধিকারী হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতন সরল কাজ নয়। যে যত সিভিল-আইন্ড হবে, ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। তোমরা তো এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হতে। কিন্তু যারা সিভিল-আইন্ড হয় না, তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তারা পদ মর্যাদাও কম প্রাপ্ত করবে। এই সময় সব মানুষের হলো ক্রিমিনাল-আইন্ড। সত্যযুগে হয় সিভিল-আইন্ড।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাম্বারা, তোমরা দেবী-দেবতা স্বর্গের মালিক হতে চাও তো খুব বেশী রকম সিভিল-আইন্ড হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তবে ১০০ শতাংশ সোল কনসাস হতে পারবে। কাউকে এর অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারো। সত্যযুগে পাপের কোনও কথা হয় না। দেবতারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ সিভিল-আইন্ড। চন্দ্রবংশীদেরও দুই কলা কম থাকে। চাঁদের আকার শেষের দিকে সরু রেখা রয়ে যায়। একেবারে শূন্য হয়ে যায় না। বলা হবে প্রায় লুপ্ত হয়েছে। মেঘের আড়ালে দেখা যায় না। সেইরকম বাবা বলেন তোমাদের আত্মা রূপী জ্যোতি একেবারে নিভে যায় না, কিছু লাইট তো থাকে। সুপ্রিম ব্যাটারি থেকে তোমরা আবার পাওয়ার নাও। তিনি স্বয়ং এসে শেখান যে তোমরা আমার সঙ্গে কিভাবে যোগ যুক্ত হতে পারো। টিচার যখন পড়ান তখন বুদ্ধিযোগ টিচারের সঙ্গে থাকে, তাইনা। টিচারের মতানুযায়ী পড়বে। আমরাও পড়াশোনা করে টিচার বা ব্যারিস্টার হবো, এতে কৃপা বা আশীর্বাদ ইত্যাদির কোনও কথা থাকে না। মাথা নোয়ানোর কোনও দরকার নেই। হ্যাঁ, হরি ওম বা রাম-রাম বলে অভিবাদন করলে তার উত্তর তো দিতে হয়। এইরূপ ব্যবহার করা অর্থাৎ সম্মান দেওয়া। অহংকার দেখাবে না। তোমরা জানো আমাদের তো এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কেউ ভক্তি ছাড়লে ঝামেলা হয়ে যায়। ভক্তি করা ত্যাগ করলে তাকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা হয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এই কথাটি তোমাদের ও তাদের বলাতে অনেক পার্থক্য আছে। তোমরা বলা তারা বাবার পরিচয় জানে না, তাই তারা নাস্তিক, অনাথ, তাই সর্বদা লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। ঘরে ঘরে অশান্তি। ক্রোধের চিহ্ন হলো অশান্তি। স্বর্গে অপার শান্তি আছে। মানুষ বলে ভক্তি করে খুব শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অল্পকালের জন্য। সদাকালের জন্য শান্তি চাই, তাই না। তোমরা সনাথ থেকে অনাথ হও তখন শান্তি থেকে অশান্তিতে প্রবেশ করো। অসীম জগতের বাবা অসীম সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। পার্থিব জগতের বাবার কাছে পার্থিব জগতের সুখের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সেসব বাস্তবে হলো দুঃখের, কাম রূপী কাটারীর উত্তরাধিকার, যাতে অসীম দুঃখ আছে, তাই বাবা বলেন - তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পাও।

বাবা বলেন আমি পতিত পাবন পিতা, আমাকে স্মরণ করো, একেই বলা হয় সহজ স্মরণ ও সহজ জ্ঞান, সৃষ্টি চক্রের। তোমরা নিজেদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের নিশ্চয় করলে স্বর্গে অবশ্যই আসবে। স্বর্গে সবাই সিভিল-আইন্ড ছিল, দেহ-অভিমানীকে ক্রিমিনাল-আইন্ড বলা হয়। সিভিল-আইন্ড আত্মায় কোনও বিকার থাকে না। বাবা কত সহজ করে বোঝান। কিন্তু বাম্বাদের এইটুকু স্মরণ থাকে না। কারণ তারা হলো এখন ক্রিমিনাল-আইন্ড। তাই ছিঃ ছিঃ পুরানো

দুনিয়ার কথাই স্মরণে আসে। বাবা বলেন এই দুনিয়াকে ভুলে যাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমন যোগী হতে হবে যাতে শরীরের প্রতি যেন এতটুকুও আকর্ষণ না থাকে। কোনোরকম ছিঃ ছিঃ বস্তুর আসক্তি থাকবে না। অবস্থা এমন উপরাম থাকবে। খুশীর পারদ যেন সদা উর্ধ্ব থাকে।

২) কাল সামনে দাঁড়িয়ে, তাই শুভ কাজে দেৱী করবে না। আগামী কালের জন্য অপেক্ষা করবে না।

বরদানঃ:- চতুরসূজান (সবচেয়ে বুদ্ধিমান/চতুর) বাবার সাথে চাতুরি করার পরিবর্তে উপলব্ধির শক্তির দ্বারা সকল পাপ থেকে মুক্ত ভব
কিছু বাচ্চা চতুরসূজান বাবার সাথেও চাতুরি করে - নিজের কাজ সিদ্ধ করার জন্য, নিজের সুনাম অর্জন করার জন্য। সেটাকেই উপলব্ধি মনে করে, কিন্তু সেই উপলব্ধির মধ্যে কোনও শক্তি থাকে না, সেইজন্য পরিবর্তনও হয় না। কেউ কেউ বুঝতে পারে যে এটা ঠিক নয়, কিন্তু চিন্তা করে যে নাম বদনাম যেন না হয়, সেইজন্য নিজের বিবেকের খুন করে। এটাও পাপের খাতায় জমা হয়। এইজন্য চতুরতাকে ছেড়ে সত্য হৃদয়ের উপলব্ধির দ্বারা নিজেকে পরিবর্তন করে পাপ করা থেকে মুক্ত হও।

স্লোগানঃ:- জীবনে থেকে নানান রকমের বন্ধনের থেকে মুক্ত থাকাই হলো জীবন্মুক্ত স্থিতি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই স্মরণেই ব্যাটারী চার্জ হবে, শক্তি পাবে, আত্মা সতোপ্রধান হবে, তাই এই স্মরণের যাত্রায় বিশেষ অ্যাটেনশন দাও"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের ভালোবাসা একমাত্র বাবার প্রতিই আছে, তাদের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - ১) যদি একমাত্র বাবার প্রতিই ভালোবাসা থাকে তাহলে বাবার দৃষ্টি তাকে সবদিক থেকে তৃপ্ত আর ভরপুর করে দেবে। ২) তারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হবে। ৩) যার এই অসীম জগতের বাবার ভালোবাসা পছন্দ হয়ে যায়, তারা আর কারোর প্রেমে আটকে থাকতে পারবে না। ৪) তার বুদ্ধি এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা মানুষের থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। বাবা এখন তোমাদের এমন ভালোবাসা দিচ্ছেন যা অবিনাশী হয়ে যায়। সত্যযুগেও তোমরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে থাকো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, অসীম জগতের বাবার ভালোবাসা এখন একবার মাত্রই তোমরা পাও, যে প্রেমকে ভক্তিতেও খুবই স্মরণ করা হয়। বাবা, ব্যস্ তোমার ভালোবাসাই চাই। তুমিই আমাদের মাতা - পিতা... তুমিই সবকিছু। এই একজনের কাছেই অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভালোবাসা পাও। তোমার এই আত্মিক প্রেমের মহিমা অপার। বাচ্চারা, বাবাই তোমাদের শান্তিধামের মালিক বানান। এখন তোমরা দুঃখধামে রয়েছো। অশান্তি আর দুঃখে সবাই চিৎকার করে। কারোরই প্রভু মালিক (নাথ) নেই, তাই ভক্তিমার্গে মানুষ স্মরণ করে। কিন্তু নিয়ম মতো ভক্তির সময়ও হলো অর্ধকল্প।

এ কথা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এমন নয় যে বাবা অন্তর্যামী। বাবার সকলের অন্তরকে জানার দরকারই নেই। তারা তো হলো খট রিডার। তারা এই বিদ্যা শেখে। এখানে ওইরকম কোনো ব্যাপারই নেই। বাবা আসেন, বাবা আর বাচ্চারা এই সমগ্র পার্ট প্লে করে। বাবা জানেন যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে। সেখানে বাচ্চারা কীভাবে তাদের পার্ট প্লে করে। এমন নয় যে তিনি প্রত্যেকেরই ভিতরের খবর জানেন। এ তো আগের রাতেও তোমাদের বোঝানো হয়েছিলো যে, প্রত্যেকের ভিতরে তো বিকারই রয়েছে। মানুষ অত্যন্ত ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে। বাবা এসেই তাদের সুন্দর সুন্দর ফুল বানান। বাচ্চারা, বাবার এই ভালোবাসা তোমরা এক বারই পাও, যা অবিনাশী হয়ে যায়। ওখানে তোমরা একে অপরকে খুবই ভালোবাসো। এখন তোমরা মোহজিত হচ্ছে। সত্যযুগী রাজ্যকে মোহজিত রাজ্য, রানী তথা প্রজার রাজ্য বলা হয়। ওখানে কেউই কখনো কান্নাকাটি করে না। সেখানে দুঃখের নামও থাকে না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, নিশ্চিত ভাবেই এই ভারতে স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সুখ ছিলো, এখন তা নেই। কারণ এখন রাবণ রাজ্য। এখানে সবাই দুঃখ ভোগ করে, তখন সবাই বাবাকে স্মরণ করে যে, তুমি এসে সুখ - শান্তি দাও, দয়া করো। অসীম জগতের বাবা হলেন দয়ালু। রাবণ হলো নির্দয়, সে দুঃখের রাস্তা তৈরী করে। সব মানুষই সেই দুঃখের পথে চলে। সবথেকে বড় দুঃখ দেয় কাম বিকার। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই কাম বিকারকে জয় করো, তাহলেই জগৎজিত হতে পারবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে জগৎজিত বলা হবে, তাই না। তোমাদের সামনে এখন লক্ষ্য উপস্থিত। মানুষ মন্দিরে যায় কিন্তু তাদের বায়োগ্রাফি কিছুই জানে না। যেমন পুতুল পূজা করে। মানুষ দেবীদের পূজা করে, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করে কিন্তু সেই দেবীরা তো কিছুই খায় না। ব্রাহ্মণরাই তা খায়। সৃষ্টি করে, পালন করে তারপর বিনাশ করে দেয়, একেই বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা। সত্যযুগে এইসব বিষয় হয় না। এইসব নিয়ম কানুন কলিযুগে হয়। তোমরা সবার প্রথম এক শিববাবার পূজা করো, যাকে অব্যাভিচারী সঠিক পূজা বলা হয়। এরপর হয় ব্যাভিচারী পূজা। বাবা শব্দটি বলাতেই পরিবারের সুগন্ধ আসতে থাকে। তোমরাও তো বলো - তুমি আমাদের মাতা - পিতা -- তোমাদের এই জ্ঞান দেওয়ার কৃপাতেই তোমরা অপার সুখ পাও। তোমাদের বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে, আমরা সর্ব প্রথমে মূলবতনে ছিলাম। ওখান থেকে শরীর ধারণ করে এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। প্রথমদিকে আমরা দেবী শরীর ধারণ করি অর্থাৎ দেবতা বলা হয়। এরপর ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণে আসি এবং ভিন্ন - ভিন্ন পার্ট প্লে করি। এই সব কথা তোমরা প্রথমে জানতে না। বাচ্চারা, বাবা এখন এসে তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানও দিয়েছেন যে, আমি এই শরীরে প্রবেশ করি। ইনি এনার ৮৪ জন্মের কথা জানতেন না। তোমরাও তা জানতে না। শ্যাম-সুন্দরের রহস্য তো বোঝানো হয়েছে। এই শ্রীকৃষ্ণ হলেন নতুন দুনিয়ার প্রথম প্রিন্স আর রাধা হলেন দ্বিতীয় নম্বরে। কিছু বছরের তফাৎ হয়। সৃষ্টির আদিতে এনাকে প্রথম নম্বরে বলা হয়, এরজন্যই কৃষ্ণকে সকলেই ভালোবাসে, এনাকেই শ্যাম আর এনাকেই সুন্দর বলা হয়। স্বর্গে তো সবাই সুন্দরই ছিলো। এখন সেই স্বর্গ কোথায়! এই চক্র ঘুরতে থাকে। এমন নয় যে সমুদ্রের

নীচে চলে যায়। যেমন বলা হয় লক্ষা, দ্বারকার নীচে চলে গিয়েছিলো। তা নয়, এই চক্র ঘুরতে থাকে। এই চক্রে জানতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক মহারাজা - মহারানী হয়ে যাও। ওখানে প্রজারাও নিজেদের মালিক মনে করে, তাই না। ওরা বলবে, আমাদের রাজ্য। ভারতবাসী বলবে, আমাদের রাজ্য। ভারত নাম ঠিক, হিন্দুস্থান নাম ভুল। বাস্তবে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই ছিলো কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলতে পারে না। এও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ নাহলে বাবা কি করে এসে আবার দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করবেন। পূর্বে তোমরাও এইসব কথা জানতে না, এখন বাবা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এমন মিষ্টি বাবা, তাঁকেও তোমরা ভুলে যাও। সবথেকে মিষ্টি বাবা, তাই না। বাকি রাবণ রাজ্যে তোমাদের সবাই দুঃখ দেয়, এইজন্যই অসীম জগতের বাবাকে সবাই স্মরণ করে। তাঁর স্মরণে প্রেমের অশ্রু ঝরায় -- হে সাজন, কখন তুমি এসে সজনীদের সঙ্গে মিলিত হবে? কেননা তোমরা সবাই ভক্ত ছিলে। ভক্তের পতি হলেন ভগবান। ভগবান এসে ভক্তির ফল দেন, রাস্তা বলে দেন আর বোঝান - এ হলো পাঁচ হাজার বছরের খেলা। রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য আর অন্তকে কোনো মানুষই জানে না। আত্মাদের বাবা এবং আত্মা রূপী বাচ্চারাই তা জানে। অন্য কোনো মানুষও জানে না, এমনকি দেবতারাই জানে না। এই আধ্যাত্মিক পিতাই জানেন। তিনি তাঁর বাচ্চাদের বসে বোঝান। আর কোনো দেহধারীদের কাছেই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না। এই জ্ঞান থাকেই আত্মাদের পিতার কাছে। তাঁকেই জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বর বলা হয়। তোমাদের রাজ - রাজেশ্বর বানানোর জন্য জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বর জ্ঞান প্রদান করেন, তাই একে রাজযোগ বলা হয়। বাকি ওসব হলো হঠযোগ। হঠযোগীদের চিত্রও অনেকই আছে। সন্ন্যাসীরা যখন আসে, তারা এসে পরে হঠযোগ শেখায়। যখন অনেক বৃদ্ধি হয়ে যায় তখনই হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি আসি এই সঙ্গম যুগে, আমি এসে রাজধানী স্থাপন করি। স্থাপনা তো এখানেই করবেন, নাকি সত্যযুগে? সত্যযুগ ইত্যাদিতে তো রাজত্ব থাকে, তাহলে অবশ্যই এই সঙ্গমেই তার স্থাপনা হয়। এখানে কলিযুগে সবাই হলো পূজারী, সত্যযুগে সব হলো পূজ্য। বাবা তাই পূজ্য বানানোর জন্যই আসেন। পূজারী বানায় রাবণ। এইসব তো জানা উচিত, তাই না। এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু পড়াশোনা। এই শিক্ষককে কেউই জানে না। উনি সুপ্রীম বাবা, শিক্ষকও আবার সদ্ধুরুও। এ কথা কেউই জানে না। বাবা এসেই নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দেন। নিজে বাচ্চাদের পাঠ পড়িয়ে সাথে করে নিয়ে যান। অসীম জগতের বাবার এই ভালোবাসা পেলে অন্য কোনো ভালোবাসা আর পছন্দ হয় না। এই সময় এ হলো মিথ্যা খণ্ড। মিথ্যা এই মায়া.... মিথ্যা এই কায়া... ভারত এখন মিথ্যা খণ্ড, এরপর সত্যযুগে হবে সত্য খণ্ড। ভারতের বিনাশ কখনোই হয় না। এ হলো সবথেকে বড় তীর্থ। যেখানে অসীম জগতের বাবা বসে বাচ্চাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝান আর সকলের সঙ্গতি করেন। এ হলো অনেক বড় তীর্থ। ভারতের মহিমা হলো অপার। তোমরা এও বুঝতে পারো যে - ভারত হলো ওয়াল্ডার অফ ওয়াল্ড। সেটা হলো মায়ার সেভেন ওয়াল্ডার। ঈশ্বরের ওয়াল্ডার হলো একটাই। বাবা এক, বাবার ওয়াল্ডারফুল স্বর্গও হলো একটাই। তাকেই হেভেন, প্যারাডাইস বলা হয়। প্রকৃত নাম হলো একই স্বর্গ, এ হলো নরক। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সম্পূর্ণ চক্র পরিক্রমা করো। আমরাই ব্রাহ্মণ.... আমরাই সেই দেবতা....। উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলা। উত্তরণের কলায় সকলেরই ভালো হয়। ভারতবাসীরাই চায় যে, এই বিশ্বে শান্তিও থাকুক আবার সুখও থাকুক। স্বর্গে তো সুখই থাকে, সেখানে দুঃখের নামমাত্র নেই। তাকে বলা হয় ঈশ্বরীয় রাজ্য। সত্যযুগে থাকে সূর্যবংশী তারপর দ্বিতীয় ভাগে থাকে চন্দ্রবংশী। তোমরা হলে আস্তিক আর ওরা নাস্তিক। তোমরা প্রভুর হয়ে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করো। মায়ার সঙ্গে তোমাদের গুপ্ত লড়াই চলে। বাবা রাত্রির সময়ে আসেন। শিবরাত্রি হয়, তাই না! কিন্তু শিবের রাত্রির অর্থও কেউ বোঝে না। ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয় এবং দিন শুরু হয়। ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, আর এ তো হলো শিব ভগবানুবাচ। এখন সঠিক কোনটা? কৃষ্ণ তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করে। বাবা বলেন যে, আমি আসি সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে। ইনিও নিজের জন্মকে জানতেন না। অনেক জন্মের অন্তে মানুষ যখন পতিত হয়ে যায়, তখন আমি এই পতিত সৃষ্টি, পতিত রাজ্যে আসি। পতিত দুনিয়াতে অনেক রাজ্য। আর পবিত্র দুনিয়াতে থাকে এক রাজ্য। এ তো হিসাব, তাই না। ভক্তিমাগে যখন মানুষ প্রগাঢ় ভক্তি করে, মাথা কাটতেও প্রবৃত্ত হয়, তখন তাদের মনোকামনা পূরণ হয়। বাকি তাতে কিছুই নেই, তাকে বলা হয় প্রগাঢ় ভক্তি। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকে মানুষ ভক্তির কর্মকাণ্ড পড়তে পড়তে নীচে নেমে আসে, বলা হয় ব্যাস ভগবান শাস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, তিনি বসে কি কি লিখেছিলেন? বাচ্চারা, তোমরা এখন ভক্তি এবং জ্ঞানের রহস্য বুঝেছো। সিঁড়ি আর ঝাড়ে এই সবই বোঝানো আছে। ওখানে ৮৪ জন্মও দেখানো আছে। সবাই তো আর এই ৮৪ জন্ম নেয় না। যারা শুরুতে আসবে, তারাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করবে। এই জ্ঞান তোমরা এখনই পাও, এরপর তা সোর্স অফ ইনকাম হয়ে যায়। তারপর ২১ জন্ম কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না, যা প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। একে বলা হয় বাবার একই স্বর্গ, ওয়াল্ডার অফ দ্য ওয়াল্ড। নামই হলো প্যারাডাইস। বাবা

তোমাদের এর মালিক বানান । ওরা তো কেবল ওয়াল্ডার্স দেখায়, আর বাবা তোমাদের তার মালিক বানান, তাই বাবা এখন বলেন, আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । রক্তে রক্তে সুখ পাও, কলহ - ক্লেস সব দূর হোক, জীবনমুক্তি পদ পাও । পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা খুবই জরুরী । 'মনমনাভব' হও, তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । গতি বলা হয় শান্তিধামকে । সদগতি এখানে হয় । সদগতির এগেন্স্ট (বিপরীত) হলো দুর্গতি ।

তোমরা এখন বাবাকে আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । তোমরা বাবার থেকে ভালোবাসা পাও । বাবা তোমাদের দৃষ্টি দিয়ে তুষ্ট এবং সফল মনোরথ করে দেন । তিনি তো সামনে এসেই জ্ঞান শোনাবেন, তাই না । এতেও প্রেরণার তো কোনো কথাই নেই । বাবা তোমাদের নির্দেশ দেন যে, এমনভাবে স্মরণ করলে তোমরা শক্তি পাবে । ব্যাটারি যেমনভাবে চার্জ করা হয় । এ হলো মোটর, এর ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে । এখন সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগযুক্ত করলে তোমরা আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমাদের ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে । বাবা এসেই সকলের ব্যাটারি চার্জ করেন । বাবাই হলেন সর্বশক্তিমান । এইসব মিষ্টি - মিষ্টি কথা বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । ওই ভক্তির শাস্ত্র তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে এসেছো । বাবা এখন সমস্ত ধর্মের মানুষদের জন্য একটা কথাই শোনান । তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তো তোমরা পাপ মুক্ত হবে । বাচ্চারা, এখন স্মরণ করা হলো তোমাদের কাজ, এতে ঝিমিয়ে যাওয়ার কোনো কথাই নেই । পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । এরপর সবাই পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাবে । সকলের জন্য এ হলো জ্ঞান । এ হলো সহজ রাজযোগ এবং সহজ জ্ঞান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১). সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে নিজের বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে ব্যাটারি চার্জ করতে হবে । আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে । স্মরণের যাত্রায় কখনোই বিভ্রান্ত হবে না ।

২). এই (আধ্যাত্মিক) পাঠ পড়ে নিজের উপরে নিজেকেই কৃপা করতে হবে । বাবার তুল্য প্রেমের সাগর হতে হবে । বাবার প্রেম যেমন অবিনাশী, তেমনই সকলের প্রতি প্রকৃত অবিনাশী প্রেম রাখতে হবে, মোহজিত হতে হবে ।

বরদানঃ:- অনুভবের শক্তির দ্বারা মিষ্টি অভিজ্ঞতা লাভ করে সদা শক্তিশালী আত্মা ভব
এই অনুভবের শক্তি অনেক অনেক মিষ্টি অভিজ্ঞতা অর্জন করায় - কখনও নিজেকে বাবার নুরে রত্ন (চোখের মণি) আত্মা অর্থাৎ নয়নে সমাহিত থাকা শ্রেষ্ঠ বিন্দু অনুভব করো, কখনও ললাটে ঝলমল করতে থাকা মস্তকমণি, কখনও নিজেকে ব্রহ্মা বাবার সহযোগী রাইট হ্যান্ড, ব্রহ্মা বাবার সহযোগী হাত অনুভব করো, কখনও অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ অনুভব করো... এই অনুভবের শক্তিকে বৃদ্ধি করো তাহলে শক্তিশালী হয়ে যাবে। তখন ছোটো দাগও স্পষ্ট দেখা যাবে আর তাকে পরিবর্তন করে নিতে পারবে।

স্লোগানঃ:- সবাইকে হৃদয় থেকে আশীর্বাদ দিতে থাকো তাহলে তোমাদের পুরুষার্থ সহজ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে স্মরণ করলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, দিব্যগুণের বিকাশ ঘটে, তাই একান্তে বসে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে কতটা দিব্যগুণের বিকাশ ঘটেছে?"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে বড় আসুরিক ক্রটি কোনটি, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়?

*উত্তরঃ - সবথেকে বড় আসুরিক ক্রটি হলো কারোর সাথে রাফ-টাফ (রুক্ষ, কঠোর) কথা বলা বা কাউকে কটু কথা বলা। এইগুলোকেই ভূত বলা হয়। যদি কারোর মধ্যে এই ভূত প্রবেশ করে, তবে অনেক লোকসান করে দেয়। তাই এইসবের থেকে দূরে থাকতে হবে। যত বেশি সম্ভব অভ্যাস করো যে - এখন ঘরে ফিরতে হবে এবং তারপর নুতন রাজধানীতে আসতে হবে। এই দুনিয়াতে সবকিছু দেখেও, কোনো কিছুই দেখো না।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - এই শরীরটাকে তো ত্যাগ করেই ফিরতে হবে। এই দুনিয়াটাকেও ভুলে যেতে হবে। এটাও এক ধরনের অভ্যাস। যখন কোনো শারীরিক গোলযোগ হয়, তখন শরীরটাকে ভোলার চেষ্টা করা হয় এবং তার সাথে এই দুনিয়াটাকেও ভুলতে হয়। ভুলে যাওয়ার এই অভ্যাস ভোরবেলায় করা হয়। এবার আমরা ফেরত যাব। এই জ্ঞান তো বাচ্চারা পেয়েছে। এই সমগ্র দুনিয়াকে ত্যাগ করে এবার ঘরে ফিরতে হবে। খুব বেশি জ্ঞানের তো প্রয়োজন নেই। সর্বদা এই আনন্দেই থাকার চেষ্টা করো। অনেক শারীরিক সমস্যার মধ্যেও কিভাবে অভ্যাস করতে হবে সেটাই বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। মনে করো যেন তুমি এই দুনিয়াতেই নেই। এটাও খুব ভালো অভ্যাস। আর তো অল্প সময়। বাবাও সহযোগ করেন এবং ইনি নিজেও সহযোগ করেন। সহযোগিতা তো অবশ্যই করা হয়, কিন্তু পুরুষার্থও করতে হবে। যাকিছু দেখতে পাচ্ছো, সেইসব কিছুই নেই। এখন ঘরে ফিরতে হবে। তারপর সেখান থেকে নিজের রাজধানীতে আসতে হবে। অস্তিমে কেবল এই দুটো শব্দই অবশিষ্ট থাকবে - যেতে হবে এবং তারপর আসতে হবে। দেখা গেছে, যেসব শারীরিক ব্যাধি পূর্বে সমস্যা সৃষ্টি করতো, এই স্মরণের অভ্যাসের দ্বারা সেগুলো অটোমেটিক্যালি অনেক কমে যায় এবং জীবনে খুশি বজায় থাকে। খুশির থেকে পুষ্টির আহার আর কিছুই নেই। তাই বাচ্চাদেরকেও এই ব্যাপারে বোঝাতে হয়। বাচ্চারা, এখন তো ঘরে ফিরতে হবে, সুইট হোমে যেতে হবে, এই পুরাতন দুনিয়াটাকে ভুলে যেতে হবে। এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। বাচ্চারাও এখন বুঝতে পারছে। বাবা প্রতি কল্পেই আসেন এবং বলেন যে পরের কল্পে আবার দেখা হবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এখন যেটা শুনছো, পরের কল্পেও সেটাই আবার শুনবে। বাবা বলেন - প্রত্যেক কল্পেই আমি এসে বাচ্চাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এটা তো বাচ্চারাও জানে। কিন্তু সেই পথে তো বাচ্চাদেরকেই চলতে হবে। বাবা এসে পথ প্রদর্শন করেন, সাথে করে নিয়ে যান। কেবল পথ প্রদর্শন-ই করেন না, সাথে করে নিয়েও যান। এটাও বোঝানো হয় - যেসব চিত্র ইত্যাদি রয়েছে, অস্তিমে সেগুলো কিছুই কাজে লাগবে না। বাবা তো তাঁর পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চারাও বুঝে যায় যে, বাবার দেওয়া উত্তরাধিকার হলো - সীমাহীন রাজত্ব। যারা গতকাল অবধি মন্দিরে যেত, এই বাচ্চাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) গুণগান করতো... বাবার কাছে তো এরাও সন্তান - তাই না?... যারা এদের শ্রেষ্ঠত্বের এত গুণ কীর্তন করতো, তারাই এখন শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করছে। শিববাবার কাছে তো এগুলো কোনো নুতন ব্যাপার নয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য এগুলো হলো নুতন কথা। যুদ্ধের ময়দানে তো বাচ্চারাই রয়েছে। বিভিন্ন উল্টো-পাল্টা সংকল্প এদেরকে জ্বালাতন করে। 'কাশি'টাও হলো এনার কর্মভোগ, যেটা এনাকেই ভোগ করতে হবে। বাবা তো সদা আনন্দময়। কর্মাতীত হতে হবে এনাকে। বাবার তো সর্বদাই কর্মাতীত অবস্থা। আমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই মায়াবী বিঘ্নরূপী কর্মভোগের সম্মুখীন হতে হবে। এটা বোঝার বিষয়। বাবা তো কেবল পথ প্রদর্শন করেন, সবকিছু বুঝিয়ে দেন। যদি রথের কিছু হয়, তবে তোমাদের মধ্যেও ফিলিং হবে যে দাদার কিছু হয়েছে। বাবার তো কিছুই হয় না। যাকিছু হয়, সব এনার। জ্ঞানমার্গে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি কোন্ শরীরে আছি। অনেক জন্মের অস্তিমে এক পতিত শরীরে আমি প্রবেশ করি। দাদাও মনে করেন যে আমিও অন্যান্য বাচ্চাদের মতোই একজন। দাদাও তো পুরুষার্থী, এখনো সম্পূর্ণ হননি। তোমরা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা বিষ্ণু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। লক্ষ্মী-নারায়ণ বলে আর বিষ্ণুই বলে - ব্যাপারটা তো একই। বাবা-ই বুঝিয়েছেন। আগে তো এইসব কিছুই বুঝতে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও বুঝতে না, নিজেকেও বুঝতে না। এখন তো বাবাকে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে দেখলেই বুদ্ধিতে আসে যে এই ব্রহ্মাও তপস্যা করছেন। এই সেই শ্বেতবস্র। কর্মাতীত অবস্থাও এখানেই হয়। ইন অ্যাডভান্স তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে - এই বাবা ফরিস্তা হয়ে যাবেন। তোমরা এটাও জানো যে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে আমরাও ক্রমানুসারে ফরিস্তা হবো। যখন তোমরা ফরিস্তা হয়ে যাবে, তখনই বোঝা

যাবে যে এইবার যুদ্ধ শুরু হবে। কারোর পৌষমাস তো কারোর সর্বনাশ... এটা হলো অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা। বাচ্চাদেরকে এইরকম অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। তোমারা নিশ্চিত যে আমরাই এই চক্র ঘোরাই। অন্য কেউ তো এই কথাগুলো বুঝতেই পারবে না। এগুলো সব নূতন জ্ঞান। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবা স্মরণ করা শেখান। তোমরা বুঝেছো যে বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। প্রতি কল্পেই বাবার সন্তান হও এবং ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করো। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা বোঝাও যে - আপনি হলেন আত্মা এবং পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আপনার পিতা, তাঁকেই স্মরণ করুন। তখন তার বুদ্ধিতেও খেয়াল আসবে যে দৈবী প্রিন্স হওয়ার জন্য এইরকম পুরুষার্থ করতে হবে। বিকারগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন - ভাই-বোনও ভেবো না, কেবল ভাই-ভাই এর স্মৃতি রাখো এবং বাবাকে স্মরণ করো। তাহলেই বিকর্ম বিনষ্ট হবে এবং আর কোনো সমস্যা হবে না। অস্তিমে কোনো কিছুই প্রয়োজন হবে না। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং আস্তিক হতে হবে। এইরকম সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিটা একেবারে যথার্থ। কিন্তু বাবাকে ভুলে গেলে দিব্যগুণ ধারণ করতেও ভুলে যাও। বাচ্চারা, তোমরা একান্তে বসে চিন্তন করো যে বাবাকে স্মরণ করে আমাদেরকে এইরকম হতে হবে, এইসব গুণ গুলো ধারণ করতে হবে। খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু বাচ্চাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেহ-অভিমান চলে আসে। বাবা বলছেন - "দেহী-অভিমानी" হও। উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকেই নিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই ময়লা দূর হবে। বাচ্চারা জানে যে এখন বাবার আগমন হয়েছে। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা নূতন দুনিয়া স্থাপন করছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন স্থাপন করার কাজ চলছে। কিন্তু এত সহজ কথাও তোমরা ভুল যাও। বাবা তো একজনই। সেই অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে রাজস্ব পাওয়া যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই নূতন দুনিয়াও স্মরণে আসে। যারা অবলা-কুন্ডা (কুঁজি), তারাও অনেক ভালো পদ পেতে পারে। কেবল নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তো রাস্তা বলেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করো। বাবার পরিচয় তো পেয়ে গেছো। বুদ্ধিতে বসে গেছে যে এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এখন ঘরে ফেরত যাব এবং তারপর স্বর্গে এসে অভিনয় করব। কোথায় স্মরণ করব, কিভাবে স্মরণ করবো? - এইরকম প্রশ্নের তো কোনো অর্থই নেই। বুদ্ধিতে তো রয়েছে যে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা যেখানেই থাকুন, তুমি তো তাঁর-ই সন্তান। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যতক্ষণ এখানে বসে আছো, ততক্ষণ তোমাদের খুব আনন্দ হয়। বাবার সাথে সামনা-সামনি মিলন হয়। মানুষ তো সংশয় প্রকাশ করে যে শিববাবার জয়ন্তী কিভাবে হবে? ওরা তো এটাও বোঝে না যে শিবরাত্রি কেন বলা হয়? কৃষ্ণের ক্ষেত্রে মনে করে যে ওর জন্ম রাত্রিতে হয়েছিল। কিন্তু ওটা তো এইরকম রাত্রির ব্যাপার নয়। যখন অর্ধেক কল্প ব্যাপী রাত্রির সমাপ্তিষ্ণ উপস্থিত হয়, তখনই নূতন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। খুবই সহজ ব্যাপার। বাচ্চারা নিজেরাও বোঝে যে এটা তো খুবই সহজ। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। নাহলে শত গুণ পাপ হয়ে যায়। যাদের দ্বারা আমার নিন্দা হয়, তারা কখনোই উঁচুতে স্থান পাবে না। বাবার নিন্দা করানোর নিমিত্ত হলে পদ কম হয়ে যাবে। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। রুক্ষ কিংবা অভদ্রভাবে কথা বলা তো কোনো দিব্যগুণ নয়। বুঝতে হবে যে এটা একটা আসুরি ক্রটি। বাবা অতি ভালোবাসার সাথে বোঝাচ্ছেন যে, এটা কোনো দিব্যগুণ নয়। বাচ্চারা জানে যে, এখন কলিমুগের সমাপ্তিষ্ণ আসন্ন। এটা হল সঙ্গমযুগ। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। কুস্কর্ণের নিদ্রায় মগ্ন। ওরা মনে করে এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। এখনো আমরা অনেকদিন বাঁচবো, সুখ ভোগ করবো। কিন্তু ওরা জানে না যে দিনে দিনে দুনিয়া আরও তমোপ্রধান হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা তো বিনাশের সাক্ষাৎকারও করেছ। ভবিষ্যতে ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারও করবে। ব্রহ্মার কাছে গেলেই তোমরা স্বর্গের রাজকুমার হয়ে যাবে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণেরই সাক্ষাৎকার হয়। অনেকের বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারও হয়। কিন্তু সেটা থেকে অতটা বোঝা যায় না। নারায়ণের সাক্ষাৎকার হলেও কিছুটা বোঝা যায়। আমরা তো এখানে দেবতা হওয়ার জন্যই যাই। সুতরাং তোমরা এখন সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তিমের পাঠ পড়ছ। যাতে সহজে স্মরণ করা যায়, তার জন্যই এই পাঠ পড়ানো হয়। আত্মারাই এই শিক্ষা গ্রহন করে। এর দ্বারা দেহ-বোধ (নিজেকে শরীর মনে করা) নাশ হয়। আত্মাই তো সবকিছু করে। ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার তো আত্মার মধ্যেই থাকে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছর বাদে এসে বাবার সাথে মিলিত হয়েছ। তোমরাই হলে সেই আগের কল্পের সন্তান। তোমাদের চেহারাও একেবারে অভিন্ন। ৫ হাজার বছর আগে তোমরাই ছিলে। তোমরাও বলছ - ৫ হাজার বছর আগের মতোই তুমি এসে আমাদের সাথে মিলন করেছ এবং আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছে। আমরা দেবতা ছিলাম। কিন্তু এখন অসুর হয়ে গেছি। এতদিন আমরা দেবতাদের গুণগান করেছি আর নিজেদের ক্রটি বর্ণনা করেছি। এখন পুনরায় দেবতা হতে হবে। কারণ পুনরায় সেই দৈব-দুনিয়ায় যাওয়ার সময় এসেছে। তাই এখন ভালোভাবে পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পাও। টিচার তো সকলকেই ভালো করে পড়াশুনা করার উপদেশ দেন। ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করলে আমারও নাম হবে, তোমারও নাম হবে। অনেকেই বলে - বাবা, যখন তোমার কাছে আসি, তখন অন্য কিছুই মনে পড়ে

না। সব ভুলে যাই। বাবার কাছে আসা মাত্র তোমরা শান্ত হয়ে যাও। এই দুনিয়াটার বিনাশ তো হয়ে রয়েছে। এরপর তোমরা নুতন দুনিয়ায় আসবে। ওটা খুব সুন্দর নুতন দুনিয়া হবে। কেউ আবার শান্তিধামে গিয়ে বিশ্রাম করবে। কেউ কেউ কোনো বিশ্রাম করবে না। তাদের অলরাউন্ড পার্ট রয়েছে। কিন্তু এই তমোপ্রধান দুনিয়া আর দুঃখের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ওখানে সম্পূর্ণ সুখ এবং শান্তি প্রাপ্ত হবে। তাই খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এমন মনে করা উচিত নয় যে, ভাগ্যে যা আছে সেটাই হবে। না, পুরুষার্থ তো করতেই হবে। বোঝা যায় যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকেই শ্রীমৎ অনুসারে নিজ নিজ রাজধানী স্থাপন করছে। বাবা কেবল শ্রীমৎ দেন। তিনি নিজে রাজা হন না। তাঁর শ্রীমৎ অনুসরণ করে আমরা রাজা হয়ে যাই। এইগুলো সবই নুতন কথা। আগে কেউ কখনো এগুলো শোনেনি কিংবা দেখেনি। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে রাজত্ব স্থাপন করছি। আগে আমরা অসংখ্যবার এইরকম রাজত্ব স্থাপন করেছি। রাজত্ব স্থাপন করি এবং তারপর হারিয়ে ফেলি। এইভাবে এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকে। যখন পাদ্রীরা হাঁটতে বেরোয়, তখন অন্য কারোর দিকে না তাকিয়ে কেবল থাইস্টকেই স্মরণ করে। শান্তভাবে হাঁটতে থাকে। ওরা তো ওটাই বোঝে। থাইস্টকে অনেক স্মরণ করে। নিশ্চয়ই ওদের থাইস্টের সাক্ষাৎকার হয়েছে। কিন্তু সব পাদ্রী মোটেই এইরকম নয়। কোটির মধ্যে কোনও কোনও পাদ্রী। তোমাদের মধ্যেও নম্বরক্রমে রয়েছে। কোটির মধ্যে কেউ কেউ এইরকম স্মরণে থাকে। ট্রাই করে দেখো। আর কাউকে দেখো না। কেবল বাবাকে স্মরণ করো আর স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। তাহলে তোমাদের অগাধ খুশি হবে। শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদেরকে বলা হয়। মানুষকে ব্রহ্মাচারী বলা হয়। এখন তো একজনও দেবতা নয়। অর্ধেক কল্প দিন থাকে, তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য রাত্রি হয় - এটা কেবল এই ভারতের কাহিনী। বাবা বলছেন- আমি এসেই সকলের সদগতি করি। অন্যান্য যত ধর্মস্থাপক রয়েছে, ওরা সবাই নিজ নিজ সময়ে নিজের ধর্ম স্থাপন করে। সকলেই এসে এই মন্ত্র নিয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যে স্মরণ করবে, সে নিজের ধর্মে উঁচু পদ পাবে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে আধ্যাত্মিক মিউজিয়াম অথবা কলেজ খোলা উচিত। সেখানে লিখে দাও - 'এক সেকেন্ডে কিভাবে বিশ্ব বা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করা যায় সেটা বোঝার জন্য এখানে আসুন'। বাবাকে স্মরণ করলেই বৈকুণ্ঠের রাজত্ব পাওয়া যাবে।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চলতে ফিরতে যেন কেবল বাবার কথাই স্মরণে থাকে। বাকি সবকিছুকে দেখেও না দেখার অভ্যাস করতে হবে। একান্তে বসে নিজেকে চেক করে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কতটা দিব্যগুণ এসেছে।

২) এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যার দ্বারা বাবার নিন্দা হয়। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। বুদ্ধিতে যেন এটাই থাকে যে এখন ঘরে ফিরতে হবে এবং তারপর নিজ রাজধানীতে আসতে হবে।

বরদানঃ:- সেবাতে শুভ ভাবনার অ্যাডিশনের (সংযোজন) দ্বারা শক্তিশালী ফল প্রাপ্তকারী সফলতার মূর্তি ভব যে সেবাই করো, তাতে সকল আত্মাদের সহযোগের ভাবনা থাকবে, খুশীর ভাবনা বা সন্তোষনা থাকবে তবে প্রতিটি কাজ সহজেই সফল হবে। যেরকম আগেকার দিনে কোনও কাজ করতে যাওয়ার আগে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে যেতো। তো বর্তমান সেবাগুলিতে এই অ্যাডিশন চাই। কোনও কাজ শুরু করার পূর্বে সকলের শুভ ভাবনা, শুভকামনা নাও। সকলের থেকে সন্তুষ্টতার বল বা শক্তি ভরো, তবে শক্তিশালী ফল বেরিয়ে আসবে।

স্নোগানঃ:- যেরকম বাবা 'জী হাজির' বলেন, সেইরকম তোমরাও সেবাতে 'জী হাজির', 'জী হজুর' করো তবে পূণ্য জমা হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“সম্পূর্ণতার সমীপতার দ্বারা প্রত্যক্ষতার শ্রেষ্ঠ সময়কে নিকটে নিয়ে এসো”

আজ বাপদাদা নিজের হোলিয়েস্ট, হাইয়েস্ট, লাকিয়েস্ট, সুইটেস্ট বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। সমগ্র বিশ্বে সময় প্রতি সময় হোলিয়েস্ট আত্মারা এসেছে। তোমরাও হলে হোলিয়েস্ট কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা প্রকৃতিজীং হয়ে, প্রকৃতিকেও সতোপ্রধান বানিয়ে দাও। তোমাদের পবিত্রতার পাওয়ার প্রকৃতিকেও সতোপ্রধান পবিত্র বানিয়ে দেয়। এইজন্য তোমরা সকল আত্মারা প্রকৃতির এই শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত করে থাকো। তোমাদের পবিত্রতার শক্তি বিশ্বের জড়, চৈতন্য, সবাইকে পবিত্র বানিয়ে দেয়। এইজন্য তোমাদের শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। আত্মাও পবিত্র, শরীরও পবিত্র আর প্রকৃতির সাধনও সতোপ্রধান পবিত্র হয়। এইজন্যই তোমরা হলে বিশ্বের হোলিয়েস্ট আত্মা। তোমরা হোলিয়েস্ট তো না? নিজেকে মনে করো যে আমরা হলাম বিশ্বের হোলিয়েস্ট আত্মা? হাইয়েস্ট-ও তোমরা, হাইয়েস্ট কেন? কেননা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানকে চিনে গেছো। উঁচুর থেকে উঁচু বাবার দ্বারা উঁচুর থেকেও উঁচু আত্মা হয়ে গেছো। সাধারণ স্মৃতি, বৃত্তি, দৃষ্টি, কৃতি, সব পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠ স্মৃতি স্বরূপ, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি হয়ে গেছে। যখন কারোর সাথে মিলিত হও তখন বৃত্তি (ভাবনা) কেমন থাকে? ব্রাদারহুড বৃত্তি, আত্মিক দৃষ্টি, কল্যাণের ভাবনা, প্রভু পরিবারের ভাবনা থাকে। তাহলে হাইয়েস্ট হয়ে গেলে, তাই না? পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই না! আর কতখানি লাকিয়েস্ট তোমরা? কোনও জ্যোতিষি তোমাদের ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করেনি, স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা তোমাদের ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করেছেন। আর কত বড় গ্যারান্টি দিয়েছেন? ২১ জন্মের ভাগ্যের রেখার অবিনাশী গ্যারান্টি দিয়েছেন। এক জন্মের নয়, ২১ জন্ম কখনও দুঃখ আর অশান্তির অনুভূতি হবে না। সদা সুখী থাকবে। তিনটে জিনিস জীবনে প্রয়োজন - হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপী। এই তিনটি জিনিসই বাবার দ্বারা তোমরা প্রাপ্ত করেছো। ২১ জন্মের গ্যারান্টি আছে তাই না? সবাই গ্যারান্টি নিয়েছো? পিছনে যারা বসেছে, তাদের গ্যারান্টি প্রাপ্ত হয়েছে? সবাই হাত তুলছে, খুব ভালো। বাচ্চা অর্থাৎ বাবার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া। বাচ্চা তো তোমরা, নও কি? বাচ্চা হচ্ছে নাকি হয়ে গেছো? বাচ্চা হতে হয় না। জন্ম নেওয়া আর হওয়া। জন্মানোর সাথে সাথেই বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছো। তো এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বাবার দ্বারা এখন প্রাপ্ত করে নিয়েছো। আবার রিচেস্ট-ও তোমরা। ব্রাহ্মণ আত্মা, ক্ষত্রিয় নয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আত্মা নিশ্চয়ের দ্বারা অনুভব করে যে আমি হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমি অমুক নয়, আত্মা হলো রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ব্রাহ্মণ হয়েছে মানে রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়েছে, কেননা ব্রাহ্মণ আত্মার জন্য পরমাত্ম স্মরণের দ্বারা প্রত্যেক কদমে পদম রয়েছে। তো সারাদিনে কত কদম ওঠাছো? চিন্তা করো। প্রত্যেক কদমে পদম, তো সারাদিনে কত পদম হয়ে গেলো? এইরকম আত্মা বাবার দ্বারা হয়ে গেছো। আমি ব্রাহ্মণ আত্মা কেমন, এটা স্মরণে থাকাই হলো ভাগ্য। তো আজ বাপদাদা প্রত্যেকের ললাটের উপর ভাগ্যের ঝলমল করতে থাকা তারা (নক্ষত্র) দেখছিলেন। তোমরাও তোমাদের ভাগ্যের নক্ষত্র দেখছো?

বাপদাদা বাচ্চাদেরকে দেখে খুশী হন নাকি বাচ্চারা বাবাকে দেখে খুশী হয়? কে খুশী হয়? বাবা নাকি বাচ্চারা? কারা? (বাচ্চারা) বাবা খুশী হন না? বাবা বাচ্চাদেরকে দেখে খুশী হন। উভয়েই খুশী হয় কেননা বাচ্চারা জানে যে এই প্রভু মিলন, এই পরমাত্ম স্নেহ, এই পরমাত্ম উত্তরাধিকার, এই পরমাত্ম প্রাপ্তিগুলি এখনই প্রাপ্ত হয়। “এখন নয় তো কখনই নয়।” এইরকম তো?

বাপদাদা এখন কেবল একটি কথা বাচ্চাদেরকে রিভাইজ করাচ্ছেন - সেটা কোন্ কথা। বুঝে তো গেছো। এটাই বাপদাদা রিভাইজ করাচ্ছেন যে এখন শ্রেষ্ঠ সময়কে সমীপে নিয়ে এসো। এটা হলো বিশ্বের আত্মাদের আওয়াজ। কিন্তু কে নিয়ে আসবে? তোমরা নাকি অন্য কেউ? এইরকম সুন্দর শ্রেষ্ঠ সময়কে তোমরা সবাই নিকটে নিয়ে আসবে? যদি হও তাহলে হাত তোলো। আচ্ছা, আরও একটি কথা আছে, সেটাও বুঝে গেছো তাই তো হাসছো? আচ্ছা - সেইদিনটির তারিখ কত হবে? ডেট তো ফিক্স করেছো তাই না। এখন ডেট ফিক্স করেছো নাকি ফরেনারদের টার্ম হবে। তো এই ডেট তো ফিক্স করেছো। তো, ও... সময়কে সমীপে নিয়ে আসা আত্মারা..., বলো, এর ডেট কোনটি? সেটা নজরে আসে? প্রথমে তোমাদের নজরে আসবে তারপর বিশ্বে আসবে। বাপদাদা যখন অমৃতবেলায় সমগ্র বিশ্বে চক্র লাগান তখন দেখতে-দেখতে, শুনতে-শুনতে করুণা আসে। আনন্দও আছে কিন্তু আনন্দের সাথে দ্বিধাগ্রস্তও হয়ে আছে। তো বাপদাদা জিজ্ঞেস করছেন যে দাতার বাচ্চা মাস্টার দাতা কবে নিজের মাস্টার দাতার পার্ট তীব্রগতিতে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ করবে? নাকি এখনও পর্দার আড়ালে তৈরী হচ্ছে? প্রস্তুতি নিচ্ছে? বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত আত্মারা এখন বিশ্বের আত্মাদের উপর দয়া করো।

হতে তো হবেই, এটা তো নিশ্চিত আছে আর হবেও তোমাদের অর্থাৎ নিমিত্ত আত্মাদের দ্বারাই। তাহলে দেবী কেন করছে? বাপদাদা এই একটা সেরিমনি দেখতে চাইছেন যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার হৃদয়ে সম্পন্নতা আর সম্পূর্ণতার পতাকা উড়তে দেখা যাবে। যখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অন্দরে সম্পূর্ণতার পতাকা উড়বে তখনই বিশ্বে বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়বে। তো এই ক্ল্যাগ সেরিমনি বাপদাদা দেখতে চাইছেন। যেরকম শিবরাগ্রিতে শিব অবতরণের পতাকা (ঝান্ডা) ওড়াও, এইরকম এখন শিব-শক্তি পান্ডব অবতরণের ডঙ্কা বাজবে। একটা গান তোমরা বাজাও যে - শিব শক্তি এসে গেছে...। এখন সমগ্র বিশ্ব এই গীত গাইবে যে শিবের সাথে শক্তির, পান্ডবেরা প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। পর্দার আড়ালে কতদিন থাকবে! পর্দার আড়ালে থাকতে ভালো লাগে? একটু-একটু ভালো লাগে! ভালো লাগে না, তাহলে পর্দা সরিয়ে দেবে কে? বাবা সরিয়ে দেবেন? কে সরাবে? ড্রামা সরাবে নাকি তোমরা সরাবে? যখন তোমরাই সরাবে তাহলে দেবী কেন করছে? তো এটা বোঝো যে পর্দার আড়ালে থাকতে ভালো লাগে? ব্যস, বাপদাদার এখন কেবল একটাই এই শ্রেষ্ঠ আশা রয়েছে, সবাই গীত গাইবে - বাঃ! এসে গেছে, এসে গেছে, এসে গেছে! এটা হতে পারে? দেখো সকল দাদী বলছেন - হতে পারে, তাহলে কেন হচ্ছে না? কারণ কী? যখন সবাই এইরকম করছে, তাহলে কারণটা কি? (সবাই সম্পন্ন হয়নি) কেন হয় নি? ডেট বলো না! (ডেট তো বাবা আপনি বলবেন) বাপদাদার মহামন্ত্র স্মরণে আছে? বাপদাদা কী বলেন? “কখন নয় এখন।” (দাদীজি বলছেন - বাবা ফাইনাল ডেট আপনিই বলে দিন) আচ্ছা - বাপদাদা যে ডেট বলবেন তারমধ্যে নিজেকে মোস্ত করে পালন করতে পারবে? পান্ডব পারবে? পাক্কা। যদি উপর-নিচে করো তাহলে কি করতে হবে? (আপনি ডেট দেবেন তো কেউ উপর-নিচে করবে না) অভিনন্দন। আচ্ছা। এখন ডেট বলবো, দেখবো। দেখো, বাপদাদা তথাপি করুণাময়, তো বাপদাদা ডেট বলছেন, অ্যাটেনশন দিয়ে শোনো।

বাপদাদা সকল বাচ্চাদের থেকে এই শ্রেষ্ঠ ভাবনা রাখেন, আশা রাখেন যে - কমপক্ষে ৬ মাসে, ৬ মাস কবে পূর্ণ হবে? (মে - তে) মে তে - ‘ম্যায়’, ‘ম্যায়’ সমাপ্ত। বাপদাদা তথাপি মার্জিন দিচ্ছেন যে কমপক্ষে এই ৬ মাসে, যেটা বাপদাদা পূর্বেও শুনিয়েছিলেন আর আগের সীজনেও কাজ দিয়েছিলেন যে, নিজেকে জীবন্মুক্ত স্থিতির অনুভবে নিয়ে এসো। সত্যযুগীয় সৃষ্টির জীবন্মুক্ত নয়, সঙ্গম যুগীয় জীবন্মুক্ত স্টেজ। কোনও বিঘ্ন, পরিস্থিতি, সাধন বা আমি আর আমার ভাব, আমি বডি কনসাসের আর আমার বডি কনসাসের সেবার, এই সব প্রভাব থেকে মুক্ত থাকো। এমন বলবে না যে আমি তো মুক্ত থাকতে চাই, কিন্তু এই বিঘ্ন এসে গেলো তাই, এই বাধা অনেক বড় হয়ে গেলো, তাই। ছোটো খাটো বিঘ্ন তো চলে যায়, এটা অনেক বড় বাঁধা ছিল, এটা অনেক বড় পরীক্ষা ছিল, বড় পরিস্থিতি ছিল। যত বড়ই পরিস্থিতি, বিঘ্ন, সাধনের আকর্ষণ মোকাবিলা করুক, মোকাবিলা করবে এটা পূর্বেই বলেছিলাম কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসে ৭৫ শতাংশ মুক্ত হতে পারবে? বাপদাদা ১০০ শতাংশ বলছেন না, ৭৫ শতাংশ, পৌনে পর্যন্ত এলে তবে পুরো পৌঁছাতে পারবে তাই না! তো ৬ মাসে, এক মাসও নয় ৬ মাস দিচ্ছেন, বর্ষের অর্ধেক। তো এই ডেট কি ফিক্স করতে পারবে? দেখো, দাদীরা বলেছেন ফিক্স করো, দাদীদের হুকুম তো মানতে হবে তাই না! রেজাল্ট দেখে তো বাপদাদা স্বতঃই আকর্ষণে আসবেন, বলারও প্রয়োজন পড়বে না। তো ৬ মাস আর ৭৫ শতাংশ, ১০০ বলছেন না। তার জন্য আবার পরে সময় দেবেন। তো এতে এভারেডি আছে? এভারেডি নয় ৬ মাসে রেডি। পছন্দ হয়েছে নাকি সাহস একটু কম আছে, জানি না কি হবে? বাঘও আসবে, বিড়ালও আসবে, সবাই আসবে। বিঘ্নও আসবে, পরিস্থিতিও আসবে, সাধনও বৃদ্ধি পাবে কিন্তু সাধনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। পছন্দ হয়েছে, তাহলে হাত ওঠাও। ক্যামেরায় রেকর্ড করো। ভালো ভাবে হাত তোলা, নীচে করবে না। ভালো সীন লাগছে। আচ্ছা - ইন-অ্যাডভান্স অভিনন্দন।

এটা বোলো না যে আমাকে তো অনেক মরতে হবে। মরো বা বাঁচো কিন্তু হতে হবেই। এইরকম মরে যাওয়ার অনুভব হলো মিষ্টি, এই মরে যাওয়াতে দুঃখ হয় না। এই মরে যাওয়া হলো অনেকের কল্যাণের জন্য মরা। এইজন্য এই মরে যাওয়াতে মজা আছে। দুঃখ নেই, সুখ আছে। কোনও বাহানা করবে না, এটা পূর্বেও হয়েছে তাই না। এইজন্য এখনও হয়ে গেল। কোনও বাহানাবাজী চলবে না। বাহানাবাজী করবে? করবে না, তাই না! উড়তি কলার বাজী করবে, এছাড়া অন্য কোনও বাজী নয়। অধঃপতন কলার বাজী, বাহানাবাজী, দুর্বলতার বাজী এই সব সমাপ্ত। উড়তি কলার বাজী। ঠিক আছে, তাই না! সবার মুখমন্ডল উৎফুল্লতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যখন ৬ মাস পরে মিলিত হতে আসবো তখন চেহারা কেমন হবে। তখনও ছবি তোলা হবে।

ডবল ফরেনার্স এসেছে! তো ডবল প্রতিজ্ঞা করার দিন এসে গেছে। অন্য কাউকে দেখবে না, সী ফাদার, সী ব্রহ্মা মাদার। অন্য কেউ করুক বা না করুক, করবে তো সবাই তথাপি তাদের প্রতিও দয়াভাব রাখবে। দুর্বলকে শুভ ভাবনার বল দেবে, তার দুর্বলতাকে দেখবে না। এইরকম আত্মাদেরকে নিজের সাহসের হাত দিয়ে ওঠাবে, উঁচু করবে। সাহসের হাত

সদা নিজের প্রতি আর সকলের প্রতি এগিয়ে দিতে থাকবে। সাহসরূপী হাত হলো অত্যন্ত শক্তিশালী। আর বাপদাদার বরদান হলো - সাহসের এক কদম বাচ্চাদের, হাজার কদম বাবার সহায়তার। নিঃস্বার্থ পুরুষার্থে প্রথমে আমি। নিঃস্বার্থ পুরুষার্থ, স্বার্থের পুরুষার্থ নয়, নিঃস্বার্থ পুরুষার্থ, এতে যে অর্জন করবে (যোগ ওটে সো অর্জুন) সে হলো ব্রহ্মা বাবার সমান।

ব্রহ্মা বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে তাই না! তবে তো নিজেকে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী বলে থাকো! যখন চ্যালেঞ্জ করো যে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার নিয়ে নেবে তো এখন সেকেন্ডে নিজেকে মুক্ত করার অ্যাটেনশন দাও। এখন সময়কে সমীপে নিয়ে এসো। তোমাদের সম্পূর্ণতার সমীপতা, শ্রেষ্ঠ সময়কে নিকটে নিয়ে আসবে। তোমরা হলে মালিক, রাজা তাই না! স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছে? তাহলে অর্ডার করো। রাজা তো অর্ডার করে তাই না! এটা করবে না, এটা করতে হবে। ব্যাস্, অর্ডার করো। এখনই দেখো নিজের মনকে, কেননা মন হল মুখ্য মন্ত্রী। তো হে রাজা, নিজের মনমন্ত্রীকে সেকেন্ডে অর্ডার করো অশরীরী, বিদেশী স্থিতিতে স্থিত করতে পারো? করো অর্ডার এক সেকেন্ডে। (৫ মিনিট ড্রিল) আচ্ছা।

সদা লভলীন আর লাকী আত্মাদেরকে বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সর্ব প্রাপ্তির অনুভবী আত্মাদেরকে, স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে অধিকার দ্বারা স্বরাজ্য করা শক্তিশালী আত্মাদেরকে, সদা জীবন্মুক্ত স্থিতির অনুভবকারী হাইয়েস্ট আত্মাদেরকে, ভাগ্য বিধাতার দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য রেখার দ্বারা লাকিয়েস্ট আত্মাদেরকে, সদা পবিত্রতার দৃষ্টি, বৃত্তির দ্বারা স্ব-পরিবর্তন তথা বিশ্ব পরিবর্তনকারী হোলিয়েস্ট আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

ডবল বিদেশী অতিথিদের সাথে

(‘কল্ অফ টাইম’ এর প্রোগ্রামে আগত অতিথিদের সাথে)

সবাই নিজেদের সুইট হোমে, সুইট পরিবারে পৌঁছে গেছে তাই না! এই ছোটো সুইট পরিবার ভালো লাগে তাই না! আর তোমরাও কতো প্রিয় হয়ে গেছো! সবার আগে পরমাত্ম প্রিয় হয়েছে। হয়েছে, তাই না! হয়ে গেছে নাকি হবে? দেখো, তোমাদের সবাইকে দেখে সবাই কতো খুশী হচ্ছে। কেন খুশী হচ্ছে? সকলের মুখমন্ডল দেখে অনেক খুশী হচ্ছে। কেন খুশী হচ্ছে? কেননা জানে যে এনারা সবাই হলেন গডলি ম্যাসেঞ্জার হয়ে আত্মাদেরকে ম্যাসেজ দেওয়ার নিমিত্ত আত্মা। (পাঁচ খন্ড থেকে রয়েছে) তো পাঁচ খন্ডে ম্যাসেজ পৌঁছে যাবে, সহজ তো না! প্ল্যান খুব ভালো বানিয়েছে। এতে পরমাত্ম পাওয়ার ভরে আর পরিবারের সহযোগ নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকো। সকলের সংকল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। সংকল্প খুব ভালো-ভালো চলছে, তাই না! প্ল্যান তৈরী হচ্ছে। তো প্ল্যানকে প্রাক্টিক্যাল করে দেখানোর জন্য সাহস তোমাদের আর সহায়তা বাবার আর ব্রাহ্মণ পরিবারের। কেবল নিমিত্ত হতে হবে, ব্যাস্ আর কিছু পরিশ্রম করতে হবে না। আমি হলাম পরমাত্ম কার্যে নিমিত্ত আত্মা। যখনই কোনও সেবা করবে - বাবা, আমি ইন্সট্রুমেন্ট, সেবার জন্য প্রস্তুত আছি, আমি হলাম ইন্সট্রুমেন্ট, যিনি পরিচালন করবেন তিনি করিয়ে নেবেন। এই নিমিত্ত ভাব তোমাদের চেহারার উপর নির্মাণ আর নির্মাণ ভাব প্রত্যক্ষ করবে। করাবনহার নিমিত্ত বানিয়ে কাজ করাবেন। মাইক তোমরা আর মাইট (শক্তি) বাবার। তাহলে সহজ তো না! তো নিমিত্ত হয়ে স্মরণে হাজির হয়ে যাও, ব্যাস্। তো তোমাদের চেহারা, তোমাদের ফিচার্স স্বতঃই সেবার নিমিত্ত হয়ে যাবে। কেবল বাণীর দ্বারা সেবা করবে না কিন্তু তোমাদের আন্তরিক খুশী, চেহারার দ্বারা দেখা যাবে। একেই বলা হয় - ‘অলৌকিকতা’। এখন অলৌকিক হয়ে গেছো তাই না। লৌকিক ভাব তো সমাপ্ত হয়ে গেছে তাই না। আমি হলাম আত্মা - এটা হলো অলৌকিক। আমি হলাম অমুক - এটা হল লৌকিক। তাহলে তোমরা কে? অলৌকিক নাকি লৌকিক? অলৌকিক তাই না! ভালো। বাপদাদা বা পরিবারের সামনে পৌঁছে গেছো, এটা খুব ভালো সাহস দেখিয়েছে। দেখো, তোমরাও কোটির মধ্যে কয়েকজন বেরিয়েছে তাই না! কত গ্রুপ ছিল, তার মধ্যে থেকে কতজন এসেছে, তো কোটির মধ্যে কয়েকজন বেরিয়েছে তাই না। খুব ভালো - বাপদাদার এই গ্রুপ পছন্দ হয়েছে। আর এই দেখো কত খুশী হচ্ছে তারা। তোমাদের থেকে বেশী খুশী হচ্ছে, কেননা সেবার রিটার্ন সামনে দেখে খুশী হচ্ছে। তোমাদেরও খুশী হচ্ছে তাই না - পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা। এখন তো বালক তথা মালিক হও। বালক হলো মাস্টার। বাচ্চাদেরকে সর্বদা বলা হয় - ‘মাস্টার’। আচ্ছা।

বরদান:- সফল করার বিধির দ্বারা সফলতার বরদান প্রাপ্তকারী বরদানী মূর্তি ভব

সঙ্গম যুগে বাচ্চারা তোমাদের জন্য উত্তরাধিকারও আছে আবার বরদানও আছে যে - “সফল করো আর

সফলতা পাও”। সফল করা হলো বীজ আর সফলতা হলো ফল। যদি বীজ ভালো হয় তাহলে ফল পাওয়া যাবে না, এটা হতে পারে না। তো যেসকল অন্যদেরকে বলো যে সময়, সংকল্প, সম্পত্তি সব সফল করে। এইসকল নিজেদের সকল খাজানার লিস্ট চেক করো যে কোন্ খাজানা সফল হয়েছে আর কোনটি ব্যর্থ। সফল করতে থাকো তাহলে সকল খাজানার দ্বারা সম্পন্ন বরদানী মূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার জন্য ব্যর্থ আর নেগেটিভকে অ্যাভয়েড করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতো অপকারীর উপরেও উপকার করতে শেখো, নিন্দুককেও নিজের মিত্র বানাও"

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ দৃষ্টি অবিচল (পাক্ষা)? বাচ্চারা তোমাদের কোন্ দৃষ্টি অবিচল করতে হবে?

*উত্তরঃ - বাবার এই দৃষ্টি পাক্ষা যে, যত আত্মা রয়েছে তারা সকলেই আমার সন্তান। তাই তিনি বাচ্চা-বাচ্চা বলতে থাকেন। তোমরা কখনও কাউকে বাচ্চা-বাচ্চা বলতে পারো না। তোমাদের এমনভাবে দৃষ্টি দূট করতে হবে যে, এই আত্মা আমাদের ভাই। ভাই-কে দেখো, ভাই-এর সঙ্গে কথা বলো, এতে আত্মিক প্রেম বজায় থাকবে। ত্রিমিনাল ভাবনা-চিন্তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। নিন্দুকও (তোমাদের) মিত্র হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে বোঝান। আত্মাদের পিতার নাম কি? অবশ্যই বলবে শিব। তিনি সকলের আত্মিক পিতা, তাঁকেই ভগবান বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারেই বোঝে। এই যে আকাশবাণী বলা হয়, এখন আকাশবাণী কার শোনা যায়? শিববাবার। এই মুখকে আকাশ-তন্ত্র (শব্দ তরঙ্গ যাতায়াতের ইথার মাধ্যম) বলা হয়। আকাশ তন্ত্রের দ্বারা বাণী তো সব মানুষেরই নির্গত হয়। যত আত্মা রয়েছে, সকলেই নিজেদের পিতাকে ভুলে গেছে। অনেক প্রকারের প্রশস্তিও গাইতে থাকে। কিন্তু জানে না কিছুই। গায়নও এখানেই করে। সুখের সময়ে (স্বর্গে) তো কেউ-ই বাবাকে স্মরণ করে না। ওখানে সর্ব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে তো অনেক কামনা (ইচ্ছা) থাকে। বৃষ্টি না হলে যন্ত্র রচনা করে। এমনও নয় যে যন্ত্র করলেই বৃষ্টি হয়। না, কোথাও থরা (অনাবৃষ্টি) হলে যদিও যন্ত্র করে, কিন্তু যন্ত্র করলেও কিছু হয় না। এ তো ড্রামা। বিপদ যা আসার তা তো আসতেই থাকে। কত অসংখ্য মানুষ মারা যায়, কত পশু-পাখি ইত্যাদি মরতেই থাকে। মানুষ কত দুঃখী হয়ে পড়ে। বৃষ্টি বন্ধ করার জন্যও কি যন্ত্র আছে? যখন প্রচণ্ড মুশলধারে বৃষ্টি হবে তখনও কি যন্ত্র করবে? এই সমস্ত কথা এখন শুধু তোমরাই বোঝো, অন্যরা কি আর জানে!

স্বয়ং বাবা বোঝান, মানুষ বাবার মহিমাও করে আবার তাঁকে গালিও দেয়। অদ্ভুত ব্যাপার (ওয়ান্ডার)! বাবার গ্লানি কবে থেকে শুরু হয়েছে? যবে থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। সর্বাপেক্ষা বদনাম করা হয়েছে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে, এর ফলেই অধঃপতনে গেছে। গায়নও আছে, নিন্দা আমার করে যারা, তারা হলো আমার মিত্র। এখন সর্বাপেক্ষা অধিক গ্লানি কারা করেছে? তোমরা বাচ্চারা। আবার এখন মিত্রও তোমরাই হও। এমনভেই তো সমগ্র দুনিয়া বদনাম করে। তারমধ্যেও নশ্বর ওয়ান হলে তোমরা, আবার তোমরাই মিত্র হও। সর্বাপেক্ষা কাছের মিত্র হলো বাচ্চারা। অসীম জগতের বাবা বলেন, তোমরা বাচ্চারা আমার নিন্দা করেছে। বাচ্চারা, অপকারীও তোমরাই হয়ে যাও। ড্রামা কীভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে। এ হলো বিচার সাগর মন্থন করার মতো বিষয়। বিচার সাগর মন্থন করলে কতো অর্থ বেরোয়। কেউ বুঝতে পারে না। বাবা বলেন যে, তোমরা বাচ্চারা এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে উপকার করো। গায়নও রয়েছে, যদা-যদাহি..... এ হলো ভারতেরই কথা। খেলা দেখো কেমন! শিব-জয়ন্তী বা শিবরাত্রি পালন করা হয়। বাস্তবে অবতার হলো এক। অবতার-কেও পোড়া মাটির টুকরো-নুড়িপাথরের(ঠিক্কর-ভিত্তর) মধ্যে বলে দিয়েছে। বাবা অনুযোগ করেন। তারা গীতা পাঠ করে শ্লোক পড়ে, কিন্তু বলে আমাদের জানা নেই।

তোমরাই হলে আমার অতি প্রিয় সন্তান। কারোর সঙ্গে যখন তিনি কথা বলেন, তখন বাচ্চা-বাচ্চা করেই বলতে থাকেন। বাবার তো এই দৃষ্টি একদম অবিচল হয়ে গেছে। সব আত্মাই আমার সন্তান। তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে, যার মুখ থেকে 'বাচ্চা' শব্দটি নির্গত হয়। এ তো জানো, কে কে কেমন পদাধিকারী হবে। সকলেই হলো আত্মা। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত, তাই দুঃখ-খুশী কিছুই হয় না। সকলেই আমার সন্তান। কেউ মেথরের (নিম্নজাতি বিশেষ) শরীর ধারণ করেছে, কেউ আবার অমুকের শরীর ধারণ করেছে। বাচ্চা-বাচ্চা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবার নজরে তো সকলেই আত্মা। তাদের মধ্যেও গরীবরা তো বাবার খুব পছন্দের। কারণ ড্রামা অনুসারে তারাই অনেক গ্লানি করেছে। এখন আবার আমার কাছে চলে এসেছে। একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণই এমন রয়েছে, যাদের কখনও কোনো বদনাম হয়নি। কৃষ্ণেরও অনেক বদনাম করা হয়েছে। ওয়ান্ডার, তাই না। কৃষ্ণই যখন বড় হয় তখন আর তাঁর গ্লানি হয় না। এই জ্ঞান কত চিত্তাকর্ষক। এমন গুপ্ত কথা কি কেউ বুঝতে পারবে, না পারবে না। এরজন্য চাই বুদ্ধি-রূপী স্বর্ণ-পাত্র। আর তা স্মরণের যাত্রার মাধ্যমেই হতে পারে। এখানে বসেও যথার্থ স্মরণ করে কি? না করে না। একথা বোঝে না যে, আমরা হল্যাম ছোট্ট এক আত্মা, স্মরণও বুদ্ধির দ্বারাই করা হয়। কিন্তু একথা বুদ্ধিতে আসে না। অত্যন্ত ছোট্ট আত্মা, তিনি আমাদের পিতাও,

শিক্ষকও - একথা বুদ্ধিতে আনাও অসম্ভব হয়ে যায়। বাবা-বাবা তো বলে, দুঃখে সকলেই স্মরণ করে। ভগবানুবাচ আছে যে - দুঃখে সকলেই স্মরণ করে, সুখে কেউ-ই করে না। প্রয়োজনই নেই স্মরণ করার। এখানে তো এত দুঃখ, বিপদ ইত্যাদি আসে, তাই স্মরণ করে - ভগবান দয়া করো, কৃপা করো। বাবার বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে এখনও লেখে যে -- কৃপা করো, শক্তি দাও, দয়া করো। বাবা লেখেন, শক্তি যোগ বলের দ্বারা স্বয়ং প্রাপ্ত করো। নিজের উপরে নিজেই কৃপা, দয়া করো। নিজেকে নিজেই রাজতিলক পরাও। যুক্তি বলে দিচ্ছি - কিভাবে করতে পারো। টিচার পড়ার বিষয়ে যুক্তি দেন। স্টুডেন্টদের কাজ হলো পড়াশোনা করা, ডায়রেকশান অনুসারে (শ্রীমত) চলা। টিচার কি গুরু যে কৃপা, আশীর্বাদ করবে! না করবে না। যারা তীর পুরুষার্থী বাচ্চা, তারা দৌড় লাগাবে। প্রত্যেকেই হলো স্বতন্ত্র, যত দূর দৌড়াতে পারবে তত দূর দৌড়াও। স্মরণের যাত্রাই হলো দৌড়।

প্রত্যেক আল্লাই হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ভাই-বোনের সম্পর্ক থেকেও মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পরস্পরকে ভাই-ভাই মনে করো। তাও ক্রিমিনাল আই যেতেই চায় না। তারা নিজেদের কাজ করতেই থাকে। এইসময় মানুষের সর্বাঙ্গ-ই হলো ক্রিমিনাল। কাউকে লাথি মারছে, ঘুষি মারছে, তাহলে তো ক্রিমিনাল অঙ্গ হলো, তাই না। প্রতিটি অঙ্গই ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। ওখানে কোনও অঙ্গই ক্রিমিনাল হবে না। এখানে প্রতিটি অঙ্গের দ্বারাই কু-কর্ম করতে থাকে। সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিমিনাল অঙ্গ কোনটি? চোখ। বিকারের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলে তখন হাত চালায় (মারধোর করে)। সর্বপ্রথমে হলো চোখ। সুর দাসের (যে নিজের চোখ উপড়ে ফেলেছিল) কাহিনীও রয়েছে। শিববাবার তো কোনো শাস্ত্র পড়া নেই। এই রথের (ব্রহ্মা) পড়া আছে। শিববাবাকে তো জ্ঞানের সাগর বলা হয়। একথা তোমরা জানো যে, শিববাবা কোনো পুস্তক পড়েন না। আমি হলাম নলেজফুল, বীজরূপ। এ হলো সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষ (ঝাড়)। এর রচয়িতা হলেন বাবা, বীজ। বাবা বোঝান, আমার নিবাস স্থান হলো নিরাকার লোকে (মূলবতন)। এখন আমি এই শরীরে বিরাজমান। আর কেউ বলতে পারে না যে, আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। আমি পরমপিতা পরমাত্মা, কেউ একথা বলতে পারবে না। কেউ যদি ভালো সেন্সিবেল (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) হয়, আর কেউ তাকে বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী - তবে সে ঝট করে প্রশ্ন করবে যে, তুমিও কি ঈশ্বর? তুমিও কি আল্লাহ-সাই? তা হতে পারে না। কিন্তু এইসময় কেউ-ই এমন সেন্সিবেল নেই। ওরা আল্লাহ-কে জানে না, আর তাই তারা বলে, আমিই আল্লাহ। ওরা ইংরেজিতে বলে ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজমান)। অর্থ যদি বোঝে, তবে কখনও এমন বলবে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, শিববাবার জয়ন্তী তথা নতুন বিশ্বের জয়ন্তী। ওর মধ্যেই পবিত্রতা-সুখ-শান্তি সবকিছু চলে আসে। শিব-জয়ন্তী তথা কৃষ্ণ-জয়ন্তী তথা দশেরা জয়ন্তী। শিব-জয়ন্তী তথা দীপমালা জয়ন্তী, শিব-জয়ন্তী তথা স্বর্গ-জয়ন্তী। এরমধ্যেই সব জয়ন্তী এসে যায়। এসব নতুন-নতুন কথা বাবা বসে বোঝান। শিব-জয়ন্তী তথা শিবালয় জয়ন্তী, বেশ্যালয়-মরন্তী। সব নতুন কথা বাবা বসে বোঝান। শিব-জয়ন্তী তথা নতুন বিশ্বের জয়ন্তী। সকলেই তো চায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, তাই না। তোমরা কত ভালভাবে বোঝাও, তথাপি জাগরিত হয়ই না। অজ্ঞতা অন্ধকারে নিদ্রিত রয়েছে, তাই না। ভক্তি করতে-করতে সিঁড়ির নিম্ন ধাপে নেমে এসেছে। বাবা বলেন, আমি এসে সকলের সঙ্গতি করি। বাচ্চারা, বাবা-ই তোমাদের স্বর্গ আর নরকের গুপ্ত রহস্য বোঝান। যেসব সংবাদপত্র তোমাদের বদনাম করে, তাদের উদ্দেশ্য লেখা উচিত -- যারা আমাদের বদনাম করে তারাও আমাদের মিত্র। তোমাদেরও সঙ্গতিও আমরা অবশ্যই করব। যত চাও ততো গালি দাও। ঈশ্বরেরই গ্লানি করে, তাহলে আমাদের গ্লানি করলে কি হয়েছে! তোমাদের সঙ্গতি আমরা অবশ্যই করব। তোমরা যদি না চাও, তাও নাক ধরে টেনে নিয়ে যাব। ভয়ের তো কোন কথাই নেই, যা কিছুই কর তা কল্প-পূর্বেও করেছে। আমরা বি.কে.-রা তো সকলের-ই সঙ্গতি করব। ভালোভাবে বোঝান উচিত। অবলাদের উপরে অত্যাচার তো কল্প-পূর্বেও হয়েছিল, একথা বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা বলেন, অসীম জগতের সব বাচ্চারাই আমার গ্লানি করে। বাবার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিত্র হলো বাচ্চারাই। বাচ্চারা তো ফুল হয়, বাচ্চাদের মা-বাবারা চুষন করে, মাথায় বসিয়ে রাখে, তাদের সেবা করে। বাবাও তোমাদের বাচ্চাদের সেবা করেন।

তোমরা এখন এই নলেজ পেয়েছো, যা তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যারা নেবে না তাদেরও ড্রামায় (নিজ-নিজ) পার্ট রয়েছে। সেই পার্ট প্লে করবে। হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ঘরে চলে যাবে। স্বর্গ তো দেখতে পায় না। সকলেই কি স্বর্গে যাবে, না যাবে না। এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। এত পাপ করে, তাই আসবেও দেরীতে। যারা তমোপ্রধান তারা দেরীতে আসবে। এই গুপ্ত রহস্যও ভালভাবে বুঝতে হবে। ভাল-ভাল মহারথী বাচ্চাদের উপরেও গ্রহের দশা বসে আর তৎক্ষণাৎ ত্রোধ চলে আসে তখন বাবাকে চিঠিও লেখে না। বাবাও তখন বলেন যে, ওদের মুরলী পাঠানো বন্ধ করে দাও। এমন বাচ্চাদের বাবার (জ্ঞান) ভালদার দিয়ে লাভ কি! যদি কারোর চোখ খুলে যায় অর্থাৎ ভুল ভাঙ্গে তখন বলে ভুল হয়ে গেছে। কেউ-কেউ তো পরোয়াই করে না। এত গাফিলতি করা উচিত নয়। এমন অনেক অনেক রয়েছে, যারা বাবাকে স্মরণ পর্যন্ত করে না, কাউকে নিজ সম তৈরীও করে না। তা নাহলে তো বাবাকে লেখা উচিত - বাবা, আমরা সর্বদা তোমাকে

স্মরণ করি। কেউ তো আবার এমনও রয়েছে যে, সকলের নাম লিখে দেয় -- অমুক-অমুককে আমার স্মরণ দেবে। এই স্মরণ কি সত্যিকারের, না তা নয়। মিথ্যা চলতে পারে না। ভিতরে-ভিতরে হৃদয়কে দংশন করবে। বাবা বাচ্চাদের ভালো-ভালো পয়েন্টস্ বোঝান। প্রতিদিন বাবা অতি গুপ্ত (সূক্ষ্ম) কথা বোঝাতে থাকেন। দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। সত্যযুগে দুঃখের কোনো নামই থাকে না। এখন হলো রাবণ-রাজ্য। মহীশূরের রাজাও রাবণ ইত্যাদি বানিয়ে দশহরা অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করে। রামকে ভগবান বলে। রামের সীতা চুরি (হরণ) হয়ে গেছে। এখন তিনি তো হলেন সর্বশক্তিমান, তাঁর কাছ থেকে চুরি কিভাবে হতে পারে। এসব হলো অন্ধশ্রদ্ধা। এইসময় প্রত্যেকের মধ্যেই ৫ বিকারের অপবিত্রতা রয়েছে। তার উপর ভগবানকে সর্বব্যাপী বলা - এ হলো অতি বড় মিথ্যা। তবেই তো বাবা বলেন - যদা যদাহি.....। আমি এসে সত্যখন্ড, সত্যধর্মের স্থাপনা করি। সত্যখন্ড সত্যযুগ, মিথ্যাখন্ড কলিযুগকে বলা হয়। এখন বাবা মিথ্যাখন্ডকে সত্যখন্ডে পরিণত করেন। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই গুহ্য বা চিতাকর্ষক জ্ঞানকে বোঝার জন্য বুদ্ধিকে স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে স্বর্ণ-পাত্রে পরিণত করতে হবে।। স্মরণের রেস (দৌড়) লাগাতে হবে।

২) বাবার ডায়রেকশান অনুসারে (শ্রীমতে) চলে, অত্যন্ত মনযোগ সহকারে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে, নিজের উপর নিজেরই কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে, নিজেকে রাজতিলক পরাতে হবে। নিন্দুককে নিজের মিত্র মনে করে তাদেরও সঙ্গতি করতে হবে।

বরদানঃ:- উপর থেকে অবতরিত হয়ে, অবতার হয়ে সেবা করা সাক্ষাৎকার মূর্তি ভব
যেরকম বাবা সেবার জন্য উপর থেকে নীচে আসেন, সেইরকম আমরাও সেবার জন্য উপর থেকে নীচে এসেছি, এইরকম অনুভব করে সেবা করো তো সদা ডিট্যাচ আর বাবার সমান বিশ্বের সকলের প্রিয় হয়ে যাবে। উপর থেকে নীচে আসা মানে অবতার হয়ে অবতরিত হয়ে সেবা করা। সবাই চায় যে অবতার আসবে আর আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। তো সত্যিকারের অবতার হলে তোমরা, যারা সবাইকে মুক্তিধামে সাথে করে নিয়ে যাবে। যখন অবতার মনে করে সেবা করবে তখন সাক্ষাৎকার মূর্তি হয়ে যাবে আর অনেকের ইচ্ছে পূরণ হবে।

স্লোগানঃ:- তোমাদেরকে কেউ ভালো করুক বা খারাপ, তোমরা সবাইকে স্নেহ দাও, সহযোগ দাও, দয়া করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্যিকারের বাবা যিনি, তাঁর প্রতি অন্তরে-বাইরে সততাপরায়ণ হও, তবেই দেবতা হতে পারবে।
তোমরা ব্রাহ্মণরাই ফরিস্তা থেকে দেবতা হও"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান শোনার বা ধারণ করার অধিকারী কারা হতে পারে?

*উত্তরঃ - যারা অলরাউন্ড পার্ট প্লে করেছে, যারা সব চেয়ে বেশী ভক্তি করেছে, তারাই এই জ্ঞানকে ধারণ করতে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। উচ্চ পদও প্রাপ্ত করবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে যে - তোমরা শাস্ত্র মানো না? তাদের বলো, আমরা যত শাস্ত্র পড়েছি, ভক্তি করেছি, দুনিয়াতে এতো কেউ করেনি। আমাদের এখন ভক্তির ফল প্রাপ্ত হয়েছে, সেইজন্য এখন ভক্তির দরকার নেই।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন, সকল আত্মাদের বাবা সকল আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। কারণ তিনি হলেন সকলেরই সঙ্গতি দাতা। যে আত্মাই হোক, তাকে জীব আত্মাই বলা হবে। শরীর না থাকলে আত্মা দেখতে পাবে না। যদিও ডামার প্ল্যান অনুসারে স্বর্গের স্থাপনা বাবা করছেন কিন্তু বাবা বলেন, আমি স্বর্গকে দেখি না। যাদের জন্য তারাই দেখতে পারবে। তোমাদের পড়াশুনা করিয়ে আমি আবার কোনো শরীরই ধারণ করি না। তবে শরীর ব্যাভীত কীভাবে দেখতে পারবো। এইরকম নয় যে, যেখানে-সেখানে রয়েছে, সব কিছু দেখছি। না, বাবা দেখেন শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের, যাদের তিনি খুব সুন্দর সুন্দর ফুলে পরিণত করে স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন। 'যোগ' শব্দটি হলো ভক্তির। জ্ঞান দেওয়ার জন্য হলেন একমাত্র জ্ঞানের সাগর, ওঁনাকেই সঙ্করু বলা হয়। এছাড়া সবাই হলো গুরু। উনিই সত্য বলতে, সত্য-খন্ড বা পূণ্য-ভূমি স্থাপন করতে পারেন। ভারত সত্য-ভূমি ছিল, সেখানে সব দেবী-দেবতা নিবাস করতো। তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। তো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হচ্ছে - সত্য বাবার সাথে অন্তরে ও বাইরে সত্য হতে হবে। প্রথমে তো পদে পদে মিথ্যাই ছিল, সে সব ছাড়তে হবে, যদি স্বর্গে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চাও। যদিও স্বর্গে অনেকে যাবে কিন্তু বাবাকে জেনেও বিকর্মকে বিনাশ না করলে তবে তো শাস্তি খেয়ে হিসাব-নিকাশ মেটাতে হবে, আবার পদও অনেক কম প্রাপ্ত হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। রাজধানী না সত্যযুগে স্থাপন হতে পারে, না কলিযুগে। কারণ বাবা সত্যযুগ বা কলিযুগে আসেন না। এই যুগকে বলা হয় পুরুষোত্তম কল্যাণকারী যুগ। এই যুগেই বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসতে হবে। সেইজন্য সঙ্গমযুগও অবশ্যই দরকার। বাবা বলেছেন এটা হলো পতিত পুরানো দুনিয়া। গাওয়াও হয় দূর দেশে যিনি থাকেন....তবে পরদেশে নিজের বাচ্চাদের কোথা থেকে পাওয়া যাবে। পরদেশে আবার অপরের বাচ্চাদেরই পাওয়া যাবে। ওদেরকে ভালো ভাবে বোঝানো হয় যে - আমি কার মধ্যে প্রবেশ করি। নিজেরও পরিচয় দেওয়া হয় আর যার মধ্যে প্রবেশ করি তাকেও বোঝাই যে, এটা তোমার অনেক জন্মের শেষের জন্ম। কতো ক্লিয়ার।

এখন তোমরা এখানে হলে পুরুষার্থী, সম্পূর্ণ পবিত্র নও। সম্পূর্ণ পবিত্রকে ফরিস্তা (দেবদূত, পরী) বলা হয়। যে পবিত্র নয় তাকে পতিতই বলা হবে। ফরিস্তা হওয়ার পর আবার তোমরা দেবতা হও। সূক্ষ্ম লোকে তোমরা সম্পূর্ণ ফরিস্তা দেখো, ওঁনাকে ফরিস্তা বলা হয়। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, এক অল্ফকেই স্মরণ করতে হবে। অল্ফ মানে বাবা, ওঁনাকে আল্লাহও বলা হয়। বাচ্চারা বুঝে গেছে বাবার থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ কীভাবে রচনা করা হয়? স্মরণের যাত্রা আর জ্ঞানের দ্বারা। ভক্তিতে জ্ঞান হয় না। শুধু মাত্র এক বাবা-ই ব্রাহ্মণদের জ্ঞান দেন। ব্রাহ্মণ তো টিকিধারী। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হলে আবার ডিগবাজি খেলবে। ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয়...একে বলা হয় বিরাট রূপ। বিরাট রূপ কোনো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে বলা হবে না। ওখানে টিকিধারী ব্রাহ্মণ তো নেই। বাবা ব্রহ্মা তনে আসেন- এটা তো কেউ জানে না। ব্রাহ্মণ কূলই হলো সর্বোত্তম কূল, যখন কিনা বাবা এসে পড়ান। বাবা তো শূদ্রদের পড়াবেন না। ব্রাহ্মণদেরই পড়ান। পড়াতেও টাইম লাগে, রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু পুরুষোত্তম হও। নতুন দুনিয়া কে রচনা করবে? বাবা-ই রচনা করবেন। এটা ভুলো না। মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়, ওর তো ধান্ধাই এটা। জ্ঞানে এতো ইন্টারফেয়ার করে না, স্মরণেই করে। আত্মার মধ্যে অনেক আবর্জনা ভরে আছে, সেই বাবার স্মরণ ব্যাভীত পরিচ্ছন্ন হতে পারে না। যোগ শব্দের দ্বারা বাচ্চারা অনেক বিভ্রান্ত বোধ করে। বলে - বাবা, আমাদের যোগ লাগছে না। বাস্তবে যোগ শব্দটি হল হঠযোগীদের। সন্ন্যাসীরা বলে ব্রহ্মর সাথে যোগ যুক্ত হতে হবে। এখন ব্রহ্ম তত্ত্ব তো অনেক বড় লম্বা চওড়া, যেমন আকাশে স্টার দেখা যায়, সেরকম ওখানেও ছোট-ছোট স্টারের মতো আত্মারা আছে। সেটা হলো আকাশের

ওপারে, যেখানে সূর্য, চন্দ্রের রশ্মি নেই। তো দেখো তোমরা কতো ছোটো-ছোটো রকেট। তাই বাবা বলেন - সর্ব প্রথমে আত্মার জ্ঞান দেওয়া উচিত। সেটা তো এক ভগবানই দিতে পারেন। এরকম নয়, শুধু মাত্র ভগবানকে জানে না। এমনকি আত্মাকেও জানে না। এতো ছোটো আত্মাতে ৮৪ চক্রের অবিনাশী পাঁচ ভরা হয়ে আছে, একেই বলা হয় প্রকৃতির খেলা, আর কিছু বলা যায় না। আত্মার চুরাশির চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে এই চক্রের আবর্তন হতেই থাকে। এটা ড্রামাতে নির্ধারিত। দুনিয়া হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ হয় না। লোকেরা দেখায় বড় প্রলয় হয়, তারপর কৃষ্ণ আঙুল চুষতে চুষতে অশ্বখ পাতার উপর আসে। কিন্তু এরকম তো আর হতে পারে না। এটা তো হলো বেকায়দা। মহাপ্রলয় কখনো হয় না। এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ চলতেই থাকে। এই সময় হলো মুখ্য তিন ধর্ম। এটা তো হলো অম্পিসিয়াস (মঙ্গলময়) সঙ্গমযুগ। পুরোনো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়াতে রাত-দিনের পার্থক্য। কাল নতুন দুনিয়া ছিলো, আজ হলো পুরানো। কালকের দুনিয়াতে কি ছিলো- এটা তোমরা বুঝতে পারবে। যে যেই ধর্মের, সেই ধর্মেরই স্থাপনা করে। সে তো শুধু মাত্র একজন আসে, অনেক হয় না। তারপর আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন-বাচ্চারা, তোমাদের কোনো কষ্ট দিই না। বাচ্চাদের কীভাবে কষ্ট দেব! মোস্ট বিলভড বাবা যে। বলেন আমি হলাম তোমাদের সন্নতি দাতা, দুঃখ মোচনকারী, সুখদাতা। স্মরণও এক আমাকেই করে। ভক্তি মার্গে কি করে দিয়েছে, কতো গাল-মন্দ করে আমাকে। বলে গড ইজ ওয়ান। সৃষ্টি-চক্রও হলো একটাই, এরকম নয়, আকাশে কোনো দুনিয়া আছে। আকাশে অনেক স্টার থাকে। মানুষ মনে করে একেকটি স্টারের মধ্যে সৃষ্টি আছে। নীচে বা পাতালেও দুনিয়া আছে। এই সব হলো ভক্তি মার্গের কথা। উচ্চতমের থেকেও উচ্চ ভগবান হলো এক। বলাও হয়ে থাকে সমগ্র সৃষ্টির আত্মারা তোমাদের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, এটা হলো যেন মালা। একে অসীম জগতের রুদ্র মালাও বলা যেতে পারে। সুতোয় বাঁধা হয়ে আছে। গাইতে থাকে কিন্তু কিছুই বোঝে না। বাবা এসে বোঝান- বাচ্চারা, আমি তোমাদের একটুও কষ্ট দিই না। এটাও বলেছেন যারা প্রথম দিকে ভক্তি করেছে, তারাই জ্ঞানে তীক্ষ্ণ হবে। ভক্তি বেশী করেছে তাই ফলও তাদের বেশী প্রাপ্তি হওয়া উচিত। বলা হয় ভক্তির ফল ভগবান দেন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। অবশ্যই তাই জ্ঞানের দ্বারাই ফল দেবেন। ভক্তির ফলের ব্যাপারে কারোরই জানা নেই। ভক্তির ফল হলো জ্ঞান, যার দ্বারা স্বর্গীয় উত্তরাধিকারের সুখের প্রাপ্তি হয়। তো ফল দেয় অর্থাৎ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করে তোলেন এক বাবা। রাবণকেও কারোর জানা নেই। বলেও থাকে এইটি হলো পুরানো দুনিয়া। কবে থেকে পুরানো হলো- সেই হিসাব করতে পারে না। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজরূপ। উনি সত্য। এই বৃক্ষের কখনো বিনাশ হয় না, একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়। বাবা হলেন উপরে, আত্মারা বাবাকে উপরে দেখে ডাকে, শরীর তো ডাকতে পারে না। আত্মা তো এক শরীর থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় শরীরে চলে যায়। আত্মা না কমে, না বাড়ে, না কখনো আত্মার মৃত্যু হয়। এই খেলা প্রস্তুত হয়েই আছে। সমগ্র খেলার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা বলেছেন। আস্তিকও করেছেন। এটাও বলেছেন যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এই জ্ঞান নেই। সেখানে তো আস্তিক- নাস্তিকের কথা জানাই নেই। এই সময় বাবা-ই অর্থ বোঝান। নাস্তিক তাদের বলা হয় যারা না বাবাকে, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে, না ডায়রেকশনকে জানে। এই সময় তোমরা আস্তিকে পরিণত হয়েছো। সেখানে এই ব্যাপারই নেই। খেলা যে। যে কথা এক সেকেন্ডে হচ্ছে সেটা আবার দ্বিতীয় সেকেন্ডে হয় না। ড্রামাতে টিক-টিক হতেই থাকে। যেটা পাস্ট হয়েছে, চক্রে আবর্তিত হয়ে যায়। যেরকম বায়োস্কোপ হয়, দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা পরে আবার সেই বায়োস্কোপই হুবহু রিপিট হবে। অটালিকা ইত্যাদি ভেঙে ফেলে দেয় আবার দেখবে তৈরী হয়ে আছে। সেটাই হুবহু রিপিট হয়। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপার নেই। মুখ্য ব্যাপার হলো আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। আত্মারা পরমাত্মার থেকে পৃথক ছিলো বহুকাল.....পৃথক হয়, এখানে আসে ভূমিকা পালন করতে। তোমরা সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছর পৃথক ছিলে। তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের অলরাউন্ড (সবরকম) পাঁচ প্রাপ্ত হয়েছে, এই জন্য তোমাদেরই বোঝান হয়। তোমরা জ্ঞানেরও অধিকারী। সবচেয়ে বেশী ভক্তি যারা করেছিলো, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারাই তীক্ষ্ণ হবে, পদও উচ্চ প্রাপ্ত করবে। সর্ব প্রথমে এক শিববাবার ভক্তি হয়, তারপর দেবতাদের। আবার পঞ্চ তন্ত্রকেও ভক্তি করে, ব্যাভিচারী হয়ে যায়। এখন অসীম জগতের পিতা তোমাদের অসীম জগতে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা আবার অসীম জগতের ভক্তির অজ্ঞানে নিয়ে যায়। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন- নিজেকে আত্মা মনে করে আমি অর্থাৎ এই এক বাবাকে স্মরণ করো। তবুও এখান থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য মায়া ভুলিয়ে দেয়। যেরকম গর্ভে পশ্চাতাপ করতে থাকে- আমি এরকম করবো না, বাইরে এলে ভুলে যায়। এখানেও ঐরকম, বাইরে গেলে ভুলে যায়। এটা ভুল আর অভুলের খেলা। এখন তোমরা বাবার অ্যাডস্টেড বাচ্চা হয়েছো। শিববাবা আছেন যে। তিনি হলেন সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। বাবা কতো দূর থেকে আসেন। ওনার গৃহ হলো পরমধাম। পরমধাম থেকে যখন আসছেন তো অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসবেন। হাতের তালুর উপরে করে স্বর্গ (হাথেলী পর বহিস্ত) উপহার স্বরূপ নিয়ে আসেন। বাবা বলেন সেকেন্ডে স্বর্গের বাদশাহী নাও। শুধু মাত্র বাবাকে জানো। সমস্ত আত্মাদের পিতা যে। বলেন আমি হলাম তোমাদের বাবা। আমি কি ভাবে আসি- সেটাও তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার রথ তো অবশ্যই দরকার। কোন রথ? কোনো মহাত্মার তো নিতে পারি

না। মানুষেরা বলে তোমরা ব্রহ্মাকে ভগবান, ব্রহ্মাকে দেবতা বলে। আরে, আমরা কোথায় বলি! বৃক্ষের উপর একদম অন্তে দাঁড়িয়ে থাকি, যখন সমস্ত বৃক্ষ তমোপ্রধান হয়। ব্রহ্মাও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক জন্মের শেষে জন্ম হয়েছে যে। বাবা স্বয়ং বলেন আমার অনেক জন্মের শেষের জন্মে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, তখন বাবা এসেছেন। যিনি এসে ধাক্কা ইত্যাদি থেকে ছাড়িয়েছেন। ষাট বছরের পরে মানুষ ভক্তি করে থাকে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।

বাবা বলেন তোমরা সকলে মনুষ্য মতের আধারে ছিলে, এখন বাবা তোমাদের শ্রীমৎ দিচ্ছেন। শাস্ত্র লেখে যারা তারাও মানুষ। দেবতারা তো লেখে না, না পড়ায়। সত্যযুগে শাস্ত্র হয় না। ভক্তিই নেই। শাস্ত্রে সব কর্ম কান্ড লেখা আছে। এখানে সেই ব্যাপার নেই। তোমরা দেখো বাবা জ্ঞান দেন। ভক্তি মার্গে তো আমরা শাস্ত্র অনেক পড়েছি। কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কে মানো না? বলে, যে কোনো মানুষের থেকেই আমরা বেশী মানি। শুরুর থেকে অব্যাভিচারী ভক্তি আমরা শুরু করেছি। এখন আমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা সদ্ধতি হয়, আমরা আবার ভক্তি কেন করব। বাবা বলেন- বাচ্চারা, হিয়ার নো ইভিল্, সী নো ইভিল্...তো বাবা কতো সিম্পল ভাবে বোঝান- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো। আমি হলাম আত্মা। তারা বলে দেয় আমিই আল্লাহ। তোমাদের শিক্ষা প্রাপ্ত হয় আমি হলাম আত্মা, শিব বাবার সন্তান। এটাই মায়া বারংবার ভুলিয়ে দেয়। দেহ-অভিমानी হওয়ার জন্যই উল্টো কর্ম হয়। এখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, বাবাকে ভুলো না। টাইম ওয়েস্ট করো না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রচয়িতা আর রচনার রহস্যকে যথার্থ বুঝে আস্তিক হতে হবে। ড্রামার জ্ঞানে বিভ্রান্ত হতে নেই। নিজের বুদ্ধিকে পার্থিব দিক থেকে সরিয়ে অসীম জগতে নিয়ে যেতে হবে।

২) সূক্ষ্ম লোক নিবাসী ফরিস্তা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। আত্মাতে যে আবর্জনা ভরে আছে, তাকে স্মরণের বল এর দ্বারা নির্গত করে পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

বরদানঃ:- ঈশ্বরীয় রস এর অনুভব করে একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব
যে বাচ্চারা ঈশ্বরীয় রসের অনুভব করে নেয়, তার কাছে দুনিয়ার সব রস বিস্বাদ লাগে। যখন রয়েছেই একটি রস মিষ্টি, তখন একদিকেই অ্যাটেনশন যাবে তাই না। সহজেই একদিকে মন লেগে যাবে, পরিশ্রম করতে হবে না। বাবার স্নেহ, বাবার সহায়তা, বাবার সাথ, বাবার দ্বারা সর্ব প্রাপ্তিগুলি সহজেই একরস স্থিতি বানিয়ে দেবে। এইরকম একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা আত্মারাই হল শ্রেষ্ঠ।

স্লোগানঃ:- আবর্জনা গুলিকে মার্জ করে রত্ন প্রদান করাই হলো মাস্টার সাগর হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন সতোপ্রধান হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে আত্মা মনে করে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো, উল্লতির দিকে সদা খেয়াল রাখো"

*প্রশ্নঃ - পড়াশোনায় দিন দিন এগিয়ে চলেছি, নাকি পিছিয়ে পড়েছি তার চিহ্ন কি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনায় যদি এগিয়ে চলেছো তাহলে হাল্কা ভাবের অনুভূতি হবে। বুদ্ধিতে থাকবে এই শরীর তো ছিঃ ছিঃ, একে ছাড়তে হবে, আমাকে তো এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে থাকবে। যদি পিছিয়ে পড়েছো তাহলে আচার আচরণে অসুরী গুণ দেখা দেবে। চলতে-ফিরতে বাবার স্মরণ স্থির থাকবে না। তারা ফুল (পুষ্প) হয়ে সবাইকে সুখ দিতে পারবে না। এমন বাচ্চাদের ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার হবে, তখন অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে।

ওম্ শান্তি । বুদ্ধিতে এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা সতোপ্রধান এসেছিলাম। আত্মিক পিতা (রুহানী বাবা) আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন এখানে সবাই বসে আছে, কেউ বা দেহ-অভিমানী হয়ে আবার কেউ দেহী-অভিমানী হয়ে। কেউ এক সেকেন্ডে দেহ-অভিমানী আল পর মুহূর্তেই দেহী-অভিমানী হতে থাকবে। এমন তো কেউ বলতে পারবে না যে আমরা সারা দিন দেহী অভিমানী হয়ে বসি। না, বাবা বোঝান কোনও সময় দেহী অভিমানী, কোনও সময় দেহ-অভিমানে থাকবে। এখন বাচ্চারা তো এই কথা জানে আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে আমরা ঘরে ফিরে যাবো। মহানন্দে ফিরতে হবে। সারা দিন এই চিন্তনই করতে থাকবে যে - আমরা শান্তিধামে যাবো, কারণ বাবা তো পথ বলে দিয়েছেন। অন্য লোকেরা তো আর এইরূপ চিন্তন নিয়ে বসবে না। এই শিক্ষা কেউ পায় না। চিন্তনও থাকবে না। তোমরা বুঝেছো যে এটা হলো দুঃখধাম। এখন বাবা সুখধামে যাওয়ার পথ বলে দিয়েছেন। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই সম্পূর্ণ হয়ে যথা যোগ্য রূপে শান্তিধাম যাবে, একেই মুক্তি বলা হয়, যার জন্য মানুষ গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়। কিন্তু মানুষ একেবারেই জানে না যে মুক্তি-জীবনমুক্তি কি। কারণ এই কথাটি হলো নতুন। তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছি যে এখন আমাকে ঘরে ফিরতে হবে। বাবা বলেন স্মরণের যাত্রার দ্বারা পবিত্র হও। তোমরা সর্বপ্রথম যখন এসেছিলে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ায়, তখন সতোপ্রধান ছিলে। আত্মা সতোপ্রধান ছিল। কারো সঙ্গে কানেকশনও পরে হবে। যখন গর্ভে যাবে তখন সম্বন্ধে আসবে। তোমরা জানো এখন এই জন্ম হলো আমাদের শেষ জন্ম। আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। পবিত্র না হয়ে আমরা ফিরে যেতে পারবো না। নিজের সঙ্গে মনে মনে এমন এমন কথা বলা উচিত। কারণ বাবার আদেশ হলো উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে যেন এই চিন্তন থাকে যে আমরা সতোপ্রধান এসেছিলাম, এখন সতোপ্রধান হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। সতোপ্রধান হতে হবে বাবার স্মরণে। কারণ বাবা হলেন পতিত-পাবন। তিনি বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের যুক্তি বলে দেন যে, তোমরা এইভাবে পবিত্র হতে পারবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তো একমাত্র বাবা-ই জানেন আর কোনও অর্থহীন নেই। বাবা-ই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। ভক্তি কত দিন চলে, সেই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। এতটা সময় জ্ঞান মার্গ, এতটা সময় ভক্তি। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে চলা উচিত। যেমন বাবার আত্মায় জ্ঞান আছে, তোমাদের আত্মায়ও জ্ঞান আছে। শরীর দ্বারা শুনতে হয় এবং শোনানো হয়। শরীর ব্যতীত আত্মা বলতে পারে না, এর জন্য প্রেরণা বা আকাশবাণীর কোনও ব্যাপার নেই। ভগবানুবাচ রয়েছে যখন তাহলে অবশ্যই মুখ থাকা প্রয়োজন, রথ প্রয়োজন। গাধা-ঘোড়া টানা রথ চাই না। তোমরাও প্রথমে এটাই বুঝেছিলে যে, কলিযুগ এখনও ৪০ হাজার বছর আরও চলবে। অজ্ঞানতার নিদ্রায় সবাই নিদ্রিত, এখন বাবা এসে জাগিয়ে তুলছেন। তোমরাও অজ্ঞানে ছিলে। এখন জ্ঞান অর্জন করেছ। অজ্ঞান বলা হয় ভক্তিকে।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই চিন্তন করা উচিত আমরা নিজেদের উল্লতি কিভাবে করব, উঁচু পদ মর্যাদা কিভাবে প্রাপ্ত করবো? নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আবার নতুন রাজধানী স্বর্গে গিয়ে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করি। তার জন্যে রয়েছে স্মরণের যাত্রা। অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমি হলাম আত্মা। আমরা সবাই আত্মা, আমাদের সকলের পিতা হলেন পরমাত্মা। এই জ্ঞান তো খুবই সিম্পল। কিন্তু মানুষ এইটুকু কথাও বোঝে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে, এটা হলো রাবণের রাজ্য, তাই তোমাদের বুদ্ধি ভ্রষ্টাচারী হয়েছে। মানুষ ভাবে যারা বিকারগ্রস্ত হয় না তারা পবিত্র। যেমন সন্ন্যাসী। বাবা বলেন তারা তো অল্পকালের জন্য পবিত্র হয়। দুনিয়া তবুও পতিত, তাই না। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ। পতিত দুনিয়ায় সত্যযুগের মতন পবিত্র কেউ হতে পারে না। সেখানে তো রাবণের রাজ্যই নেই, বিকারের কথাই নেই। সুতরাং যেখানেই

যাও, যতক্ষণ পারো ঘুরতে ফিরতে বুদ্ধিতে এইরূপ চিন্তন থাকা উচিত। বাবার মধ্যে এই জ্ঞান আছে, তাই না। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, অতএব জ্ঞান তো টপ টপ করে পড়বে। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়ে আসা জ্ঞান নদী। তিনি হলেন এভার সাগর অর্থাৎ সদা কালের সাগর, তোমরা আত্মারা সদাকালের সাগর নও। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ আমরা আত্মারা হলাম সবাই ভাই-ভাই। তোমরা বাচ্চারা পড়ছ, বাস্তবে নদী ইত্যাদির কোনও কথা নেই। নদী বললে গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি বলা হয়। তোমরা এখন অসীমিতের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা সব আত্মারা এক পিতার সন্তান, আমরা হলাম ভাই-ভাই। এখন আমাদের পরমধাম অর্থাৎ ঘরে ফিরতে হবে। যেখান থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করি এবং ক্রকুটি সিংহাসনে বিরাজিত হই। খুব সূক্ষ্ম আত্মা, সাক্ষাৎকার হলে বুঝতে পারবে না। আত্মা শরীরের বাইরে গেলে বলা হয় কখনো মাথা থেকে, কখনো চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, মুখ খোলা থেকে যায়। আত্মা শরীর ত্যাগ করে গেলে শরীর জড় হয়ে যায় (নির্জীব)। এ হল জ্ঞান। স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে সারা দিন পড়াশোনার চিন্তন থাকে। তোমাদেরও সারা দিন পড়াশোনার চিন্তন চলা উচিত। ভালো ভালো স্টুডেন্টদের হাতে সদা একটি বই থাকেই। তারা পড়তেই থাকে।

বাবা বলেন এটা হলো তোমাদের শেষ জন্ম, সম্পূর্ণ চক্র পরিচক্র করে অন্তিমে এসেছো, তো বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ থাকা উচিত। ধারণা করে অন্যদের বোঝানো উচিত। কারো ধারণা হয়ই না। স্কুলেও এইরূপ নম্বর অনুসারে স্টুডেন্ট থাকে। সাবজেক্টও অনেক থাকে। এখানে তো সাবজেক্ট একটাই। দেবতা হতে হবে, এই পড়ার চিন্তন যেন চলতে থাকে। এমন নয় পড়াশোনা ভুলে অন্য অন্য চিন্তন করবে। ব্যবসাদার হলে ব্যবসার চিন্তন চলবে। স্টুডেন্টের পড়াশোনার চিন্তন চলবে। বাচ্চারা, তোমাদেরও নিজেদের পড়াশোনায় থাকতে হবে।

গতকাল একটি নিমন্ত্রণ পত্র এসেছিল ইন্টারন্যাশনাল যোগ কনফারেন্সের। তোমরা তাদের লিখতে পারো তোমাদের এই যোগ তো হলো হঠ যোগ (শারীরিক যোগ ব্যায়াম)। এই যোগের মূখ্য উদ্দেশ্য কি? তাতে লাভ কি? আমরা তো রাজযোগ শিখছি। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি হলেন রচয়িতা। তিনি আমাদের নিজের এবং রচনার জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এখন আমাদের ঘরে পরমধামে ফিরতে হবে। "মন্মনাভব" - এ হলো আমাদের মন্ত্র। আমরা বাবাকে এবং বাবার দ্বারা যা অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করি, সেসব স্মরণ করি। তোমরা এই হঠযোগ ইত্যাদি করছো, এর মূখ্য উদ্দেশ্য কি? আমরা নিজেদের যোগের কথা তো বলেছি যে আমরা এই যোগ শিখছি। তোমাদের এই হঠযোগ দ্বারা কি প্রাপ্ত হয়? এমন রেসপন্স নাটসেল লিখতে হবে। এমন নিমন্ত্রণ তোমাদের কাছে অনেক আসে। অল ইন্ডিয়া রিলিজিয়াস কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ পত্র এলে, তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে - তোমাদের এইম অক্কেট কি? তো তাদের বোলো আমরা এটা শিখছি। নিজেরটা অবশ্যই জানানো উচিত, তাই না? কারণ এই রাজযোগ তোমরা শিখছো। বলবে আমরা পড়ছি। আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন ভগবান, আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। আমরা নিজেদের আত্মা ভাবি। অসীম জগতের বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে "মামেকম্ স্মরণ করো", তাহলে তোমাদের পাপ নষ্ট হবে। এমন এমন বক্তব্য লিখে ভালো ভাবে প্রিন্ট করে রেখে দাও। তারপরে যেখানে যেখানে কনফারেন্স ইত্যাদি হবে, পাঠিয়ে দিও। তারা বলবে এরা তো খুব ভালো কায়দা বা নিয়ম শিখছে। এই রাজযোগের দ্বারা রাজার রাজা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আমরা দেবতায় পরিণত হই, পরে মানুষ হই। এমন এমন বিচার সাগর মন্বন করে ফার্স্টক্লাস লিখিত বক্তব্য তৈরী করা উচিত। তারা তোমাদের কাছে এর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাই এই বক্তব্য প্রিন্ট করিয়ে রাখো, আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্যটি হল এই। এই ভাবে লিখলে টেম্পটেশন (ইচ্ছ) জাগ্রত হবে। এতে কোনোরকম হঠ যোগ বা শাস্ত্র নিয়ে বাদ বিবাদ করার কথা নেই। তাদের শাস্ত্রচর্চা করারও খুব অহংকার থাকে। তারা নিজেদেরকে শাস্ত্রের অথরিটি ভাবে। বাস্তবে তারা হল পূজারী, অথরিটি তো পূজ্য আত্মাদের বলা হবে। পূজারীদের কি বলা হবে? অতএব এই কথা ক্লিয়ার লেখা উচিত - আমরা কি শিখছি। বি.কে.দের নাম তো বিখ্যাত হয়ে গেছে।

যোগ তো হলো দুই প্রকারের - এক হলো হঠ যোগ, দ্বিতীয় হলো সহজ যোগ। সেই যোগ কোনো মানুষ শেখাতে পারে না। রাজযোগ একমাত্র পরমাত্মাই শেখান। বাকি এত সব অনেক প্রকারের যোগ হলো মনুষ্য মত অনুসারে। স্বর্গে দেবতাদের তো কারো মতের দরকার নেই, কারণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। তারা হলেন দেবতা অর্থাৎ দৈবী গুণ ধারী, যে আত্মার এমন গুণ নেই তাকে অসুর বলা হবে। দেবতাদের রাজ্য ছিল, পরে তারা কোথায় গেলেন? ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছেন? সিঁড়ির চিত্রে বোঝানো উচিত। সিঁড়ির চিত্রটি খুব ভালো। যা তোমাদের অন্তরে আছে সেসব সিঁড়ির চিত্রে আছে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। এই পড়াশোনাটি হল সোর্স অফ ইনকাম। এই পড়াশোনা হল সবচেয়ে উঁচু। দি বেস্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়া জানে না দি বেস্ট পড়াশোনা কোনটি? এই পড়াশোনার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা ডবল ক্রাউন অর্থাৎ ডবল মুকুটধারী হওয়া যায়। এখন তোমরা ডবল মুকুটধারী হওয়ার পুরুষার্থ করছো। পড়াশোনা তো

একটাই, তারপরে কেউ কোনো পদ প্রাপ্ত করে, কেউ বা অন্য ! আশ্চর্যের বিষয়, তাই না ! একই পড়াশোনার দ্বারা রাজধানী স্থাপন হয়, রাজাও তৈরি হয় এবং প্রজাও। যদিও সেখানে দুঃখের কথা নেই। পদ মর্যাদা তো আছে। এখানে অনেক প্রকারের দুঃখ আছে। অনাবৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ, আনাজের অভাব, ফ্লাড আসতেই থাকে। যতই লক্ষপতি, কোটিপতি হোক, জন্ম তো বিকার থেকেই হয়, তাইনা। ধাক্কা ধাক্কি, মশার কামড় ইত্যাদি সবই তো দুঃখ, তাই না। নামই হল অতি ঘোর নরক (রৌরব নরক)। এরপরেও বলতে থাকে অমুকে স্বর্গে গেছেন। আরে, স্বর্গ তো আসছে ভবিষ্যতে ; তাহলে কেউ স্বর্গে গেছে কিভাবে। কাউকে বোঝানো খুব সহজ কাজ। এবার বাবা প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছেন, লেখা তো বাচ্চাদের কাজ। ধারণ হয়ে থাকলে লিখবে নিশ্চয়ই। মুখ্য কথা বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে - নিজেকে আত্মা মনে করো, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তো খুশীর সীমা ছিল না। এখন তমোপ্রধান হয়েছি। কতখানি সহজ। পয়েন্টস তো বাবা শোনাতেই থাকেন। অতএব ভালো করে বসে বোঝাতে হবে। বিশ্বাস না করলে বুঝে নিতে হবে এরা আমাদের বংশের নয়। পড়াশোনায় দিন দিন এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যাবে না। দৈবী গুণের পরিবর্তে আসুরিক গুণ ধারণ করা - এটাই হলো পিছিয়ে যাওয়া। বাবা বলেন বিকার গুলি ত্যাগ করতে থাকো, দৈবী গুণ ধারণ করো। খুব হালকা থাকতে হবে। এই শরীরটি হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ, একে ছাড়তে হবে। আমাদের তো এখন ঘরে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে সুন্দর সুন্দর ফুলে (গুল-গুল) পরিণত হবে না। অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি সার্ভিস করেছো? তোমরা কখনও কোর্টে যাও নি। ব্রহ্মা বাবা সবকিছু দেখেছেন, কিভাবে তারা চোর ধরে, তারপরে কেস চলে। ঠিক সেইরকম সেখানে তোমাদেরকেও সব সাক্ষাৎকার করানো হবে। দন্ড ভোগ করে পাই পয়সার পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। টিচারের তো দয়া হয়, তাই না। এরা ফেল হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার এই সাক্ষেপটি হলো সবচেয়ে ভালো, যার দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। বাবা আমাদের পড়ান। এই কথাটি স্মরণ করতে করতে চক্র পরিক্রমা করা উচিত। স্টুডেন্ট, টিচারকে স্মরণও করে আর বুদ্ধিতে পড়াটাও থাকে। টিচারের সঙ্গে যোগ তো নিশ্চয়ই থাকবে, তাইনা। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত - আমরা সব আত্মা ভাইদের একজনই টিচার, তিনি হলেন সুপ্রিম টিচার। ভবিষ্যতে অনেকে জানবে - অহো প্রভু তোমার লীলা... মহিমা বর্ণনা করতে করতে মরে যাবে কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হবে না। দেহ-অভিমাণে এসে উল্টো কাজ করে। দেহী-অভিমাত্রী হলে ভালো কাজ করবে। বাবা বলেন এখন তোমাদের হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। ফিরে যেতেই হবে। হিসেব নিকেশ মিটিয়ে সবাইকে যেতে হবে। কেউ যেতে চাক বা না চাক, ফিরে যেতে হবেই। এইরকম একটা দিন আসবে যেদিন এই দুনিয়াটা অনেক খালি হয়ে যাবে। শুধু ভারত থেকে যাবে। অর্ধকল্প শুধু ভারত ভূ খন্ড থাকবে সুতরাং দুনিয়া কত খালি হয়ে যাবে। এমন চিন্তন কারো বুদ্ধিতে থাকবে না তোমাদের ছাড়া। তখন তো তোমাদের কেউ শত্রু থাকবে না। শত্রু আসে কেন? ধনের লোভে। ভারতে এত মুসলমান ও ইংরেজ এসেছে কেন? ধন সম্পদ দেখেছে। ধন সম্পদ তো অনেক ছিল, এখন আর নেই, তাই এখন আর কেউ নেই। ধন সম্পদ নিয়ে খালি করে গেছে। মানুষ এইসব জানে না। বাবা বলেন, ধন সম্পদ তো তোমরা নিজেরা শেষ করেছ, ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী। তোমাদের নিশ্চয় রয়েছে যে, আমরা অসীম জগতের বাবার কাছে এসেছি। কখনোই অন্য কারো এই চিন্তন আসবে না যে, এটা হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে পড়াশোনার চিন্তন করতে হবে। যে কোনও কাজ করাকালীন বুদ্ধিতে সর্বদা যেন জ্ঞান বিন্দু টপটপ করে পড়তে থাকে। এ হলো দ্য বেস্ট পড়াশোনা, যে পাঠ পড়ে ডবল ক্রাউন হতে হবে।

২) অভ্যাস করতে হবে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। দেহ-অভিমাণে এলেই উল্টো কর্ম হয়, তাই যতটা সম্ভব দেহী-অভিমাত্রী হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সত্যতার শক্তির দ্বারা সদা খুশীতে নাচতে থাকা শক্তিশালী মহান আত্মা ভব
বলা হয় যে, সত্য যেখানে আত্মা নাচবে সেখানে (“সচ তো বিঠো নাচ”)। সাক্ষা অর্থাৎ সত্যতার শক্তিতে ভরপুর আত্মারা সদা নাচতে থাকে, তারা কখনও বিমিয়ে পড়ে না, দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, ঘাবড়ে যায় না, দুর্বল হয় না। তারা খুশীতে সদা নাচতে থাকে, শক্তিশালী হয়। তাদের মধ্যে মোকাবিলা করার শক্তি থাকে, সত্যতা কখনও দোদুল্যমান হয় না, অনড় হয়। সত্যের নৌকা দুলতে থাকে কিন্তু ডুবে যায় না। তাই

সত্যতার শক্তিকে ধারণ করা আত্মারাই হলো মহান।

স্লোগান:- ব্যস্ত মন-বুদ্ধিকে সেকেন্ডে স্টপ করে নেওয়াই হলো সর্ব শ্রেষ্ঠ অভ্যাস।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিশ্চল (numb) অবস্থা অর্থাৎ এখন হলো অশরীরী হওয়ার সময়, এই অবস্থায় থাকার অভ্যাস করো"

*প্রশ্নঃ - সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য কোনটি, সেটা কি ভাবে প্রাপ্ত করা যাবে?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ সিভিলাইজড হওয়া, এটাই হলো উচ্চ লক্ষ্য। কর্মেন্দ্রীয়তে একটুও যেন চঞ্চলতা না আসে, তবেই সম্পূর্ণ সিভিলাইজড হবে। যখন এইরকম অবস্থা হবে, তখন বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হতে পারে। কথায় বলে - চড়লেই চাখবে বৈকুণ্ঠ রস... অর্থাৎ রাজার রাজা হবে, নয়তো প্রজা। এখন নিরীক্ষণ করো আমার বৃত্তি কেমন? কোনো ভুল হয় না তো?

ওম্ শান্তি । আত্ম-অভিমानी হয়ে বসতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন বাবা অলরাউন্ডার দাদীকে (সর্ব কার্যে পারদর্শী গুলজার দাদীর লৌকিক মা) জিজ্ঞাসা করছেন সত্যযুগে আত্ম-অভিমानी হয়, না দেহ-অভিমानी? সেখানে তো অটোমেটিক্যালি আত্ম-অভিমानी থাকে, ক্ষণে-ক্ষণে স্মরণ করার দরকার হয় না। হ্যাঁ, সেখানে এটা মনে করে যে এখন এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এখন এটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় নতুন শরীর নিতে হবে। যে রকম সর্পের উদাহরণ রয়েছে, সেইরকম আত্মাও পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন গ্রহণ করে। ভগবান উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। সব মানুষকে তোমাদের জ্ঞানের ভোঁ-ভোঁ করে তাদেরকেও নিজেদের মতো জ্ঞানবান বানাতে হবে। যার দ্বারা পরিস্থানী নির্বিকারী দেবতায় পরিণত হবে। উচ্চ থেকেও উচ্চ পড়াশোনা হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। গাওয়াও হয় - মানুষ থেকে দেবতা বানাতে বেশি সময় লাগে না... কে বানিয়েছে? দেবতার করণি। ভগবানই মানুষকে দেবতা রূপে গড়ে তোলে। মানুষ এ'কথা জানে না। সব জায়গায় তোমাদের জিজ্ঞাসা করে - আপনাদের এইম-অবজেক্ট (লক্ষ্য) কি? তবে কেন এইম-অবজেক্ট কি সেটা লিখে ছোট প্রচারপত্র (পর্চা) ছাপাও না। যে-ই জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাকে পর্চা দিয়ে দাও, যাতে বুঝতে পারে যায়। বাবা খুব ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন- এই সময় এটা হলো কলিযুগী পতিত দুনিয়া, যেখানে বিশাল অপরমপার দুঃখ আছে। এখন আমরা মানুষকে সত্যযুগী পবিত্র মহান সুখধামে নিয়ে যাওয়ার সার্ভিস করছি বা রাস্তা বলে দিচ্ছি। এরকম নয় যে আমরা অদ্বৈত নলেজ বা জ্ঞান দিই। তারা শাস্ত্রের নলেজকে অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত নলেজ বলে মনে করে। বাস্তবে সেটা কোনো অদ্বৈত নলেজই না। অদ্বৈত নলেজ লেখাটাও হলো রঙ বা ভুল। মানুষকে ক্লিয়ার করে বলতে হবে, এরকম লেখা ছাপানো হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে যে এদের উদ্দেশ্য কি? কলিযুগী পতিত ব্রষ্টাচারী মানুষদের আমরা অপার দুঃখ থেকে বের করে সত্যযুগী পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী অপার সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যাই। বাবা বাচ্চাদের নিবন্ধ লিখতে দেন। ঐরকম ক্লিয়ার করে লিখতে হবে। সব জায়গায় তোমাদের এরকম লেখা রেখে দাও, তাড়াতাড়ি সেটা বের করে দিতে হবে, তখন বুঝবে আমরা তো দুঃখ ধামে আছি। নোংরায় পড়ে আছি। কোনো মানুষ কি আর বুঝতে পারে যে আমরা হলাম কলিযুগী পতিত দুঃখ ধামের মানুষ ! এটা আমাদের অপার সুখে নিয়ে যায়। তাই একরকম সুন্দর প্রচারপত্র (পর্চা) তৈরী করতে হবে। যেরকম বাবাও ছাপিয়ে ছিলেন - তুমি কী সত্যযুগী আত্মা, না কলিযুগী? কিন্তু মানুষ কি আর বুঝতে পারে! রক্তকেও পাথর মনে করে ছুঁড়ে ফেলে। এ হলো জ্ঞান রক্ত। তারা মনে করে শাস্ত্রের মধ্যে রক্ত আছে। তোমরা ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে এরকম বলো যে এখানে তো অপার দুঃখ আছে। দুঃখেরও লিস্ট আছে, কম করেও ১০১ তো অবশ্যই আছে। এই দুঃখধামে অপার দুঃখ আছে, এ সব লেখো, সমস্ত লিস্ট বের করো। অপরদিকে আবার অপার সুখ, সেখানে দুঃখের নাম থাকে না। আমরা সেই রাজ্য বা সুখধাম স্থাপন করছি, যাতে মানুষের মুখ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এটা কেউ কি আর বোঝে যে, এই সময় হল দুঃখধাম, একে তো তারা স্বর্গ মনে করে বসে আছে। বড়-বড় প্রাসাদোপম বাড়ি, নতুন নতুন মন্দির ইত্যাদি তৈরী করতে থাকে, এটা কি আর জানে যে এ সব বিনাশ হয়ে যাবে? টাকা পয়সা তো অনেক পাওয়া যায় উৎকোচ হিসেবে। বাবা বুঝিয়েছেন এই সবই হলো মায়ার আত্মপ্রদর্শন আর সায়েন্সের দৃষ্ট। মোটর, এয়ারোপ্লেন ইত্যাদি এই সব হলো মায়ার শো। এরও কায়দা আছে, যখন বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন তো মায়াও তার জাঁকজমক দেখায়, একে বলা হয় মায়ার পম্প (জৌলুস) ।

এখন তোমরা বাচ্চারা সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপন করছো। যদি কোথাও মায়ার প্রবেশ ঘটে তো বাচ্চাদের অন্তর্মনে দংশন হতে থাকে। যখন কেউ কারোর নাম-রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তো বাবা বোঝান, এটা হলো ক্রিমিনাল আই। কলিযুগে হলো ক্রিমিনালাইজেশন। সত্যযুগে হলো সিভিলাইজেশন (সিভিল + আই) এই দেবতাদের সামনে সকলে মাথা নত করে, তুমি নির্বিকারী আমি বিকারী - সেইজন্য বাবা বলেন, প্রত্যেকে নিজের অবস্থাকে দেখো। বড়-বড় ভালো ভালো মহারথী

নিজেকে দেখে আমার বুদ্ধি কারোর নাম-রূপের দিকে যাচ্ছে না তো? অমুকে খুব ভালো, এই এই করে - নিজের ভিতরে কি কিছু মনে হয়? বাবা এটা তো জানেন, এই সময় সম্পূর্ণ সিভিলাইজড কেউ নেই। একটুও যাতে চঞ্চলতা না আসে, পরিশ্রম অনেক। বিরলই কেউ এইরকম হয়। চোখ কিছু না কিছু ধোঁকা অবশ্যই দেয়। ড্রামা কাউকেই তাড়াতাড়ি সিভিলাইজড করে না। প্রচন্ড পুরুষার্থ করে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে - আমার চোখ কোথাও ধোঁকা দিচ্ছে না তো? বিশ্বের মালিক হওয়া হলো অনেক উঁচু লক্ষ্য। চড়লেই চাখবে বৈকুণ্ঠ রস... অর্থাৎ রাজার রাজা হবে, নীচে নামলে পদ প্রজাতে চলে যাবে। বর্তমানের এই দুনিয়াকে তো বলা হবে বিকারী দুনিয়া। যদিও অনেক বড় লোক রয়েছে, এই যে রাণী রয়েছে, তার মধ্যেও ভয় রয়েছে যে কেউ কোথাও আমাকে উড়িয়ে দেবে না তো। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অশান্তি রয়েছে। কোনো-কোনো বাচ্চাও কতো অশান্তি ছড়ায়। তোমরা শান্তি স্থাপন করছো, তাই প্রথমে নিজে শান্তিতে থাকো, তবেই দ্বিতীয় কারোর মধ্যে সেই বল ভরতে পারবে। সেখানে (সত্যযুগে) তো বড় শান্তির রাজ্য চলে। চোখ সিভিল হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন নিজেকে নিরীক্ষণ করো - আজ আমার আত্মার বৃত্তি কেমন ছিলো? এতে অনেক পরিশ্রম হয়। নিজেকে সামলে রাখতে হয়। অসীম জগতের বাবাকেও কখনো সত্যি বলে না। পদে-পদে ভুল হতেই থাকে। সামান্যতমও সেই ক্রিমিনাল দৃষ্টিতে দেখেছো, ভুল হয়েছে, তো তাড়াতাড়ি নোট করো। ১০-২০ টা ভুল তো রোজ করে থাকবে, যতক্ষণ অভুল হবে। কিন্তু সত্যি কি আর কেউ বলে। দেহ-অভিমানী হয়ে কিছু না কিছু পাপ অবশ্যই হবে। সেটা ভিতরে দংশন করতে থাকবে। কেউ তো বোঝেই না ভুল কাকে বলে। জানোয়ার বোঝে কি আর! তোমরাও এই জ্ঞান-প্রাপ্তির আগে বানর-বুদ্ধির ছিলে। এখন কেউ ৫০ পারসেন্ট, কেউ ১০ পারসেন্ট কেউ পরিবর্তিত হয়েছে অন্যান্য পারসেন্টেজে। এই চোখ তো খুব ধোঁকা দেওয়ার মতো। সবথেকে তীক্ষ্ণ হলো চোখ।

বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী এসেছিলে। শরীর ছিল না। এখন তোমাদের কি জানা আছে যে, দ্বিতীয় কোন্ শরীরটা নেবে, কোন্ সম্বন্ধে যাবে? জানতে পারা যায় না। গর্ভে একদম নিশ্চল (numb) থাকে। আত্মা একেবারেই নিশ্চল হয়ে যায়। যখন শরীর বড় হয় তখন বুঝতে পারা যায়। তোমাদের এইরকম হয়ে যেতে হবে। ব্যস্, এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমাকে যেতে হবে, আবার যখন শরীর নেবো তো স্বর্গে নিজের ভূমিকা পালন করব। এখন নির্বাণ হওয়ার সময়। যদিও আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়, যখন শরীর বড় হয় তখন সংস্কার ইমার্জ হয়। এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে এই জন্য পুরানো দুনিয়ার, এই শরীরের ভাব উড়িয়ে দিতে হবে। কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। খুব শুদ্ধতা রাখতে হবে। ভিতরে যা হবে সেটাই বাইরে বের হবে। শিববাবার ভিতরেও জ্ঞান আছে, আমারও (ব্রহ্মা বাবার) পাট আছে। আমার জন্যই বলে জ্ঞানের সাগর...মহিমা গীত গায়, অর্থ কিছুই জানে না। এখন তোমরা অর্থ সমেত জানো। তবে আত্মার বুদ্ধি ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূল্যহীন) হয়ে যায়। এখন বাবা কতো বুদ্ধিমান করে তোলেন। মানুষের কাছে তো কোটি, লক্ষ কোটি আছে। এটা যে মায়ার জৌলুস। সায়েন্সের যা নিজের কাজের জিনিস, সেটা সেখানেও থাকবে। সেসব যারা তৈরী করবে তারা সেখানেও যাবে। রাজা তো হবে না। এরা শেষে তোমাদের কাছে আসবে আবার অন্যদেরও শেখাবে। এক বাবার থেকে তোমরা কতো শেখো। এক বাবা-ই দুনিয়াকে কি থেকে কি তৈরী করে দেন। ইনভেনশন সর্বদা একটার পর একটা বের হতে থাকে, তারপর তা কার্যকারী হয়। বস্বস্ তৈরী করার জন্যও প্রথমে একটাই ছিলো। সে মনে করল এতে দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর আরো তৈরী করলো। সেখানেও তো সায়েন্সের দরকার যে। টাইম পড়ে আছে, শিখে নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। বাবার পরিচয় পাওয়া গেছে, এরপর স্বর্গে এসে চাকর হবে। সেখানে সব সুখের ব্যাপার হয়। যা সুখধামে ছিলো সেটা আবার হবে। সেখানে কোনো রোগ বা দুঃখের ব্যাপার নেই। এখানে তো অপরম্ অপার দুঃখ। সেখানে হলো অপরম্ অপার সুখ। এখন আমরা এটা স্থাপন করছি। দুঃখমোচনকারী, সুখদাতা এক বাবা-ই হন। প্রথমে তো নিজেরও এরকম অবস্থা চাই, শুধু মাত্র পন্ডিতির দরকার নেই। এরকম এক পন্ডিতির গল্প আছে, সে বলেছিলো রাম নাম করে পার হয়ে যাবে - এ হলো এই সময়ের কথা। তোমরা বাবাকে স্মরণ করে বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে চলে যাও। বাচ্চারা, এক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা খুব ভালো হওয়ার দরকার। যোগবল না থাকলে, ক্রিমিনাল আইজ হলে তার তীর লাগতে পারে না। চোখ সিভিল চাই। বাবার স্মরণে থেকে কাউকে জ্ঞান দিলে তবে তীর লেগে যাবে। জ্ঞান-তলোয়ারে যোগের ধার চাই। নলেজ থেকে সম্পদের উপার্জন হয়। শক্তি হলো স্মরণের। অনেক বাচ্চা তো একদম স্মরণ করেই না, জানেই না। বাবা বলেন মানুষকে বোঝাতে হবে এটা হলো দুঃখধাম, সত্যযুগ হলো সুখধাম। কলিযুগে সুখের নাম নেই। যদি থাকেও তবে সেটা কাক-বিষ্ঠা তুল্য। সত্যযুগে তো অপার সুখ আছে। মানুষ অর্থ বোঝে না। মুক্তির জন্যই মাথা ঠোকে। জীবনমুক্তির কথা তো কেউ জানেই না। তবে কি করে জ্ঞান দিতে পারা যাবে। সেটা আসেই রজোপ্রধান সময়ে, আবার তবে রাজযোগ কি ভাবে শেখাবে। এখানে তো সুখ হলো কাক-বিষ্ঠা সমান। রাজযোগের দ্বারা কি হয়েছিলো- এটাও জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো এও সব ড্রামাই চলছে। সংবাদ পত্রেও তোমাদের নিন্দা লেখে, এটা তো হওয়ারই। অবলাদের উপর কিরকম সব সমস্যা আসে। দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। এখন কি আর কোনো সুখ আছে। যদি অনেক বড় বিতশালী

হয়, অন্ধ হলে দুঃখ তো হবে। দুঃখের লিষ্টে সব লেখো। কলিযুগের শেষে এই সব কথা হলো রাবণ রাজ্যের। সত্যযুগে দুঃখের একটা কথাও থাকে না। সত্যযুগ তো হয়ে গেছে না। এখন হলো সঙ্গমযুগ। বাবাও সঙ্গমেই আসেন। এখন তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছরে আমরা কি কি জন্ম নিয়ে থাকি। কীভাবে সুখ থেকে দুঃখে আসি। যার সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে, ধারণা আছে, সে বুঝতে পারবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ঝুলি ভরে দেন। কথাও আছে - ধন দিলে ধন ব্যর্থ হয়ে যায় না। ধন দান করে না, হয়তো তার কাছে ধন নেই-ই। আবার প্রাপ্ত করবেও না। হিসাব আছে যে! দেবেই না তো পাবে কোথা থেকে। বৃদ্ধি হবে কোথা থেকে। এসব হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। সব ব্যাপার তো নম্বর অনুযায়ী হয়। এটাও হলো তোমাদের রুহানী (আত্মাদের) সেনা। কোনো আত্মা গিয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, কোনো আত্মা প্রজা পদ প্রাপ্ত করবে। যেরকম পূর্ব কল্পে প্রাপ্ত করেছিল। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বাপদাদা এবং মাতা-পিতার হৃদয়ের মণিদের গভীর আন্তরিকতার সাথে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) . নিজেকে ঠিক রাখতে গেলে পদে-পদে নিরীক্ষণ করতে হবে যে --

অ) আজ আমি আত্মার বৃত্তি কেমন ছিল?

আ) চোখ মিথিল ছিল?

ই) দেহ-অভিমান বশতঃ কোনো পাপ হয়েছে কী?

২) বুদ্ধিতে অবিনাশী জ্ঞান ধন ধারণ করে পুনরায় তা দান করতে হবে। জ্ঞান তলোয়ারকে স্মরণের ধার দিয়ে ধারালো করতে হবে।

বরদান:- সত্যতার অথরিটিকে ধারণ করে সকলকে আকৃষ্ট করা নির্ভয় আর বিজয়ী ভব
তোমরা বাচ্চারা হলে সত্যতার শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মা। সত্য জ্ঞান, সত্য বাবা, সত্য প্রাপ্তি, সত্য স্মরণ, সত্য গুণ, সত্য শক্তি গুলি সবই প্রাপ্ত হয়েছে। এত বড় অথরিটির নেশা থাকলে তবে এই সত্যতার অথরিটি প্রতিটি আত্মাকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। মিথ্যাখন্ডেও এইরকম সত্যতার শক্তিতে ভরপুর আত্মারা বিজয়ী হয়। সত্যতার প্রাপ্তি হলো খুশী আর নির্ভয়তা। সত্যবাদী নির্ভয় হবে। সে কখনও ভয় পায় না।

স্নোগান:- বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করার সাধন হলো - পজিটিভ সংকল্প আর শক্তিশালী বৃত্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সাহেবজাদা থেকে শাহজাদা হতে হবে, তাই স্মরণের যাত্রায় নিজের বিকর্ম ভস্ম করো"

*প্রশ্নঃ - কোন বিধিটির দ্বারা তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়?

*উত্তরঃ - তোমরা যখন তোমাদের দৃষ্টি বাবার দৃষ্টির সঙ্গে মেলাও, তো এই দৃষ্টি বিনিময়ে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়, কেননা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে সব পাপ মুক্ত হয়ে যায়। এ হলো তোমাদের স্মরণের যাত্রা। তোমরা দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো, যাতে আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায়, তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও।

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচঃ, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। বাবা নির্দেশ দেন, শিব ভগবানুবাচঃ এর অর্থই হলো, শিববাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের আত্মা জ্ঞানে বসো। কেননা তোমরা সকলেই হলে ভাই - ভাই। তোমরা একই বাবার সন্তান। তোমাদের এক বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, হুবহু যেমন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিল। তোমরা আদি সনাতন দেবী - দেবতার রাজধানীতে ছিল। বাবা বসে তোমাদের বোঝান, তোমরা কিভাবে সূর্যবংশী অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হতে পারো। আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। তোমরা সকল আত্মারাই হলে ভাই - ভাই। উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান হলেন একজনই। সেই প্রকৃত সাহেবের সন্তান, তোমরা হলে সাহেবজাদা। একথা বাবা বসেই তোমাদের বোঝান, তোমরা তাঁর শ্রীমতে চলে তাঁর সঙ্গে যদি বুদ্ধি যোগ যুক্ত করো, তাহলে তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে যখন আমাদের দৃষ্টির মিলন হয়, তখন আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। এই দৃষ্টি মিলনের অর্থও তিনি বুঝিয়ে বলেন। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এ হলো স্মরণের যাত্রা। একে যোগ অগ্নিও বলা হয়। এই যোগ অগ্নিতে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের যতো পাপ, সব ভস্ম হয়ে যাবে। এ হলো দুঃখধাম। এখানে সকলেই নরকবাসী। তোমরা অনেক পাপ করেছে, তাই একে বলা হয় রাবণ রাজ্য। সত্যযুগকে বলা হয় রামরাজ্য। তোমরা এভাবে সবাইকে বোঝাতে পারো। যত বড়ই সভা হোক না কেন, ভাষণ দেওয়াতে তোমরা সংকোচ করবে না। তোমরা তো ভগবান উবাচঃ বলতে থাকো। শিব ভগবানুবাচঃ - আমরা সকল আত্মারা তাঁর সন্তান, সকলেই ভাই - ভাই। বাকি শ্রীকৃষ্ণের কোনো সন্তান ছিল, এমন কথা বলা হবে না। না তাঁর এতো রানী ছিল। কৃষ্ণের যখন স্বয়ম্বর হয়, তখন তাঁর নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। হ্যাঁ, এমন কথা বলা হবে যে, লক্ষ্মী - নারায়ণের সন্তান ছিল। রাধা - কৃষ্ণের স্বয়ম্বরের পরে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, তখন একজন সন্তান হয়। তারপর তাঁর সাম্রাজ্য চলতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন মামেকম্ স্মরণ করতে হবে। তোমরা দেহের সব ধর্ম পরিত্যাগ করো এবং বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে স্বর্গে যাবে। স্বর্গে কোনো দুঃখ থাকে না। নরকে অর্থাৎ দুঃখ। এখানে সুখের নাম - নিশান নেই। এমন কথা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বলা উচিত। শিব ভগবানুবাচঃ - হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা এইসময় হলে পতিত, এখন তোমরা কিভাবে পবিত্র হবে? আমাকে তো ডাকাই হয়েছে - হে পতিত পাবন, এসো। পবিত্র মানুষ থাকে সত্যযুগে, আর পতিত থাকে কলিযুগে। কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হতে হবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়। এমন মহিমাও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হলাম বাবার অ্যাডপ্টেড সন্তান। আমরা হলাম ব্রাহ্মণের শিখা। বিরাট রূপও তো আছে, তাই না। প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রহ্মাও হলেন ব্রাহ্মণ। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। সত্যযুগে সদা সুখ থাকে। দুঃখের কোনো নাম থাকে না। কলিযুগে অপরম্ অপার দুঃখ, সবাই দুঃখী। এমন কেউই নেই, যার দুঃখ নেই। এ হলো রাবণ রাজ্য। এই রাবণ হল ভারতের এক নম্বর শত্রু। প্রত্যেকের মধ্যেই পাঁচ বিকার বর্তমান। সত্যযুগে কোনো বিকার থাকে না। সে হল পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম। এখন তো দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, আরো ভেঙ্গে পড়বে। এই যে এত বস্তু ইত্যাদি বানানো হয়, রেখে দেওয়ার জন্য তো নয়। অনেক রিফাইন করা হচ্ছে, এরপর রিহার্সাল হবে, তারপর ফাইনাল হবে। এখন খুব অল্প সময়ই আছে, ড্রামা তো নিজের সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণ হবে, তাই না।

সবার প্রথমে শিববাবার সম্বন্ধে জ্ঞান জ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন। কোনোকিছু ভাষণ ইত্যাদি শুরু যদি করো তখন সবসময় প্রথমে বলতে হবে - শিবায় নমঃ - কেননা শিববাবার যে মহিমা, তা আর কারোরই হতে পারে না। শিব জয়ন্তী হল হীরে তুল্য। কৃষ্ণের চরিত্র বা কর্তব্যের বিষয়ে তেমন কিছুই নেই। সত্যযুগে তো ছোটো বাচ্চারাও সতোপ্রধানই হয়। বাচ্চাদের

মধ্যে কোনো প্রকারের চঞ্চলতা ইত্যাদি থাকে না। কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয় - মাখন খেতো, এই করতো, ওই করতো, এ তো মহিমার পরিবর্তে গ্লানি করে। ওরা কতো আনন্দের সাথে বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তোমার মধ্যেও আছে, আমার মধ্যেও আছে। এ অনেক বড় গ্লানি, কিন্তু তমোপ্রধান মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না। তাই প্রথমদিকে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত - সেই নিরাকার বাবা, যাঁর নামই হলো কল্যাণকারী শিব, তিনি সকলের সদগতিদাতা। সেই নিরাকার বাবা সুখের সাগর, শান্তির সাগর। এখন এত দুঃখ কেন? কেননা, এ হলো রাবণ রাজ্য। রাবণ হলো সকলের শত্রু, তাকে মারাও হয় কিন্তু মরে না। এখানে কোনো একটা দুঃখ নেই, এখানে অপরম্ অপার দুঃখ। সত্যযুগে হলো অপরম্ অপার সুখ। তোমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছিলে আর এই অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে নিয়েছিলে। শিববাবা তো অবশ্যই আসেন, আর তিনি এসে কিছু তো করেন, তাই না। তিনি তো সঠিকই করেন, তাই তো তাঁর মহিমা করা হয়। শিবরাত্রি বলা হয়, এরপর কৃষ্ণের রাত্রি। এখন এই শিবরাত্রি আর কৃষ্ণের রাত্তিকেও বোঝা উচিত। শিব তো আসেনই অসীম জগতের অজ্ঞান রূপী অন্ধকার রাতে। কৃষ্ণের জন্ম অমৃতবেলায় হয়, নাকি রাত্তিতে? শিবের রাত্রি পালন করা হয় কিন্তু তার কোনো তিথি - তারিখ নেই। কৃষ্ণের জন্ম হয় অমৃতবেলায়। অমৃতবেলাকে সবথেকে শুভ মুহূর্ত মনে করা হয়। ওরা কৃষ্ণের জন্ম তো রাত ১২ টায় বলে কিন্তু সেইসময় তো সেই প্রভাব আসে না। প্রভাব হয় ভোর ২ - ৩ টের সময় যখন স্মরণও করা যেতে পারে। রাত ১২ টায় কেউ বিকার থেকে উঠে ভগবানের নাম নেবেই না, একদমই না। রাত ১২ টাকে অমৃতবেলা বলা হয় না। ওইসময় তো মানুষ পতিত হয়। সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলই খারাপ থাকে। আড়াইটের সময়ও কেউই ওঠে না। ৩ টের থেকে ৪ টের সময় অমৃতবেলা হয়। সেই সময় বসে মানুষ ভক্তি করে, এই সময় তো মানুষই বানিয়েছে, কিন্তু ওই সময় কোনো সময় নয়। তাহলে তোমরা কৃষ্ণের সময় বের করতে পারো। শিবের সময় কিন্তু কিছুই বের করতে পারো না। এ তো তিনি নিজে এসেই বোঝান। তাই প্রথমে শিববাবার মহিমা করা হয়। গীত পরের দিকে নয়, প্রথমে বাজানো উচিত। শিববাবা হলেন সবথেকে মিষ্টি বাবা, তাঁর থেকে এই অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম যুবরাজ ছিলেন। সেখানে অপরম্ অপার সুখ ছিলো। এখনও সবাই স্বর্গের মহিমা করে। কেউ মারা গেলে সবাই বলে, উনি স্বর্গে গেছেন। আরে, এখন তো নরক। স্বর্গ থাকলে তো স্বর্গে পুনর্জন্ম নেবে।

এ কথা বোঝা উচিত যে, আমাদের কাছে তো এতো বছরের অনুভব আছে, ওরা তো কেবল ১৫ মিনিটেই সবকিছু বুঝতে পারবে না, এতে তো সময়ের প্রয়োজন। প্রথমে তো এক সেকেন্ডের কথা শোনানো হয়, অসীম জগতের পিতা, যিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়। তিনি আমাদের সকল আত্মাদের বাবা। আমরা বি.কেরা সব শিববাবার শ্রীমতে চলি। বাবা বলেন যে, তোমরা সব ভাই - ভাই, আমি তোমাদের বাবা। আমি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলাম, তাই তো তোমরা শিব জয়ন্তী পালন করো। স্বর্গে কিছুই পালন করা হয় না। শিব জয়ন্তী হয়, ভক্তিমার্গে যার স্মরণ করা হয়। এখন গীতা এপিসোড চলছে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে ব্রহ্মার দ্বারা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে শঙ্কর দ্বারা। এখন এই পুরানো দুনিয়ার বায়ুমণ্ডল তো তোমরা দেখছো, এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হতে হবে, তাই বলতে থাকে, আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। এখানে অত্যন্ত দুঃখ - লড়াই, মৃত্যু, বৈধব্য, জীবঘাত করা....। সত্যযুগে তো অপার সুখের রাজ্য ছিল। এই এইম অবজেক্টের চিত্র তো অবশ্যই ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন। বাবা পাঁচ হাজার বছরের কথা শোনান - কিভাবে এনারা এমন জন্ম পেয়েছিলেন? এনারা কোন্ কর্ম করেছিলেন যে, এমন হয়েছিলেন? কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি বাবাই বুঝিয়ে বলেন। সত্যযুগে কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। এখানে তো রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, তাই একে পাপাত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। দেওয়া - নেওয়াও এখানে পাপাত্মাদেরই সঙ্গে। গর্ভবতী অবস্থায় বিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের দৃষ্টি কতো অপরাধের। এখানে সকলের দৃষ্টিতেই অপরাধ। সত্যযুগকে বলা হয় সভ্য জগৎ। এখানে দৃষ্টি অনেক পাপ কাজ করে ফেলে। ওখানে কেউই পাপ করে না। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এ কথা তো জানা উচিত, তাই না। দুঃখধাম, সুখধাম কেন বলা হয়? সমস্ত কিছুই নির্ভর করে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপর। তাই বাবা বলেন, কাম হল মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলে তোমরা জগৎজিত হতে পারবে। অর্ধেক কল্প ছিল পবিত্র দুনিয়া, যেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতারা ছিলেন। এখন তো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। একদিকে বলে, এ হলো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, আবার তারা সবাইকে শ্রী - শ্রী বলতে থাকে, যারা আসে তারাই বলে দেয়। এ সবই বুঝতে হবে। এখন তো মৃত্যু সামনে উপস্থিত। বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই পাপ মুক্ত হবে। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সুখধামের মালিক হয়ে যাবে। এখন তো দুঃখই। যতই ওরা কনফারেন্স করুক, সংগঠন করুক, কিন্তু এতে কিছুই হবে না। সিঁড়ি অবতরণের পথে নামতেই থাকে। বাবা তাঁর নিজের কার্য বাচ্চাদের দ্বারা করছেন। তোমরা আমাকে ডেকেছিলে, হে পতিত পাবন এসো, তাই আমি আমার সময় মতো এসেছি। "যদা যদাহি ধর্মস্য..." এর অর্থও কেউ জানে না। যখন

বাবাকে ডাকে, তখন অবশ্যই নিজে পতিত। বাবা বলেন যে, রাবণ তোমাদের পতিত বানিয়েছে, এখন আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি। সেই দুনিয়া ছিল পবিত্র। এখন হল পতিত দুনিয়া। সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকারের উপস্থিতি, অপরম্ অপার দুঃখ। চারিদিকে অশান্তি আর অশান্তি। তোমরা যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান, পাপাত্মা হয়ে যাও, আমি তখন আসি। যারা আমাকে সর্বব্যাপী বলে আমার অপকার করে, আমি এমন লোকেদেরও উপকার করতে আসি। আমাকে তোমরা নিমন্ত্রণ জানাও যে, এই পতিত রাবণের দুনিয়ায় এসো। পতিত শরীরে এসো। আমারও তো রথের প্রয়োজন, তাই না। পবিত্র রথের তো প্রয়োজন নেই। রাবণ রাজ্যে সবাই হলো পতিত। কেউই পবিত্র নেই। সকলের জন্ম বিকারের মাধ্যমেই হয়। এ হলো ভিশস ওয়ার্ল্ড (বিকারী দুনিয়া), সে হলো ভাইসলেস (নির্বিকারী)। এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কিভাবে হবে? আমিই তো পতিত - পাবন। তোমরা আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হও, ভারতের প্রাচীন রাজযোগ হলো এটাই। তিনি তো অবশ্যই গৃহস্থ মাগেই আসবেন। তিনি কতো ওয়ান্ডারফুল ভাবে আসেন, তিনি বাবাও, আবার মা-ও, কারণ অমৃত নির্গত হওয়ার জন্য গোমুখের তো প্রয়োজন। তাই ইনি মাতা - পিতা, আবার মায়েদের সামলানোর জন্য সরস্বতীকে প্রধান রেখেছেন, তাঁকে বলা হয় জগদম্বা। কালী মাতা বলা হয়। এমন কালো কোনো শরীর হয় কি! কৃষ্ণকে কালো করে দিয়েছে, কেননা তিনি কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছেন। কৃষ্ণই অসুন্দর (কালো) থেকে আবার সুন্দর হন। এইসব কথা বোঝার জন্যও সময়ের প্রয়োজন। কোটিতে কয়েকজন, কয়েকজনের মধ্যেও আবার সমান্য কয়েকজনের বুদ্ধিতে এইকথা বসবে। কেননা সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকার বিদ্যমান। তোমরা এইকথা সভাতেও বুঝিয়ে বলতে পারো, কেননা তোমাদের প্রত্যেকেরই বলার অধিকার আছে, এমন সুযোগ কাজে লাগানো উচিত। অফিসিয়াল সভাতে কেউ মাঝখানে কোনো প্রশ্ন করে না। শুনতে না চাইলে শান্তির সঙ্গে চলে যাও, কোনো আওয়াজ করো না। তোমরা এমনভাবে বসে বোঝাও - এখন তো অপার দুঃখ। আরো দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। আমরা বাবাকে আর তাঁর রচনাকে জানি। তোমরা তো কারোরই কর্তব্য সম্বন্ধে জানো না, বাবা ভারতকে কিভাবে এবং কবে প্যারাডাইস বানিয়েছিলেন - একথা তোমরা জানো না, এসো আমরা বুঝিয়ে বলি। ৮৪ জন্ম গ্রহণ কীভাবে করে? তোমরা সাত দিনের কোর্স করো, তাহলে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা বানিয়ে দেবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গুহ্য গতি যা বুঝিয়েছেন, সেই কথা বুদ্ধিতে রেখে এখন পাপাত্মাদের সঙ্গে কোনও প্রকারের লেন-দেন করবে না।

২) শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। দুঃখধামকে সুখধাম বানানোর জন্য পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ক্রিমিনাল দৃষ্টি পরিবর্তন করতে হবে।

বরদানঃ:- নলেজফুল হয়ে সকল ব্যর্থের প্রশ্নগুলিকে যন্তে স্বাহা করে নির্বিল্ল ভব যখন কোনো বিল্ল আসে তখন কী-কেন র প্রশ্নে চলে যাও তোমরা, প্রশ্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ হয়রান হওয়া। নলেজফুল হয়ে যন্তে সকল ব্যর্থ প্রশ্নগুলিকে স্বাহা করে দাও, তবে তোমাদেরও টাইম বাঁচবে আর অন্যদেরও টাইম বেচে যাবে। এর দ্বারা সহজেই নির্বিল্ল হয়ে যাবে। নিশ্চয় আর বিজয় হলো জন্মসিদ্ধ অধিকার - এই নেশায় থাকো তাহলে কখনও হয়রান হবে না।

স্লোগানঃ:- সদা উৎসাহে থাকা আর অন্যদেরকে উৎসাহ দেওয়া - এটাই হলো তোমাদের অক্যুপেশন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- রাখীবন্ধন উৎসব হলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার উৎসব, যা সঙ্গমযুগ থেকেই শুরু হয়, তোমরা এখন পবিত্র হওয়ার এবং বানানোর প্রতিজ্ঞা করে থাকো"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের সর্ব কার্য কিসের আধারে সফল হতে পারে? নামের মহিমা-কীর্তন কিভাবে হবে?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের বল এর সাথে যোগের বল থাকলে, তখন সকলেই নিজেদের সব কাজ নিজের থেকেই করতে তৈরী হয়ে যায়। যোগ হলো অতি গুপ্ত, এর দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। যোগযুক্ত হয়ে যদি বোঝাও তবে সংবাদপত্রগুলো নিজের থেকেই তোমাদের সংবাদ ছাপবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তোমাদের নামের মহিমা-কীর্তিত হবে, এদের দ্বারাই অনেকে সংবাদ পাবে।

ওম্ শান্তি । আজ রাখীবন্ধনে বাচ্চাদের বাবা বোঝান। কারণ এখন সমীপে রয়েছেন। বাচ্চারা রাখী বাঁধার জন্য যায়। যে সকল জিনিস পূর্বে হয়ে গেছে সেগুলিরই উৎসব পালিত হয়। বাচ্চারা, এ তো জানে যে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই প্রতিজ্ঞাপত্র লেখানো হয়েছিল, যার অনেক নামকরণও হয়েছিল। এ হলো পবিত্রতার চিহ্ন। সকলকে বলতে হবে পবিত্র হওয়ার জন্য রাখী বাঁধো। এও জানো যে, পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগের আদি থেকে শুরু হয়। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ থেকেই রাখী উৎসব শুরু হয়, যা পুনরায় পালিত হবে যখন ভক্তি শুরু হবে, একেই বলা হয় অনাদি উৎসব। সেও কবে থেকে শুরু হয়? ভক্তিমার্গ থেকে, কারণ সত্যযুগে এইসব উৎসব ইত্যাদি তো হয়ই না। এসব পালিত হয় এখানে। এই সমস্ত উৎসব ইত্যাদি সঙ্গমেই পালিত হয়, সেটাই পুনরায় ভক্তিমার্গ থেকে শুরু হয়। সত্যযুগে কোনো উৎসব হয় না। তোমরা বলবে যে, দীপমালা (দীপাবলী) হবে? না। সেও এখানেই পালন করা হয়, ওখানে হওয়া উচিত নয়। যা এখানে পালন করা হয় তা ওখানে পালন করা যায় না। এসবই হলো কলিযুগের উৎসব। রাখীবন্ধন পালিত হয়, এখন একথা কিভাবে জানা যাবে যে, রাখী কেন পালিত হয়? তোমরা সবাইকে রাখী বাঁধো, আর বলা পবিত্র হও। কারণ এখন পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। ত্রিমূর্তির চিত্রেও লেখা থাকে - ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হয়, তাই পবিত্র বানানোর জন্য রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এখন হলো জ্ঞানমার্গের সময়। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, যদি কেউ ভক্তির কোনো কথা শোনায়, তবে তাদের বোঝান উচিত যে, আমরা এখন জ্ঞানমার্গে রয়েছি। ভগবান অদ্বিতীয়, জ্ঞানের সাগর, যিনি সমগ্র দুনিয়াকে নির্বিকারী বানান। ভারত নির্বিকারী ছিল, তখন সমগ্র দুনিয়াই নির্বিকারী ছিল। ভারতকে ভাইসলেস বানালে সমগ্র দুনিয়াই ভাইসলেস হয়ে যায়। ভারতকে ওয়ার্ল্ড বলা যাবে না। ভারত তো সমগ্র দুনিয়ার এক অংশ বিশেষ মাত্র। বাচ্চারা জানে, নতুন দুনিয়ায় শুধুমাত্র এক ভারত-ভূখন্ডই থাকে। ভারত-ভূখন্ডে অবশ্যই মনুষ্যও থাকবে। ভারত সত্যখন্ড ছিল, সৃষ্টির আদিতে দেবতা ধর্মই ছিল, তাকেই বলা হত নির্বিকারী পবিত্র ধর্ম, যার এখন ৫ হাজার বর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই পুরানো দুনিয়ার আর অল্পদিন বাকি রয়েছে। নির্বিকারী হতে কতদিন সময় লাগে? সময় তো লাগেই। এখানে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। এ হলো সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব। প্রতিজ্ঞা করা উচিত - বাবা, আমরা পবিত্র তো অবশ্যই হবো। এই উৎসব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ - একথা বোঝানো উচিত । সকলে আহ্বান (ডাকে) করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, কিন্তু একথা বললেও বুদ্ধিতে পরমপিতা আসে না। তোমরা জানো, পরমপিতা পরমাত্মা আসেন জীবাত্মাদের জ্ঞান প্রদান করতে। আত্মা-পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল... এই মিলন মেলা এই সঙ্গমযুগেই হয়। কুম্ভমেলাও একেই বলা হয়, যা ৫ হাজার বছর পরে এই একবারই হয়। জলে স্নান (গঙ্গাস্নানের) করার উৎসব তো অনেকবার পালন করেছে, ওটা ছিল ভক্তিমার্গ। এ হলো জ্ঞানমার্গ। সঙ্গম-কেও কুম্ভ বলা হয়। বাস্তবে তিনটি নদী নেই, জলবাহিত নদী গুপ্ত কিভাবে হতে পারে! তোমাদের এই গীতা হল গুপ্ত । তাই একথা বোঝান হয় যে, তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব নাও, এরমধ্যে নৃত্য-গীত ইত্যাদি করার মতো কিছু নেই। ভক্তিমার্গ তো আধাকল্প পূর্ণমাত্রায় চলে, আর এই জ্ঞানমার্গ চলে এক জীবন। পরবর্তী দুই যুগে জ্ঞান থাকে না, থাকে জ্ঞানের প্রালব্ধ (ফলভোগ)। ভক্তি তো দ্বাপর-কলিযুগ থেকেই চলে আসছে। জ্ঞান শুধু একবারই পাওয়া যায় আর তারপর তার প্রাপ্তি ভোগ চলে ২১ জন্ম পর্যন্ত। এখন তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে। পূর্বে তোমরা অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে। এখন রাখীবন্ধনে ব্রাহ্মণেরা রাখী পড়ায়। তোমরাও ব্রাহ্মণ। ওরা হলো গর্ভজাত ব্রাহ্মণ-বংশীয়, তোমরা হলে (ব্রহ্মার) মুখ-বংশীয়। ভক্তিমার্গে কত অন্ধশ্রদ্ধা রয়েছে। পাঁকে আটকে পড়েছে। পাঁকে (কাদা) পা আটকে যায়, তাই না। মানুষও ভক্তির পাঁকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ গলা পর্যন্ত ডুবে যায়। তখন বাবা আসেন রক্ষা করতে, যখন ডুবে যেতে-যেতে শুধু শিখা (টিকি) বাকি থাকে। টেনে তোলার জন্য কিছু চাই তো, তাই না। বাচ্চারাও অনেক পরিশ্রম করে বোঝাবার জন্য। কোটি-কোটি মানুষ রয়েছে, এক-একজনের

কাছে যাওয়ার জন্য পরিশ্রম হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তোমাদের বদনাম হয়েছে যে, এরা ভাগিয়ে নিয়ে যায়, ঘর-পরিবারকে অস্বীকার করে, ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। শুরুতে একথা অনেক বিস্তারলাভ করেছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে হইচই পড়ে গিয়েছিল। এখন এক-একজনকে তো পৃথকভাবে বোঝান সম্ভব নয়। পুনরায় এই সংবাদপত্রই তোমাদের কার্যে আসবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তোমাদের নামের মহিমা-কীর্তিত হবে। এখন ভাবনা চিন্তা করতে হবে যে - কি করা উচিত যাতে বোঝে। রাথীবন্ধনের অর্থ কি? বাবা যখন এসেছেন পবিত্র করতে, তখন বাবা বাচ্চাদের থেকে পবিত্রতার প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছেন। পতিতদের পবিত্র করছেন যিনি, তিনিই রাথী পরিয়েছেন।

কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে সিংহাসনে বসেছিল। করোনেশন (রাজ্যাভিষেক) কখনও দেখানো হয় নি। সত্যযুগের প্রারম্ভে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। তাদের করোনেশন অবশ্যই হয়েছিল। প্রিন্সের জন্মদিন পালিত হয়, কিন্তু তারপরে করোনেশন কোথায়? দীপাবলীতে করোনেশন হয়, অতি জাঁকজমক করে হয়, তা হয় সত্যযুগে। যে সমস্ত বিষয় সম্ভবে হয় তা ওখানে হয় না। ঘরে-ঘরে আলোকসজ্জা এখানে হয়। ওখানে দীপাবলী ইত্যাদি পালিত হয় না। ওখানে তো আল্মাদের জ্যোতি জাগ্রতই থাকে। সেখানে তারপর করোনেশন অনুষ্ঠিত হয়, দীপাবলী নয়। যতদিন পর্যন্ত আল্মাদের জ্যোতি জাগ্রত না হয় ততদিন পর্যন্ত ঘরে ফিরে যেতে পারে না। এখন তো এরা সকলেই পতিত, এদের পবিত্র বানানোর জন্য বিচার-বিবেচনা করতে হবে। বাচ্চারা, বিচার-বিবেচনা করে বড়-বড় (গন্যমান্য) ব্যক্তিদের নিকটে যায়। বাচ্চাদের গ্লানি হয়েছে সংবাদপত্রের দ্বারা, পুনরায় মহিমাও হবে এদের (সংবাদপত্রগুলির) মাধ্যমে। কিছু টাকাপয়সা খরচ করে তখন ভালো ভালো লিখবে। এখন তোমরা আর কত টাকাপয়সা দেবে! টাকাপয়সা দেওয়াও তো একপ্রকার ঘুষ। এ তো নিয়ম বহির্ভূত। আজকাল তো ঘুষ ছাড়া কোনো কার্যই সম্পন্ন হয় না। তোমরাও যদি ঘুষ দাও, আর ওইসব লোকেরাও যদি ঘুষ দেয় তবে তো দু'পক্ষই একসমান হয়ে যাবে। তোমাদের বিষয় হলো যোগবলের। যোগবল এত চাই যার মাধ্যমে তোমরা যেকোনো কারোর দ্বারা কার্য সম্পাদন করতে পারো। (জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করেই যেতে হবে। জ্ঞানের শক্তি তো তোমাদের মধ্যেও রয়েছে। এইসমস্ত চিত্রাদির মধ্যে তো জ্ঞানই রয়েছে, যোগ হলো গুপ্ত। নিজেকে আল্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। এ হলো গুপ্ত, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। যেকোন স্থানেই বসে তোমরা স্মরণ করতে পারো। এখানে বসে থাকাকালীন তোমাদের শুধু যোগ নয়, সাধনা (গভীর যোগ) হয়। জ্ঞান আর যোগ দুই-ই সহজ। শুধু যদি ৭ দিনের কোর্স করে নেওয়া যায়, ব্যস্। বেশী কিছুই প্রয়োজন নেই। তোমরা গিয়ে আবার অন্যদেরও নিজের সমান বানাও। বাবা জ্ঞানের, শক্তির সাগর। এই দুটি বিষয় হলো প্রধান। এঁনার (বাবা) থেকে তোমরা শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। স্মরণও অতি সূক্ষ্ম বিষয়।

তোমরা বাচ্চারা যদি বাইরে পরিভ্রমণে যাও, তথাপি বাবাকে স্মরণ করো। পবিত্র হতে হবে, দৈবী-গুণও (দিব্যগুণ) ধারণ করতে হবে। কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। কাম-বিকারও অতি বড় অবগুণ। বাবা বলেন, এখন তোমরা আর অপবিত্র হয়ো না। যদি কোনো স্ত্রী সম্মুখে থাকেও তথাপি নিজেকে আল্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। দেখেও দেখো না। আমরা তো নিজেদের বাবাকে স্মরণ করি, তিনি জ্ঞানের সাগর। তোমাদের নিজ-সম তৈরী করেন। তাই তোমরাও জ্ঞান সাগর হয়ে যাও। এতে সংশয় আসা উচিত নয়। তিনি হলেন পরম আল্মা। পরমধামে থাকেন, তাই পরম বলা হয়। সেখানে তোমরাও থাকো। এখন পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে তোমরা জ্ঞান নিচ্ছো। পাস উইথ অনার যারা হয়, তাদের বলা হবে যে, তারা সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাগর হয়েছে। বাবাও জ্ঞান-সাগর, তোমরাও জ্ঞানের সাগর। আল্মা ছোট-বড় হয় না। এমনকি পরমপিতাও বৃহৎ আকৃতির নন। এই যে বলা হয়, হাজার-হাজার সূর্যের থেকে তেজোময় - এসব হলো গল্পকথা। বুদ্ধির দ্বারা যে রূপে স্মরণ করে সেই রূপেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এরজন্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। আল্মার সাক্ষাৎকার বা পরমাল্মার সাক্ষাৎকার তাহলে কথা তো একই হয়ে যাবে। বাবা উপলব্ধি করিয়েছেন - আমিই পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। সময় মতো এসে তিনিই সকলের সঙ্গতি করেন। সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি তোমরাই করেছ, তাই বাবা পুনরায় তোমাদেরই পড়ান। রাথীবন্ধনের পরে কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী হয়। তারপর হয় দশহরা। বাস্তবে তো দশহরার পূর্বে কৃষ্ণ আসতে পারে না। দশহরা প্রথমে হওয়া উচিত পরে কৃষ্ণের আসা উচিত, এর হিসেবও তোমরাই বের করবে। শুরুতে তোমরা কিছুই বুঝতে না। এখন বাবা কত সমঝদার বানান। শিক্ষকই তো বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন বানান, তাই না। তোমরা এখন জানো যে, ভগবান বিন্দু-স্বরূপ। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ কত বৃহৎ। উপরে আল্মারা বিন্দু-রূপে বিরাজমান। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান হয়, বাস্তবে সমঝদার তো এক সেকেন্ডেই হওয়া উচিত। কিন্তু এমন প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন যে বোঝেই না। তা নাহলে এ তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। প্রতি জন্মেই নতুন-নতুন লৌকিক পিতা পাওয়া যায়। এই অসীম জগতের পিতা তো একবারই এসে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার লাভ করছো। তোমাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়ে যায়। এমনও নয় যে, ২১ জন্ম পর্যন্ত একজন পিতাই

থাকবে। না, যদিও তখন তোমাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়ে যায়। ওখানে তোমরা কখনো দুঃখ দেখবে না। ভবিষ্যতে এই জ্ঞান তোমাদের মধ্যে থেকে যাবে। বাবাকে স্মরণ কর আর উত্তরাধিকার নাও। ব্যস্। যেমন লৌকিকে বাচ্চার জন্ম হয় আর সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যদি বাবাকে জেনে থাকো তবে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর, পবিত্র হও। দৈবী-গুণ ধারণ কর। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার কত সহজ। এইম অবজেক্ট সামনে রয়েছে।

এখন বাচ্চাদের ভাবতে হবে - সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিভাবে বোঝাতে পারি। ত্রিমূর্তির চিত্রও দিতে হবে। কারণ তাদের বোঝাতে হবে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়। ব্রাহ্মণদের পবিত্র বানাতে বাবা এসেছেন, তাই রাখী পরানো হয়। পতিত-পাবন, ভারতকে পবিত্র বানাচ্ছেন, প্রত্যেককে পবিত্র হতে হবে। কারণ এখনই পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। যারা অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছে তারাই সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। পরে যারা আসবে তাদের খুশী কম থাকবে। কারণ তারা ভক্তিও কম করেছে। ভক্তির ফল দিতেই বাবা আসেন। কারা সর্বাধিক ভক্তি করেছে সেও তোমরা এখনই জেনেছ। নম্বরের ক্রমানুসারে প্রথমে তোমরাই এসেছ। তোমরাই অব্যভিচারী ভক্তি করেছ। তোমরাও নিজেদেরকে প্রশ্ন কর যে, আমরা অধিক ভক্তি করেছি নাকি ইনি? সর্বাপেক্ষা তীব্রগতিতে যারা সার্ভিস করে অবশ্যই তারা ভক্তিও অধিকমাত্রায় করেছে। বাবা নামও লেখেন -- যেমন, কুমারকা (দাদী প্রকাশমণি), জনক (জানকী দাদী), মনোহর, গুলজার রয়েছে। সকলেই হয় নম্বরের ক্রমানুসারে। এখানে নম্বরের ক্রমানুসারে বসাতে পারবে না। তাই ভাবনা চিন্তা করতে হবে - রাখীবন্ধনের বিষয়টি সংবাদপত্রে কিভাবে লেখা হবে। এটা ভালো যে, মল্লীদের কাছে যায়, রাখী পরায় কিন্তু পবিত্র তো কেউ হয় না। তোমরা বলো যে, পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হবে। ৬৩ জন্মের জন্য বিকারী হয়ে গেছো, এখন বাবা বলেন, এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হও। খোদাকে (ঈশ্বর) স্মরণ করো, তবেই তোমাদের মাথার উপরে যে পাপের বোঝা রয়েছে তা নেমে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বাবা সম জ্ঞানসাগর হতে হবে। কোনও অবগুণ যদি ভিতরে থাকে, তবে তাকে যাচাই করে বের করে দিতে হবে। শরীরকে দেখেও না দেখে, আত্মা নিশ্চয় করে (অন্য) আত্মার সঙ্গে বার্তালাপ করতে হবে।

২) যোগবল এতখানি জমা করতে হবে, যাতে নিজের সর্ব কার্য সহজেই হয়ে যায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সকলকে পবিত্র হওয়ার সংবাদ দিতে হবে। নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে।

বরদান:- দেহ-বোধকে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে পরিবর্তনকারী অসীম জগতের বৈরাগী ভব চলতে-চলতে যদি বৈরাগ্য খন্ডিত হয় তো তার মুখ্য কারণ হলো - দেহ-বোধ। যতক্ষণ দেহ-বোধ থেকে বৈরাগ্য না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিষয়ের বৈরাগ্য সদাকালের জন্য থাকতে পারবে না। সম্বন্ধের থেকে বৈরাগ্য - এটা কোনও বড় কথা নয়, সেটা তো দুনিয়াতে যে কারোর বৈরাগ্য এসে যায়। কিন্তু এখানে দেহ-বোধের যে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ রয়েছে, তাকে জেনে, দেহ-বোধকে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে পরিবর্তন করে দেওয়া - এটাই হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য হওয়ার বিধি।

স্লোগান:- সংকল্পরূপী পা মজবুত থাকলে কালো মেঘের মতো বিষয় গুলিও পরিবর্তন হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বাবার সমান হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ে দৃঢ়তা রাখো - স্বমানে থাকতে হবে আর সবাইকে সম্মান দিতে হবে"

আজ বাপদাদা প্রিয় থেকে প্রিয়, মিষ্টি থেকে মিষ্টি ব্রাহ্মণ পরিবার বেলো, ব্রাহ্মণ সংসার বেলো, তাকেই দেখছেন। এই ছোট সংসার কত স্বতন্ত্র, ততটা প্রিয়ও বটে! কেন প্রিয়? কেননা, এই ব্রাহ্মণ সংসারের প্রত্যেক আত্মা বিশেষ আত্মা। দেখতে লাগে অতি সাধারণ আত্মা কিন্তু সবচাইতে বড় থেকে বড় বিশেষত্ব ব্রাহ্মণ আত্মাদের এটাই যে পরম-আত্মাকে নিজের দিব্য বুদ্ধির দ্বারা চিনে নিয়েছে। হতে পারে ৯০ বছরের বরিশ্রু, অসুস্থ কিন্তু পরামাত্মাকে চেনার দিব্য বুদ্ধি, দিব্য নেত্র ব্রাহ্মণ আত্মা ব্যতীত খ্যাতনামা ভি. ভি. আই. পি.দের মধ্যেও নেই। এই সব মাতা কেন এখানে এসে পৌঁছেছে? পা চলুক, না চলুক তবুও পৌঁছে তো গেছে। চিনেছে তবে তো পৌঁছেছে, তাই না! চেনার যে এই নেত্র, চেনার বুদ্ধি তোমরা ব্যতীত কারও প্রাপ্ত হতে পারে না। মাতারা সবাই এই গীতই গেয়ে থাকো তো না যে - আমরা দেখেছি, আমরা জেনেছি...। মাতাদের এই নেশা আছে? হাত নাড়ছে, খুব ভালো। পান্ডবদের নেশা আছে? একে অন্যের থেকে এগিয়ে আছে। না শক্তির মধ্যে থামতি আছে, না পান্ডবদের মধ্যে থামতি আছে। কিন্তু বাপদাদার এটাই খুশি যে এই ছোট একটা সংসার কত অনুপম! যখন নিজেদের মধ্যে তোমরা মিলিত হও কত সুন্দর আত্মা প্রতীয়মান হয়!

বাপদাদা দেশ-বিদেশের সকল আত্মার দ্বারা আজ হৃদয়ের এই গীত শুনছিলেন - বাবা, মিষ্টি বাবা আমরা জেনেছি, আমরা দেখেছি। এই গীত গাইতে গাইতে চতুর্দিকের বাচ্চারা একদিকে খুশিতে, আরেকদিকে স্নেহের সাগরে সমাহিত ছিল। চতুর্দিকের যারাই এখানে সাকার রূপে নেই, কিন্তু হৃদয় থেকে, দৃষ্টি দ্বারা বাপদাদার সামনে আছে এবং বাপদাদাও সাকারে দূরে বসে থাকা বাচ্চাদের সমুখেই দেখছেন। দেশ হোক, বিদেশ হোক, বাপদাদা কত সময়ে পৌঁছাতে পারেন? পরিক্রমা করতে পারেন? বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের রিটার্নে কোটি কোটির থেকেও বেশি স্মরণের স্নেহ-সুম্ন দেখছেন। চতুর্দিকের বাচ্চাদের দেখে সবার হৃদয়ে একই সঙ্কল্প দেখছেন, সবাই নয়ন দ্বারা এটাই বলছে যে পরমাত্মার দেওয়া ৬ মাসের হোম ওয়ার্ক আমাদের মনে আছে। তোমাদের সকলেরই মনে আছে তো না? ভুলে যাওনি তো? পান্ডবদের মনে আছে? ভালো ভাবে মনে আছে? বাপদাদা বারবার কেন স্মরণ করিয়ে দেন? কারণ? সময়কে দেখছ, ব্রাহ্মণ আত্মারা নিজেকেও দেখছে। মন যুবা হচ্ছে, তন বৃদ্ধ হচ্ছে। সময় আর আত্মাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। তো বাপদাদা দেখছিলেন - আত্মাদের হৃদয়ের আর্ত-ধ্বনি বর্ধিত হচ্ছে - হে সুখ-দেব! হে শান্তিদেব! হে সত্য খুশিদেব! আঁজলা ভরে সামান্য একটু আমাদেরও দিয়ে দাও। ভাবো, যারা ডাকছে তাদের লাইন কত বড়! তোমরা সবাই ভাবো - বাবার প্রত্যক্ষতা শীঘ্রাতিশীঘ্র হোক কিন্তু প্রত্যক্ষতা কী কারণে আটকে আছে? কেননা, তোমরা সকলেই এই সঙ্কল্প করো এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাও থাকে, মুখে বলেও থাকো - আমাকে বাবা সমান হতে হবে। হতে হবে তো না? হতে হবে? আচ্ছা, তাহলে হও না কেন? বাপদাদা বাবা সমান হতে বলেছেন, কী হতে হবে, কীভাবে হতে হবে, 'সমান' শব্দে এই দুটো কোশ্চেন উঠতে পারে না। কী হতে হবে? উত্তর আছে তো না - বাবা সমান হতে হবে। কীভাবে হতে হবে?

ফলো ফাদার - ফুটস্টেপ ফাদার-মাদারের। নিরাকার বাবা, সাকার ব্রহ্মা মাদার। ফলো করতেও কী জানো না তোমরা? আজকালকার জামানায় অঙ্ক লোকেও তো ফলো করে। এটা দেখা যায় যে, তারা লার্টির আওয়াজে, লার্টি ফলো করতে করতে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়! তোমরা তো মাস্টার সর্বশক্তিমান, গ্রিনেট্রী, গ্রিকালদর্শী। ফলো করা কী তোমাদের কাছে খুব একটা বড় ব্যাপার! বড় ব্যাপার কী? বেলো, বড় ব্যাপার? বড় নয় কিন্তু হয়ে যায়। বাপদাদা সব জায়গা পরিক্রমা করেন, সেন্টারেও, প্রবৃত্তিতেও। তো বাপদাদা দেখেছেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার কাছে, প্রতিটি সেন্টারে, প্রবৃত্তির প্রতিটা স্থানে যেখানে সেখানে ব্রহ্মা বাবার অনেক চিত্র রাখা আছে। হয় তা' অব্যক্ত বাবার, নতুবা ব্রহ্মা বাবার, যেখানে সেখানে চিত্রই চিত্র দেখা যায়। এটা ভালো ব্যাপার। কিন্তু বাপদাদা এটাই ভাবেন যে চিত্র দেখে চরিত্র মনে আসে তো না! নাকি শুধু চিত্রই দেখা? চিত্র দেখে প্রেরণা মেলে, তাই তো না! সেইজন্য বাপদাদা আর তো কিছু বলেন না, শুধু একটা শব্দই বলেন - 'ফলো করো', ব্যস্। ভেবো না, বেশি প্ল্যান বানিও না, এ' নয় ও' করবে, এইরকম নয় ওইরকম, ওইরকম নয় এইরকম - না। যা বাবা করেছেন, তা' কপি করতে হবে, ব্যস্। কপি করতে জানো না তোমরা? আজকাল তো সায়েন্স ফটো কপিও মেশিন বের করে নিয়েছে। বের করেছে তো, তাই না! এখানে ফটো আছে তো না? তোমরা এই ব্রহ্মা বাবার চিত্র রেখেছ। যদিও বা রাখো, ভালো করে রাখো, বড় বড়ো রাখো। কিন্তু ফটো কপি করো তো না!

তো বাপদাদা আজ চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করার সময় এটাই দেখছিলেন, তোমাদের ভালোবাসা চিত্রের সাথে নাকি চরিত্রের সাথে? সঙ্কল্পও রয়েছে, উৎসাহ- উদ্দীপনাও আছে, লক্ষ্যও আছে, আর কী চাই? বাপদাদা দেখেছেন, কোনও জিনিসকে ভালো করে মজবুত করার জন্য চার কোণ থেকে তাকে শক্তপোক্ত করা হয়। তো বাপদাদা দেখেছেন, তিন কোণ তো মজবুত আছে, এক কোণ আরও মজবুত হতে হবে। সঙ্কল্পও রয়েছে, উদ্যমও আছে, লক্ষ্যও আছে, যে কোনও কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করো কী হতে হবে? প্রত্যেকে বলে - বাবা সমান হতে হবে। কেউই এটা বলে না - বাবার থেকে কম হতে হবে, না। সমান হতে হবে। এটা ভালো ব্যাপার। এক কোণ মজবুত করো কিন্তু চলতে চলতে ঢিলা হয়ে যায়। সেই মজবুত করা হলো দৃঢ়তা। সংকল্প আছে, লক্ষ্য আছে কিন্তু কোনো পর-স্থিতি যদি এসে যায়, সাধারণ কথায় এটাকে তোমরা বলা পরিস্থিতি এসে যায়, সেটা দৃঢ়তাকে ঢিলা করে দেয়। দৃঢ়তা তাকে বলা যায় - 'মরে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, তবু সঙ্কল্প যেতে দেবে না'। যদি নতও হতে হয়, জীবনে যদি মরতেও হয়, নিজেকে যদি পাল্টাতেও হয়, সহন করতে হয়, শুনতে হয় তবু সঙ্কল্প যেন ছেড়ে না যায়। একে বলা হয় 'দৃঢ়তা'। যখন ছোট ছোট বাচ্চারা ওম্ নিবাসে এসেছিল তখন ব্রহ্মাবাবা তাদেরকে হাসি-মজাতে স্মরণ করিয়ে দিতেন, মজবুত বানাতেন - এত এত জল থাকবে! এত লক্ষা থাকবে! ভয় পাবে না তো! তারপরে হাত দিয়ে চোখের সামনে এইরকম করতেন...। (যারা চোখের পলক ফেলবে তারা অনুত্তীর্ণ হবে) তো ব্রহ্মাবাবা ছোট ছোট বাচ্চাদের এইভাবে মজবুত বানাতেন, যত সমস্যাই আসুক না কেন, তোমাদের সঙ্কল্পের চোখ যেন না নড়ে। তা' তো ছিল লাল লক্ষা আর জলের ঘড়া, ছোট বাচ্চা ছিলে তো না! এখন তোমরা সবাই বড় হয়েছে, তাইতো বাপদাদা আজও বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন দৃঢ় সঙ্কল্প আছে তোমাদের? সঙ্কল্পে দৃঢ়তা আছে কি যে 'বাবার সমান' হতেই হবে? হতে হবে নয়, হতেই হবে। আচ্ছা - এই বিষয়ে হাত নাড়ো। টি.ভি.র সঙ্গে যারা রয়েছ ফটো তোলো। টি.ভি. কাজে লাগা উচিত তো না! বড় বড়ো করে হাত তোলো। আচ্ছা - মাতারাও তুলেছে। যারা পিছনে রয়েছো তারা হাত উঁচু করো। খুব ভালো। কেবিনের যারা তারা হাত তুলছে না। কেবিনের যারা তারা তো নিমিত্ত। আচ্ছা। অল্প সময়ের জন্য হাত উঠিয়ে তো বাপদাদাকে খুশি করে দিয়েছো।

এখন বাপদাদা শুধু একটা বিষয়ই বাচ্চাদের দিয়ে করাতে চান, বলতে চান না, করাতে চান। শুধু নিজের মনে দৃঢ়তা রাখো, সামান্য ব্যাপারে সঙ্কল্পকে ঢিলা হতে দিও না। কেউ যদি ইনসাল্ট করে, ঘৃণা করে, কেউ যদি অপমান করে, নিন্দা করে, কখনো কোনো দুঃখ দেয় তবুও তোমাদের শুভ ভাবনা যেন শেষ না হয়ে যায়। তোমরা চ্যালেঞ্জ করো মায়াকে, প্রকৃতিকে পরিবর্তনকারী আমরা বিশ্ব পরিবর্তক, নিজেদের অক্যুপেশন স্মরণে আছে তো না? তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক তো না! যদি কেউ নিজের সংস্কারের বশে তোমাকে দুঃখও দেয়, আঘাত দেয়, নাড়িয়ে দেয়, তবে কি তোমরা দুঃখের বিষয়কে সুখে পরিবর্তন করতে পারো না? ইনসাল্টকে সহন করতে পারো না? গালিকে গোলাপ বানাতে পারো না? সমস্যাকে বাবার সমান হওয়ার সঙ্কল্পে পরিবর্তন করতে পারো না? মনে আছে তোমাদের - যখন তোমরা ব্রাহ্মণ জন্মে এসেছিলে আর নিশ্চয় করেছিলে, হতে পারে তোমাদের এক সেকেন্ড লেগেছে কিংবা একমাস লেগেছে, কিন্তু যখন থেকে তোমরা নিশ্চয় করেছো, হৃদয় বলেছে "আমি বাবার, বাবা আমার," সঙ্কল্প করেছো, অনুভব করেছো, করেছো না! তখন থেকে তোমরা মায়াকে চ্যালেঞ্জ করেছো যে আমি মায়াজিত হবো। এই চ্যালেঞ্জ করেছিলে না মায়াকে? মায়াজিত হতে চাও কি না? মায়াজিত তোমরাই তো না, নাকি এখন অন্যদের আসার আছে? যখন মায়াকে চ্যালেঞ্জ করেছো তো এই সমস্যা, এই পরিস্থিতি, এই চাঞ্চল্য মায়ারই তো রয়্যাল রূপ। মায়া আর তো কোনো রূপে আসবে না। এই রূপগুলোতেই মায়াজিত হতে হবে। পরিস্থিতি বদলাবে না, সেন্টার বদলাবে না, স্থান বদলাবে না, আত্মারা বদলাবে না, আমাকে বদলাতে হবে। তোমাদের স্লোগান তো সবারই খুব ভালো লাগে - পরিবর্তিত হয়ে দেখাতে হবে, বদলা নেওয়া নয়, বদলাতে হবে। এটা তো পুরানো স্লোগান। নতুন নতুন রূপ, রয়্যাল রূপ হয়ে মায়া আরও আসবে, ঘাবড়ে যেও না। বাপদাদা আন্ডারলাইন করছেন - মায়া এরকম এরকম রূপে আসবে, আসছে। যারা অনুভবই করবে না যে এটা মায়া, তারা বলবে - না দাদি, আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা মায়া নয়। এটা তো

সত্যিকারের ব্যাপার। আরও রয়্যাল রূপে আসবে, ভয় পেয়ো না। কেন? দেখো, কোনও শত্রু যদি তার হার হোক কিংবা জিত হোক, তার কাছে ছোট খাটো যা অস্ত্র শস্ত্র থাকবে, তা' ইউজ করবে কি করবে না? করবে তো না? সুতরাং মায়ারও তো অস্ত্র হওয়ার আছে, কিন্তু অস্ত্র যত নিকটে আসছে, ততই সে নতুন নতুন রূপে নিজের অস্ত্র শস্ত্র ইউজ করছে, করবেও। তারপরে তোমাদের পায়ে নত হবে। প্রথমে তোমাদের নত করার চেষ্টা করবে, তারপর নিজে নত হবে। শুধু এতে আজ বাপদাদা একটাই শব্দ বারবার আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। "বাবার সমান হতে হবে" - নিজের এই লক্ষ্যের স্বমানে থাকো, আর সম্মান দেওয়া অর্থাৎ সম্মান নেওয়া, নেওয়ায় প্রাপ্তি হবে না, দেওয়া অর্থাৎ নেওয়া। সম্মান দেবে - এটা যথার্থ নয়, সম্মান দেওয়াই নেওয়া। স্বমান বডি কনশাসনেসের নয়, ব্রাহ্মণ জীবনের স্বমান, শ্রেষ্ঠ আত্মার স্বমান, সম্পন্নতার স্বমান।

সুতরাং স্বমান এবং সম্মান নেওয়া নয়, বরং দেওয়াই নেওয়া - এই দুই বিষয়ে দৃঢ়তা রাখো। তোমাদের দৃঢ়তা কেউ যতই নড়ানোর চেষ্টা করুক, দৃঢ়তা শিথিল হতে দিও না। মজবুত করো, অনড় হও। একমাত্র তখনই তোমরা ৬ মাসের যে প্রমিস বাপদাদাকে করেছে সেটা পূরণ করতে পারবে। প্রমিস স্মরণে আছে তো না! এটা দেখতে থেকে না এখন তো শুধু ১৫ দিনই হয়েছে, এখনও সাড়ে পাঁচ মাস বাকি আছে। যখন তোমরা আত্মিক বার্তালাপ করো - অমৃতবেলায় আত্মিক বার্তালাপ তো করো, তখন বাপদাদাকে খুব ভালো ভালো কথা বলে থাকো তোমরা। নিজেদের কথা জানানো তো না? অতএব, এখন 'দৃঢ়তাকে' আপন করে নাও। ভুল ব্যাপারে দৃঢ়তা রেখো না। ক্রোধ করতেই হবে - আমার দৃঢ় নিশ্চয় আছে, এইরকম ক'রো না। কেন? আজকাল মেজরিটির রেকর্ডে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রোধের রিপোর্ট বাপদাদার কাছে পৌঁছাচ্ছে। ক্রোধ মহারূপে কম আছে, কিন্তু অংশরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রোধের রূপ বেশি। এই বিষয়ে ক্লাস করাও - ক্রোধের কত রূপ রয়েছে? তারপরে তোমরা কী বলে থাকো? না আমার এমন ভাব (উদ্দেশ্য) ছিল, না ভাবনা (feeling) ছিল, এমনই বলে দিয়েছি। এই বিষয়ে ক্লাস করাও।

অনেক টিচার এসেছে, তাই না? (১২০০ টিচার এসেছে)

১২০০-ই দৃঢ় সঞ্চল করলে তাহলে কালই পরিবর্তন হতে পারে। তবে এত অ্যাকসিডেন্ট হবে না, বেঁচে যাবে সবাই। টিচার্স হাত তোলো। অনেকে রয়েছে। টিচার অর্থাৎ নিমিত্ত ফাউন্ডেশন। যদি ফাউন্ডেশন মজবুত অর্থাৎ দৃঢ় থাকে তবে বাকি গাছটা তো আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। আজকাল হয় বাইরের জগতেই হোক কিম্বা ব্রাহ্মণ জগতে, প্রত্যেকেরই চাই মনোবল আর প্রকৃত ভালোবাসা। চাতুর্যপূর্ণ ভালোবাসা নয়, স্বার্থের ভালোবাসা নয়। এক হলো প্রকৃত ভালোবাসা, আরেক হলো সাহস। মনে করো, কেউ নিজের সংস্কার বশে, পরবশ হয়ে কিছু করেছে, তো সেই কারণে ৯৫% উপর-নিচও হয়েছে, কিন্তু ৫% ভালো করেছে, তবুও যদি তুমি তার ৫% ভালোটা দেখে প্রথমেই সাহস ভরে দাও এই বলে যে সে খুব ভালো করেছে আর তারপরে বলো বাকিটা ঠিক করে নিতে, তাহলে তার ফিল হবে না। যদি তুমি তাকে বলো, তুমি এটা কেন করলে? এটা খোড়াই এভাবে করা যায়! এইভাবে এটা করতে পারো না, তাহলে প্রথমেই বেচারার সংস্কারের বশ, দুর্বল, তখন সে নার্ভাস হয়ে যায়। প্রগ্রেস করতে পারে না। প্রথমে ৫ পার্সেন্টের সাহস দাও যে - এই ব্যাপারটা তোমার মধ্যে খুব ভালো। এটা তুমি খুব ভালো করতে পারো, তারপরে তাকে যদি সময় দিয়ে আর তার স্বরূপ বুঝে ব্যাখ্যা করে দাও তবে তার পরিবর্তন হয়ে যাবে। সাহস দাও, পরবশ আত্মাতে সাহস থাকে না। বাবা তোমাদের কীভাবে পরিবর্তন করেছেন? তোমাদের খামতি শুনিয়েছেন? তোমরা বিকারী, তোমরা খারাপ বলেছেন? তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়েছেন - তোমরা আত্মা আর এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতির দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্তি এসেছে, পরিবর্তন করেছে। সুতরাং সাহসের সাথে স্মৃতি জাগিয়ে তোলো। স্মৃতি আপনা থেকেই শক্তি প্রদান করবে। বুঝেছো? তাহলে এখন সমান হয়ে যাবে তো না? শুধু একটি শব্দ স্মরণ করো - 'ফলো ফাদার-মাদার।' যা বাবা করেছেন, সেটা করতে হবে। ব্যস। কদমে কদম রাখতে হবে। তাহলে সমান হওয়া সহজে অনুভব হবে।

ড্রামা ছোট ছোট খেলা দেখাতে থাকে। বিস্ময়বোধক চিহ্ন লাগাও না তো? আচ্ছা।

অনেক বাচ্চার কার্ড, পত্র, হৃদয়ের গীত বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। সবাই বলে আমারও স্মরণ দিও, আমারও স্মরণ দিও। তাইতো বাবাও বলেন, আমারও স্মরণের স্নেহ-সুমন দিয়ে দিও। বাবাও তো স্মরণ করেন, বাচ্চারও করে, কারণ এই ছোট সংসারে রয়েছেনই বাপদাদা আর বাচ্চারা, তাছাড়া, বিস্তার তো নেইই। তাহলে কাকে স্মরণ করবে? বাচ্চাদেরকে বাবা, বাবাকে বাচ্চারা। তাইতো দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের বাপদাদা অনেক অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন দিয়ে থাকেন।

চতুর্দিকের ব্রাহ্মণ সংসারের বিশেষ আত্মাদের, সদা দৃঢ়তার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তকারী সফলতার নক্ষত্রদের, সদা নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে আত্মাদের আহ্বান-ধ্বনি পূর্ণকারী সম্পন্ন আত্মাদের, সদা নির্বলকে, পরবশকে নিজের মনোবলের বরদানের দ্বারা সাহস প্রদানকারী, বাবার সহযোগের সুযোগ্য আত্মাদের, সদা বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা মায়া, প্রকৃতি ও দুর্বল আত্মাদের পরিবর্তনকারী পরিবর্তক আত্মাদের, বাপদাদার ছোট সংসারের চতুর্দিকের সকল আত্মাকে, সমুখে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কোটি কোটি গুণ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- সাইলেন্সের সাধনের দ্বারা মায়াকে দূর থেকে চিনে বিতাড়িত করে মায়াজিত ভব
মায়া তো লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত আসবে। কিন্তু মায়ার কাজ আসা আর তোমাদের কাজ হলো দূর থেকে

বিভাজন করা। মায়া আসবে আর তোমাদেরকে নাড়াবে, তারপর আবার তোমরা তাড়াবে, এটাও টাইম ওয়েস্ট হওয়া। সেইজন্য সাইলেন্সের সাধনের দ্বারা তোমরা দূর থেকেই চিনে নাও যে এটা মায়া। তাকে কাছে আসতে দিও না। যদি ভাবো কী করবো, কীভাবে করবো, এখন তো আমি পুরুষার্থী... তাহলে সেটা মায়ার খাতির যত্ন করছো, তারপরে আবার বিরক্ত হচ্ছে। সেইজন্য দূর থেকে পরখ করে যদি তাড়িয়ে দাও তাহলে মায়াজিত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা গুলিকে যদি ইমার্জ করো, তবে পুরানো সংস্কারের রেখা গুলি মার্জ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-অভিমান হলো আসুরী ক্যারেक्टर, সেটাকে পরিবর্তন করে দৈবী ক্যারেক্টার্স ধারণ করলে রাবণের জেল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - প্রত্যেক আত্মা নিজের পাপ কর্মের সাজা কি ভাবে ভোগ করে, এর থেকে বাঁচার উপায় কি?

*উত্তরঃ - প্রত্যেকে নিজের পাপের সাজা এক তো গর্ভ জেলে ভোগ করে, দ্বিতীয়তঃ রাবণের জেলে অনেক প্রকারের দুঃখ সহ্য করে। বাচ্চারা, বাবা এসেছেন তোমাদের এই জেল থেকে মুক্ত করতে। এর থেকে বাঁচার জন্য সিভিলাইন্ড (সুসভ্য) হও ।

ওম্ শান্তি । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাবা বসে বোঝান। বাবা এসেই রাবণের জেল থেকে মুক্ত করেন, কারণ সব হলো ক্রিমিনাল, পাপ-আত্মা। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই ক্রিমিনাল, সেইজন্য রাবণের জেলে আছে। আবার যখন শরীর ত্যাগ করে তখনও গর্ভজেলে যায়। বাবা এসে এই দুই জেল থেকেই মুক্ত করেন, তখন আবার তোমরা অর্ধ-কল্প রাবণের জেলেও না, আর গর্ভ জেলেও যাও না। তোমরা জানো যে বাবা ধীরে ধীরে আমাদের পুরুষার্থ অনুসারে রাবণের জেল আর গর্ভ জেল থেকে মুক্ত করে চলেছেন। বাবা বলছেন রাবণ রাজ্যে তোমরা সবাই হলে ক্রিমিনাল। আবার রাম রাজ্যে সকলে সিভিলাইন্ড (সুসভ্য) হয়। কোনো ভূত বা বিকার প্রবেশ করতে পারে না। দেহের অহংকার এলেই আবার অনেক ভূতের প্রবেশ ঘটে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন পুরুষার্থ করে দেহী-অভিমানী হতে হবে। যখন ওইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে তখনই দেবতা বলা যাবে। এখন তো তোমাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়। রাবণের জেল থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা এসে পড়াশুনাও করান আর সকলের যে ক্যারেক্টার্স খারাপ হয়েছে সেসব শুধরেও দেন। অর্ধ-কল্প থেকে ক্যারেক্টার্স খারাপ হতে হতে খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এই সময় হলো তমোপ্রধান ক্যারেক্টার্স। দৈবী আর আসুরী ক্যারেক্টার্স এর মধ্যে একেবারেই দিন-রাত্রির পার্থক্য। বাবা বোঝান এখন পুরুষার্থ করে নিজের দৈবী ক্যারেক্টার্স তৈরী করতে হবে, তবেই আসুরী ক্যারেক্টার্স থেকে মুক্ত হতে থাকবে। আসুরী ক্যারেক্টার্সে নম্বর ওয়ান হলো দেহ-অভিমান। দেহী-অভিমানীদের ক্যারেক্টার্স কখনো খারাপ হয় না। সমস্ত নির্ভর করে ক্যারেক্টার এর উপর। দেবতাদের ক্যারেক্টার কেমন করে খারাপ হয়েছে? যখন তারা বাম মার্গে যায় বা পাপের পথ নেয় অর্থাৎ বিকারী হয় তখন ক্যারেক্টার খারাপ হয়। জগন্নাথের মন্দিরে বাম মার্গের ওইরকম চিত্র দেখিয়েছে। এটা তো বহু বছরের পুরনো মন্দির, ড্রেস ইত্যাদি যা পরিহিত অবস্থায় দেখানো হয়েছে, সেই সব দেবতাদেরই। দেখানো হয় দেবতার কেমন ভাবে বাম মার্গে যায়। এটাই হলো সর্ব প্রথমের ক্রিমিনালিটি। কাম চিতার উপর ওঠে, তারপর রঙ পরিবর্তন করতে করতে একদম কুৎসিত হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে গোল্ডেন এজ সম্পূর্ণ সুন্দর, তারপর দুই কলা কম হয়ে যায়। ত্রিতাকে স্বর্গ বলে না, ওটা হলো সেমি স্বর্গ। বাবা বুঝিয়েছেন রাবণের আগমনেই তোমাদের উপর মরচে ধরা শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রিমিনাল তোমরা শেষে হয়ে যাও। এখন ১০০ পার্সেন্ট ক্রিমিনাল বলা হবে। ১০০ পার্সেন্ট ভাইসলেস ছিলে আবার ১০০ পার্সেন্ট ভিসিয়াস বা হয়ে যাও । বাবা এখন বলছেন শুধরে যাও, রাবণের এই জেল অনেক বড়। সবাইকে ক্রিমিনালই বলা হবে । কারণ সবাই তো রাবণ রাজ্যেই রয়েছে । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের কথা তো ওদের জানাই নেই। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো রাম রাজ্যে যাওয়ার জন্য। কেউই তো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করেনি। কেউ ফার্স্ট, কেউ সেকেন্ড, কেউ থার্ডে আছে। এখন বাবা পড়াচ্ছেন, দৈবী গুণ ধারণ করাচ্ছেন। দেহ-অভিমান তো সকলের মধ্যেই রয়েছে । যত বেশী করে তোমরা সার্ভিসে যুক্ত থাকবে ততই দেহ-অভিমান কম হতে থাকবে। সার্ভিস করলেই দেহ-অভিমান কমবে। দেহী-অভিমানী বড়-বড় সার্ভিস করবে। বাবা হলেন দেহী-অভিমানী, তাই কতো ভালো সার্ভিস করেন। সবাইকে ক্রিমিনাল রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে সঙ্গতি প্রাপ্ত করান। ওখানে তো দুটো জেল হবে না। এখানে হলো ডবল জেল (গর্ভ জেল আর অপরাধীদের জেল), সত্যযুগে না আছে কোর্ট, না আছে পাপ আত্মারা, আর রাবণের জেল তো নেই-ই। রাবণের জেল হলো সীমাহীন। সকলে ৫ বিকারের রশিতে বাঁধা হয়ে আছে। অপরমঅপার দুঃখ তাতে । দিন দিন এই দুঃখ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ, ত্রিতাকে সিলভার এজ। সত্যযুগের মতো সুখ ত্রিতাতে হতে পারে না। কারণ আত্মার দুই-কলা কম হয়ে যায়। আত্মার কলা কম হওয়ার কারণে শরীরও সেই রকম হয়ে যায়, তাই এটা বুঝতে হবে যে আমরা নিশ্চিত ভাবেই রাবণের রাজ্যে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছি। এখন বাবা এসেছেন রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে। অর্ধ কল্পের দেহ অভিমান সরাতে গেলে দেবী তো হবেই। খুব পরিশ্রম করতে হয়। যারা তাড়াতাড়ি দেহ ত্যাগ করেছে তারা

আবারও এসে বড় হয়ে কিছু জ্ঞান নিতে পারে। আসতে যত দেরী হতে থাকবে তো আবার পুরুষার্থ তো করতে পারবে না। যখন কেউ মারা যাবে আর আবার এসে পুরুষার্থ করবে তখনই, যখন তার সব অরগ্যান্স বড় হবে, বুঝদার হবে তখন কিছু করতে পারবে। যারা দেরিতে যাবে তারা তো কিছু শিখতে পারবে না। তারা অতটাই শিখবে, যা শিখে রেখেছিল। সেইজন্য মৃত্যুর আগে পুরুষার্থ করা চাই, যতটা সম্ভব এই পারে আসার প্রচেষ্টা অবশ্যই করবে। এই রকম অবস্থায় অনেকে আসবে। বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। বোঝানো তো খুব সহজ। বস্তুতে বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য, চান্স খুবই ভালো - ইনি হলেন আমাদের সকলের বাবা, বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার অবশ্যই স্বর্গেরই চাই। কতো সহজ। ভিতরে ভিতরে হৃদয় গদগদ হওয়ারই তো কথা - স্বয়ং পরমাত্মা আমাদের পড়ান! এই হলো আমাদের এইম অবজেক্ট। আমরা প্রথমে সন্নতিতে ছিলাম, তারপর দুর্গতিতে এসেছি, এখন আবার দুর্গতি থেকে সন্নতিতে যাওয়ার জন্য যেতে হবে। শিববাবা বলেন "মামেকম" (দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে) - একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তো তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো - যখন দ্বাপরে রাবণ রাজ্য হয় তো পাঁচ বিকার রূপী রাবণ সর্বব্যাপী হয়ে যায়। বিকার যেখানে সর্বব্যাপী হয়ে যায় সেখানে বাবা কীভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন। সব মানুষই পাপ আত্মা হয়। স্বয়ং পরমাত্মা বাবা সামনে রয়েছেন, তাই তো তিনি বলতে পারেন যে, আমি এমন কথা বলিইনি, মানুষ উল্টো বুঝেছে। উল্টো বুঝে, বিকারে নামতে নামতে, ভগবানকে গালি দিতে দিতে ভারতের এই অবস্থা হয়েছে। খ্রীষ্টানরাও জানে যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো, সবাই সত্যোপধান ছিলো। ভারতবাসী তো লক্ষ বছর বলে দেয়, কারণ বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে। তারা না এতো উঁচু হতে পেরেছে, না অত্যন্ত নীচু। তারা তো মনে করে স্বর্গ অবশ্যই ছিল। বাবা বলেন এটা সঠিক বলা হয় যে - ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলাম, এখন আবার মুক্ত করতে এসেছি। অর্ধ কল্প হলো রাম রাজ্য, অর্ধ কল্প হলো রাবণ রাজ্য। বাচ্চারা যখনই সুযোগ পাবে তোমাদের এই বিষয়ে বোঝানো উচিত।

বাচ্চারা, বাবাও তোমাদের বোঝান - বাচ্চারা এইভাবে-এইভাবে বোঝাও। এতো অপরমঅপার দুঃখ হলো কেন? প্রথমে তো অপরম-অপার সুখ ছিলো যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এরা সর্ব গুণ সম্পন্ন ছিলেন, এখন এই নলেজ হলোই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। এ হলো পড়াশুনা, যার দ্বারা দৈবী ক্যারেক্টার্স তৈরী হয়। এই সময় রাবণের রাজ্যে সকলের ক্যারেক্টার্স খারাপ হয়ে আছে। সকলের ক্যারেক্টার্স সংশোধন করার জন্য তো এক রাম-ই আছেন। এই সময় কতো ধর্ম, মানুষের কতো বৃদ্ধি হয়েই চলেছে, এইরকম ভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকলে তখন খাদ্য কোথা থেকে পাওয়া যাবে! সত্যযুগে তো এইরকম ব্যাপার নেই। সেখানে দুঃখের কোনো ব্যাপারই নেই। এই কলিযুগ হলো দুঃখ-ধাম, সকলেই বিকারী। সেটা হলো সুখধাম, সকলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বারংবার তাদের এটা বলা দরকার, তবে কিছু বুঝতে পারবে। বাবা বলেন আমি হলাম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কাটবে। এখন বাবা বলবেন কিভাবে! অবশ্যই শরীর ধারণ করে বলবেন তাই না! পতিত-পাবন সকলের সন্নতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা, অবশ্যই তিনি কারোর রথে আসবেন। বাবা বলেন আমি এই রথে আসি, যিনি নিজের জন্মকে জানে না। বাবা বোঝান এ হলো ৮৪ জন্মের খেলা, যারা সর্বপ্রথমে এসেছিল তারাই আসবে, তাদেরই অনেক জন্ম হবে, তারপর তারা আসবে যাদের কম জন্ম। সবার প্রথমে দেবতারা আসবে। বাবা বাচ্চাদের ভাষণ করা শেখাচ্ছেন - এইভাবে-এইভাবে বোঝানো দরকার। সঠিক ভাবে স্মরণে থাকবে, দেহ-অভিমান না থাকলে ভাষণ ভালো হবে। শিববাবা যে দেহী-অভিমानी। তিনি বাচ্চাদের বলতে থাকেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমानी ভব। কোনো বিকার থাকবে না, ভিতরে কোনো শয়তানী থাকবে না। তোমাদের কাউকেই দুঃখ দিতে নেই, কারোর নিন্দা করতে নেই। বাচ্চারা, কখনো কারোর শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করো - ইনি এরকম বলছেন, সত্যি কি? বাবা বলে দেবেন। নয়তো অনেকে আছে যারা মিথ্যে কথা তৈরী করতে দেরী করে না - অমুকে তোমার উদ্দেশ্যে এইরকম-এইরকম বলেছে, শুনিয়ে তার মন বিষিয়ে দেবে। বাবা জানেন, এইরকম অনেক হয়। উল্টো-পাল্টা কথা শুনে মন খারাপ করে বসে, সেইজন্য কখনোই মিথ্যে কথা শুনে ভিতরে-ভিতরে দক্ষ হতে নেই। জিজ্ঞাসা করো অমুকে আমার প্রতি এরকম বলেছে? অন্তরে স্বচ্ছতা থাকা চাই। কোনো কোনো বাচ্চা শোনা কথা কানে নিয়েও নিজের মধ্যে শত্রুতা পুষে রাখে। বাবাকে যখন পাওয়া গেছে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। ব্রহ্মা বাবার উপরেও অনেকের বিশ্বাস থাকে না। শিববাবাকেও ভুলে যায়। বাবা তো এসেছেন সকলকে উচ্চমানের তৈরী করতে। ভালোবাসার সাথে সমুন্নত করে তোলেন। ঈশ্বরীয় মত নেওয়া চাই। বাবার প্রতি নিশ্চয়ই হয় না, তাই জিজ্ঞাসা না করলে, বাবার রেসপন্সও পাওয়া যাবে না। বাবা যা বোঝান সেটা ধারণ করা উচিত।

তোমরা বাচ্চারা শ্রীমতের আধারে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছো। এক বাবা ব্যাভীত আর কারোর মত উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হতে পারে না। ভগবানের মতই হলো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। যার দ্বারা কতো উঁচু পদ মর্যাদা পাওয়া যায়। বাবা বলেন নিজের কল্যাণ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো, মহারথী হও। পড়াশুনা যদি করলে তবে কি পদ প্রাপ্ত করবে? এটা হলো কল্প-কল্পান্তরের ব্যাপার। সত্যযুগে দাস-দাসীরাও নম্বর অনুযায়ী হয়। বাবা তো এসেছেন উচ্চ মানের তৈরী করতে। কিন্তু পড়াশুনাই করছো না তো কি পদ প্রাপ্ত করবে। প্রজাতেও তো উঁচু-নীচু পদ হয়ে থাকে, এটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। মানুষ জানতেও পারে না যে আমরা কোথায় চলেছি। উপরে উঠছি না নীচে নেমে যাচ্ছি। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন - কোথায় তোমরা গোল্ডেন, সিলভার এজে ছিলে, কোথায় আয়রন এজে এসেছো। এই সময় তো মানুষ, মানুষকে খেয়ে নেয়। এখন এই সব কথা যখন বুঝবে তখন বলবে যে জ্ঞান কাকে বলে। কোনো কোনো বাচ্চা এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। ভালো ভালো সেন্টারের ভালো ভালো বাচ্চাদেরও ক্রিমিনাল আই থাকে। লাভ, লোকসান, সম্মানের খেয়াল কি আর করে! মুখ্য ব্যাপার হলো ক্রিমিনাল আই এর। বাবা বোঝান কাম হলো বড় শত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য কতো মাথা ঠোকে। পবিত্রতাই হলো মুখ্য ব্যাপার। এর উপরেই কতো ঝগড়া হয়। বাবা বলেন কাম হলো বড় শত্রু, এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করলে তবে জগৎ-জিত হবে। দেবতার যা সম্পূর্ণ নির্বিকারী। যত এগোতে থাকবে ততই বুঝতে পারবে। স্থাপনা তো হবেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কখনোই শোনা কথার উপর বিশ্বাস করে নিজের স্থিতি খারাপ করতে নেই। অন্তঃকরণ স্বচ্ছ রাখতে হবে। মিথ্যে কথা শুনে ভিতরে ভিতরে দক্ষ হতে নেই, ঈশ্বরীয় মত নিতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে, কারোরই নিন্দা করতে নেই। লাভ, লোকসান আর মান-সম্মানকে স্মরণে রেখে ক্রিমিনাল আই-কে শেষ করে দিতে হবে। বাবা যা শোনান তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না না।

বরদানঃ:- ত্রিকালদর্শীর সীটে সেট হয়ে প্রতিটি কর্ম করা শক্তিশালী আত্মা ভব
যে বাচ্চারা ত্রিকালদর্শীর সীটে সেট হয়ে সকল সময়, প্রতিটি কর্ম করে, তারা জানে যে পরিস্থিতি তো অনেক আসবে, হওয়ারই, সেটা নিজের দ্বারা হোক বা অন্যদের দ্বারা, মায়া দ্বারাই হোক কিম্বা প্রকৃতির দ্বারা। সকল প্রকারের পরিস্থিতি আসবে, আসবেই। কিন্তু স্ব স্থিতি যদি শক্তিশালী হয় তবে পর-স্থিতি তার সামনে কিছুই নয়। কেবল প্রতিটি কর্ম করার পূর্বে তার আদি-মধ্য-অন্ত তিন কালকে চেক করে, বুঝে তারপর যাকিছু করো তবে শক্তিশালী হয়ে পরিস্থিতিগুলিকে অতিক্রম করে নিতে পারবে।

স্নোগানঃ:- সর্ব শক্তি এবং জ্ঞান সম্পন্ন হওয়াই হলো সঙ্গম যুগের প্রালঙ্ক।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ড্রামার যথার্থ নলেজের দ্বারাই তোমরা অচল - অটল এবং একরস থাকতে পারবে, মায়ার ঝড় তোমাদের নাড়াতে পারবে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, দেবতাদের কোন্ মুখ্য গুণটি তোমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া উচিত?

*উত্তরঃ - প্রফুল্ল থাকা। দেবতাদের সর্বদা হাসিমুখে প্রফুল্লিত দেখানো হয়। বাচ্চারা, তেমন তোমাদেরও সদা প্রফুল্ল থাকতে হবে, যাই হোক না কেন, তোমরা হাসিমুখে থাকো। কখনোই উদাস হওয়া বা ক্রোধ আসা উচিত নয়। বাবা যেমন তোমাদের ঠিক বা ভুল কি, তা বুঝিয়ে বলেন, কখনোই রাগ করেন না, উদাস হন না, বাচ্চারা, তেমন তোমরাও উদাস হবে না।

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন। লৌকিক বাবা তো এমন কথা বলবেন না। তাদের তো বড়জোর ৫ - ৭ টি বাচ্চা থাকে। এই যে সমস্ত আত্মারা, তারা নিজেদের মধ্যে হলো ভাই - ভাই। এদের সকলের অবশ্যই একজন বাবা থাকবেন। এমন বলাও হয় যে, আমরা সব ভাই - ভাই। এ কথা সবার জন্য বলা হয়। যে-ই আসবে, তাকে বলা হবে, আমরা সব ভাই - ভাই। এই ড্রামার বাঁধনে তো সবাই আবদ্ধ, যেই ড্রামাকে কেউই জানে না। এই না জানাও এই ড্রামাতেই নির্ধারিত রয়েছে, যা একমাত্র বাবা এসেই শোনান। শান্ত্র কথা ইত্যাদি যখন বসে শোনানো হয় তখন বলা হয় --- পরমপিতা পরমাত্মায় নমঃ। এখন তিনি কে - এ কথা কেউই জানে না। মানুষ বলে থাকে, ব্রহ্মা দেবতা, বিষ্ণু দেবতা, শঙ্কর দেবতা, কিন্তু বুঝে কেউই বলে না। বাস্তবে ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হবে না। দেবতা বিষ্ণুকে বলা হয়। ব্রহ্মার কথা কেউই জানে না। বিষ্ণু দেবতা ঠিক আছে, শঙ্করের তো কিছুই পাট নেই। তাঁর তো কোনো বায়োগ্রাফি নেই, শিববাবার তো বায়োগ্রাফি আছে। তিনি আসেন-ই পতিতদের পবিত্র বানাতে আর নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। এখন এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা আর সব ধর্মের বিনাশ হবে। তাহলে সকলে কোথায় যাবে? শান্তিধামে। সকলের শরীরই তো বিনাশ হতে হবে। নতুন দুনিয়াতে কেবল তোমরা থাকবে। মুখ্য ধর্ম যা, তা তোমরাই জানো। সকলের নাম তো নেওয়া সম্ভব নয়। ছোটো - ছোটো ডালপালা তো অনেকই আছে। প্রথমে তো দেবী - দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলামী। এই কথা এক তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে, তাই বটগাছের (কলকাতার শিবপুর বোটানিকল গার্ডেনের) উদাহরণ দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। মূল নেই। এই বটগাছটির বয়স অনেক। আর সবথেকে বেশী আয়ু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। এই ধর্ম যখন প্রায় লোপ হয়ে যায় তখন বাবা এসে বলেন, এখন এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ হতে হবে, এইজন্য ত্রিমূর্তিও বানানো হয়েছে কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, এরপর যখন সৃষ্টিতে আসে তখন দেবী দেবতা ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। ভক্তি মার্গও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমে শিবের ভক্তি করা হতো তারপর দেবতাদের। এ তো ভারতেরই কথা। বাকিরা তো বুঝতে পারে যে, আমাদের ধর্ম, মঠ, পথ কবে স্থাপন হয়। আর্যরা যেমন বলে, আমরা অনেক পুরানো। বাস্তবে সবথেকে পুরানো হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। তোমরা যখন কল্প বৃক্ষ সম্বন্ধে বোঝাও তখন নিজেরাই বুঝতে পারে, আমাদের ধর্ম অমুক সময় আসবে। সবাই যে অনাদি - অবিনাশী পাট পেয়েছে, তা তো করতেই হবে, এতে কারোর দোষ বা ভুল বলা যাবে না। এ তো কেবল বোঝানো হয় যে পাপ আত্মা কেন হয়েছে। মানুষ বলবে, আমরা সব অসীম জগতের বাবার সন্তান, তাহলে সব ভাইরা কেন সত্যযুগে নেই? তাদের তো ড্রামাতে তখন পাটই নেই। এই অনাদি ড্রামা বানানো আছে, এতে দূঢ় বিশ্বাস রাখা, আর কোনো কথা বোলো না। তোমাদের চক্রও দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে তা ঘোরে। কল্প বৃক্ষের চিত্রও আছে কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে এর আয়ু কত। বাবা কারোর নিন্দা করেন না। এ কথা তো বোঝানো হয়, তোমাদেরও এই কথা বোঝানো হয় যে, তোমরা কত পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়েছে তাই ডাকতে থাকো - হে পতিত পবন, এসো। প্রথমে তো তোমাদের সবাইকে পবিত্র হতে হবে। তারপর নন্দনের ক্রমানুসারে পাট প্লে করতে আসতে হবে। আত্মারা সকলেই উপরে থাকে। বাবাও উপরে থাকেন, তারপর তাঁকে সবাই ডাকে যে, এসো। এমনিতে তিনি ডাকলে আসেন না। বাবা বলেন যে, ড্রামাতে আমার পাটও নির্ধারিত রয়েছে। লৌকিক ড্রামাতে যেমন বড় - বড় প্রধান অভিনেতাদের পাট থাকে, এ হলো তেমন অবিনাশী ড্রামা। সবাই এই নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ, এর অর্থ এই নয় যে, সবাই সূতোতে বাঁধা। তা নয়। এ কথা বাবা বোঝান। সেটা হলো জড় বৃক্ষ। বীজ যদি চৈতন্য হতো, তখন সে জানতো যে, কিভাবে এই বৃক্ষ বড় হবে আর ফল দেবে। মনুষ্য

সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের এ হলো চৈতন্য বীজ, একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়। বাবা তো হলেন নলেজফুল তাঁর এই বৃক্ষের পূর্ণ জ্ঞান আছে। এ হলো সেই গীতার জ্ঞান। নতুন কোনো কথা নয়। এখানে বাবা কোনো শ্লোক ইত্যাদি উচ্চারণ করেন না। ওরা তো গ্রন্থ পাঠ করে তারপর তার অর্থ বসে বোঝায়। বাবা বোঝান যে, এ হলো পড়া, এখানে শ্লোক ইত্যাদির দরকার নেই। দুনিয়ার ওই শাস্ত্রের পাঠে কোনো এইম অবজেক্ট বা লক্ষ্য নেই। এমন বলাও হয়ে থাকে যে, জ্ঞান - ভক্তি এবং বৈরাগ্য। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীদের হলো সীমিত জগতের (হৃদের) বৈরাগ্য আর তোমাদের হলো অসীম জগতের (বেহৃদের) বৈরাগ্য। শঙ্করাচার্য যখন আসেন, তখন তিনি শেখান সংসারের থেকে বৈরাগ্য। তিনিও শুরুতে শাস্ত্র ইত্যাদি শেখাতেন না। যখন অনেক বৃদ্ধি হতে শুরু করে তখনই তিনি শাস্ত্র লিখতে শুরু করেন। প্রথমে ধর্মস্থাপক একজনই হন, তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমাদের এও বোঝাতে হবে। এই সৃষ্টিতে প্রথমে কোন ধর্ম ছিলো। এখন তো এখানে অনেক ধর্ম। আগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয়। বাম্বারা, তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানার কারণে আস্তিক হয়ে যাও। নাস্তিক হলে কতো দুঃখ হয়, মানুষ অনাথ হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। বলা হয়, তোমরা ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করছো, তোমাদের কি কোনো মালিক নেই? এই সময় সকলেই অনাথ হয়ে যায়। নতুন দুনিয়াতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিলো, সেখানে অপার সুখ ছিলো। এখানে আছে অপরমপার দুঃখ। সে হলো সত্যযুগের আর এ হলো কলিযুগের - তোমাদের হলো এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ একটাই হয়। সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে পুরুষোত্তম বলা হবে না। এখানে থাকে অসুর আর ওখানে থাকে দেবতারা। তোমরা জানো যে, এ হলো রাবণ রাজ্য। *রাবণের উপর গাধার মাথা দেখানো হয়। গাধাকে যতই পরিস্কার করে তার উপর কাপড় রাখো না কেন, গাধা আবার মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে সব নোংরা করে দেয়। বাবা তোমাদের দেহ রূপী বস্ত্র স্বচ্ছ ফুলের মতো সুন্দর করেন, তারপর তোমরা রাবণ রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে অপবিত্র হয়ে যাও। তোমাদের আত্মা আর শরীর দুইই অপবিত্র হয়ে যায়। বাবা বলেন, তোমরা সমস্ত শৃঙ্গার হারিয়ে ফেলেছো। বাবাকে পতিত পাবন বলা হয়, তোমরা ভর্তি সভায় বলতে পারো যে, আমরা স্বর্ণ যুগে কতো সুসজ্জিত ছিলাম, আমাদের এক নম্বর রাজ্য - ভাগ্য ছিলো। তারপর মায়া রূপী ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে ময়লা হয়ে গিয়েছি।

বাবা বলেন, এ হলো অন্ধকার নগরী। মানুষ ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, যা কিছুই হয়েছে তা হুবহু রিপিট হবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। পাঁচ হাজার বছরে কতো মিনিট, ঘন্টা, সেকেন্ড, এক বাম্বা এর হিসেব বের করে সব ধর্মের লোকেদের কাছে পাঠিয়েছিলো, এতেও বুদ্ধি ব্যর্থ করেছিলো। বাবা তো এমনিই বুঝিয়ে বলেন যে, দুনিয়া কিভাবে চলে।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। তাঁর কাজ কেউই জানে না। তারা অনেক বড় বড় রূপ তৈরী করেছিলো কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই সরিয়ে দিয়েছে। বাবা আর ব্রাহ্মণদের যথার্থভাবে জানেই না। তাঁকে বলা হয় আদিদেব। বাবা বোঝান যে, আমি এই বৃক্ষের চৈতন্য বীজরূপ। এ হলো উল্টো বৃক্ষ। যে বাবা সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর, তাঁরই মহিমা করা হয়। আত্মা না থাকলে মানুষ চলতে - ফিরতেই পারবে না। গর্ভেও ৫ - ৬ মাস পর আত্মা প্রবেশ করে। এই নাটক ও পূর্ব থেকেই বানানো রয়েছে। এরপর আত্মা যখন শরীর থেকে বের হয়ে যায়, তখন সব শেষ। বাবাই এসে আমাদের অনুভব করান যে, আত্মা অবিনাশী, আত্মাই অভিনয় করে। আত্মা এতো ছোটো বিন্দু কিন্তু তার মধ্যেই অবিনাশী পাট ভরা আছে। পরমপিতাও হলেন আত্মা, তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনিই আত্মার অনুভব করান। ওরা তো কেবল বলে দেয়, পরমাত্মা সর্বশক্তিমান, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময় কিন্তু কিছুই বোঝে না। বাবা বলেন যে, এ সবই ভক্তি মার্গে বর্ণনা করা হয়েছে আর শাস্ত্রে লিখে দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের যখন সাক্ষাৎকার হয়েছিলো তখন বলেছিলো, আমি এতো তেজ সহ্য করতে পারছি না, তাই সেই কথাই মানুষের বুদ্ধিতে বসে গেছে। এতো তেজোময় যদি কারোর ভিতরে প্রবেশ করে তবে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। জ্ঞান তো নেই, তাই না। তাই তারা মনে করে পরমাত্মা হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার চাই। ভক্তির ভাবনা ভিতরে বসে আছে, তাই তাদের তেমন সাক্ষাৎকারও হয়। যজ্ঞের শুরুর দিকে তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকে সাক্ষাৎকার করতো, চোখ লাল হয়ে যেতো। সাক্ষাৎকার করেছিলো তাই তারা এমন বলছে। এ সবই হলো ভক্তিমার্গের কথা। তাই এই সবই বাবা বুঝিয়ে বলেন, এতে গ্লানি করার মতো কোনো কথা নেই। বাম্বাদের সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে। এই নাটক তো পূর্ব থেকেই বানানো রয়েছে। আমাকে এতো গালি দেয়, তবুও আমি কি করি? ক্রোধ আসে কি! আমি বুঝতে পারি যে, ড্রামা অনুসারে এরা সবাই ভক্তি মার্গে আটকে আছে। এখানে অখুশি হওয়ার কোনো কথাই নেই। ড্রামা এমনিই বানানো আছে। আমাকে খুব ভালোবেসে বোঝাতে হয়। বেচারী অজ্ঞান - অন্ধকারে রয়েছে, না বুঝলে দয়াও হয়। তোমাদের সর্বদা হাসিমুখে থাকা উচিত। এই বেচারারা স্বর্গের দ্বারে আসতে পারবে না, এরা সবাই শান্তিধামে যাবে। সকলে তো শান্তিই চায়। বাবাই সঠিক কথা

বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা জানো যে, এই খেলা সম্পূর্ণ বানানো । এই ড্রামাতে প্রত্যেকেই পার্ট পেয়েছে, এতে অনেক অচল এবং স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন । যতক্ষণ না অচল, অটল, একরস অবস্থা না হবে ততক্ষণ পুরুষার্থ কিভাবে করবে? যাই হোক না কেন, ঝড়ও যদি আসে তবুও তোমাদের স্থির থাকতে হবে । মায়ার ঝড় তো অনেকই আসবে এমনকি শেষ পর্যন্ত আসবে । তোমাদের অবস্থা মজবুত হওয়া চাই । এই হলো গুপ্ত পরিশ্রম । কোনো কোনো বাচ্চা পরিশ্রম করে ঝড়কে উড়িয়ে দিতে থাকে । যে যত বাবার কাছাকাছি থাকবে সে তত উঁচু পদ পাবে । রাজধানীতে তো অনেক পদই আছে ।

সবথেকে সুন্দর চিত্র হলো ত্রিমূর্তি, গোলক (গোলা) আর কল্প বৃক্ষ (ঝাড়) । এগুলো শুরুর দিকে বানানো হয়েছিলো । বিদেশে সেবার জন্যও এই দুটি চিত্র নিয়ে যেতে হবে । এগুলো দেখেই ওরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । ধীরে ধীরে বাবা যেমন চান যে, এই চিত্র কাপড়ের উপরে হোক, তাও তৈরী হতে থাকবে । তোমরা বোঝাবে যে, কিভাবে এই স্থাপনা হচ্ছে । তোমরাও যদি এই কথা বুঝতে পারো তাহলে নিজের ধর্মে উঁচু পদ পাবে । খ্রীষ্টান ধর্মে তোমরা যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে খুব ভালো করে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পবিত্র হয়ে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে । কখনোই মায়ার ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে শৃঙ্গার নষ্ট করে ফেলো না ।

২) এই ড্রামাকে যথার্থ ভাবে বুঝে নিজের অবস্থা অচল, অটল এবং স্থির বানাতে হবে । কখনোই ঝিমিয়ে যাবে না, সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

বরদানঃ:- ভাবনা-চিন্তা করে প্রতিটি কর্ম করা অনুতাপ করা থেকে মুক্ত থাকা জ্ঞানী তু আত্মা ভব সমগ্র বিশ্বেও বলা হয়ে থাকে যে - আগে চিন্তা করো তারপর করো। যারা চিন্তা না করে কর্ম করে, কর্ম করার পর চিন্তা করে তাহলে সেটা অনুতাপের রূপ হয়ে যায়। কর্ম করার পর চিন্তা করা - এটাই হলো অনুতাপের রূপ আর পূর্বে চিন্তা করা - এটা হলো জ্ঞানী তু আত্মার গুণ। দ্বাপর - কলিযুগে তো অনেক প্রকারের অনুতাপ করতেই থাকে কিন্তু এখন সঙ্গমে এইরকম চিন্তা-ভাবনা করে সংকল্প বা কর্ম করো যেটা কখনো মনেও এক সেকেন্ডও অনুতাপ না হয়, তখন বলা হবে জ্ঞানী তু আত্মা।

স্নোগানঃ:- যে দয়াবান হয়ে সর্বগুণ আর শক্তিগুলির দান করে সে-ই হলো মাস্টার দাতা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শরীরকে না দেখে আত্মাকে দেখো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আত্মার সঙ্গে কথা বলো, এই অবস্থাকে মজবুত করতে হবে, এটাই হলো অত্যন্ত উচু লক্ষ্য"

*প্রশ্নঃ - তোমরা আত্মারূপী বাচ্চারা বাবার সঙ্গে উপরে (পরমধাম ঘরে) কখন যাবে?

*উত্তরঃ - যখন একটুও অপবিত্রতা থাকবে না। বাবা যেমন পিওর, তোমরাও যখন পিওর হবে তখন উপরে যেতে পারবে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে রয়েছো। জ্ঞান সাগরের কাছে জ্ঞান শুনে শুনে যখন ফুল (পরিপূর্ণ) হয়ে যাবে, বাবার সব নলেজ নিয়ে খালি করে দেবে, তখন তিনিও শান্ত (চুপ হয়ে যাবেন) হয়ে যাবেন এবং তোমরা বাচ্চারাও শান্তিধামে চলে যাবে। সেখানে জ্ঞান বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। সব কিছু দান করার পরে পুনরায় ওঁনার পাট হয়ে যায় সাইলেন্সের।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। যখন শিব ভগবানুবাচ বলা হয় তখন বুঝে নেওয়া উচিত - একমাত্র শিব হলেন ভগবান বা পরমপিতা। তাঁকেই তোমরা আত্মারূপী বাচ্চারা স্মরণ করো। পরিচয় প্রাপ্ত করেছে রচয়িতা পিতার কাছে। সে তো অবশ্যই সবাই নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণ করবে। সবাই একরস ভাবে স্মরণ করবে না। এই কথাটি হলো খুবই সূক্ষ্ম। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্যদেরও আত্মা ভেবে চলা, এই অবস্থাতে মজবুত হতে সময় লাগে। মানুষ তো কিছুই জানে না। না জানার দরুন সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। যেরকম তোমরা বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে, বাবাকে স্মরণ করো, তেমন করে অন্য কেউ স্মরণ করতে পারবে না। কোনও আত্মার বাবার সঙ্গে যোগ নেই। এইসব কথা হলো অত্যন্ত গূহ্য, সূক্ষ্ম। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বলাও হয় যে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। তাই আত্মাকেই দেখা উচিত। শরীর দেখা উচিত নয়। এ হলো অত্যন্ত উচু লক্ষ্য। অনেকে এমনও আছে যারা বাবাকে কখনও স্মরণ করে না। আত্মায় ময়লা জমেছে। মুখ্য কথা আত্মাকে নিয়েই। আত্মা-ই এখন তমোপ্রধান হয়েছে, পূর্বে যা সতোপ্রধান ছিল - এই জ্ঞান আত্মায় নিহিত আছে। জ্ঞানের সাগর হলেন পরমাত্মা। তোমরা নিজেদের জ্ঞানের সাগর বলবে না। তোমরা জানো আমাদের বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে নিতে হবে। তিনি নিজের কাছে রেখে কি করবেন। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধন তো বাচ্চাদেরকেই দিতে হবে। বাচ্চারা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী গ্রহণ করবে। যারা বুদ্ধিতে বেশি জ্ঞান ধারণ করবে তারা ভালো সার্ভিসও করতে পারবে। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনিও আত্মা, তোমরাও আত্মা। তোমরা আত্মারা সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করো। যেমন তিনি হলেন এভার পিওর (সদা পবিত্র), তোমরাও এভার পিওর হবে। তারপরে যখন অপবিত্রতা একটুও থাকবে না তখন উপরে চলে যাবে। বাবা স্মরণের যাত্রার যুক্তি শেখান। এই কথা তো তোমরা জানো যে তোমাদের সারা দিন বাবার স্মরণ থাকে না। এখানে বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সম্মুখে বসে বোঝান, অন্য বাচ্চারা তো সম্মুখে শোনে না। মুরলী পড়ে। এখানে তোমরা সম্মুখে আছো। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো এবং জ্ঞানও ধারণ করো। আমাদের বাবার মতন সম্পূর্ণ জ্ঞান সাগর হতে হবে। ফুল নলেজ যখন তোমরা বুঝে যাবে, তখন মনে করো যেন বাবাকে নলেজ থেকে খালি করে দেবে, তিনি তখন শান্ত হয়ে যাবেন (চুপ করে যাবেন)। এই রকম নয় যে তাঁর অন্তরে জ্ঞান টিপ টিপ পড়তে থাকবে। সব কিছু দান করে দিলে তখন তাঁর পাট হয়ে যাবে সাইলেন্সের। যেমন তোমরা সাইলেন্সে থাকলে তখন তোমাদের জ্ঞান টপটপ করবে কি? এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়। সে যদি কোনও সন্ধ্যাসীর আত্মা হয় তবে বাল্যকাল থেকেই তার শাস্ত্র মুখস্থ থাকবে। তখন তার খুব সুনাম হবে। এখন তোমরা এসেছো নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। সেখানে তো জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যেতে পারবে না। এই সংস্কার সব মার্জ হয়ে যায়। এছাড়া আত্মাদের নিজের নিজের সিটে নিতে হবে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তারপরে তোমাদের শরীরের আধারে নামকরণ হয়। শিববাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি বলেন আমি এই দেহের অর্গান লোন হিসেবে নিয়েছি। তিনি তো শুধু জ্ঞান শোনাতে আসেন। তিনি জ্ঞান শোনে না, কারণ তিনি তো নিজেই হলেন জ্ঞানের সাগর, তাইনা। শুধু মুখ দিয়ে তিনি মুখ্য কাজটি করেন। আসেন শুধুমাত্র পথ বলে দিতে। তিনি শুনে কি করবেন। তিনি সর্বদা শোনান যে এমন এমন করো। সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষের রহস্য বলে দেন। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে নতুন দুনিয়া তো খুব ছোট হবে। এই পুরানো দুনিয়া তো কত বড়। পুরো দুনিয়ায় কত লাইট জ্বলে। লাইট দিয়ে কত কিছু হয়। সেখানে তো দুনিয়াও ছোট হবে, লাইটও কম থাকবে। যেন একটি ছোট গ্রাম। এখন তো কত বড় বড় গ্রাম আছে। সেখানে এতখানি থাকবে না। কয়েকটি মুখ্য মুখ্য রাস্তা থাকবে। ৫ তরুণ সেখানে সতোপ্রধান হবে। কখনও চঞ্চল হবে না। সুখধাম বলা হয়। তার নামই হলো হেভেন। ভবিষ্যতে

তোমরা যত সমীপে আসতে থাকবে তত বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবাও সাক্ষাৎকার করাতে থাকেন। তখন সেই সময় যুদ্ধে সৈন্য বাহিনী বা প্লেন ইত্যাদির প্রয়োজন থাকবে না। তারা তো বলে আমরা এখানে বসে সবাইকে শেষ করতে পারি। তখন এই প্লেন ইত্যাদি কিছুই কাজে লাগবে না। তখন এই চাঁদে বা অন্য গ্রহ ইত্যাদিতে প্লট দেখতেও যাবে না। এইসবই হলো ফালতু, কেবল বিজ্ঞানের অহংকার। কত কত শো করছে। জ্ঞানে কত সাইলেন্স রয়েছে, একে ঈশ্বরের উপহার বলা হয়। বিজ্ঞানে শুধু নানান রকমের উত্থালপাতাল। তারা শান্তি কি তা জানে না।

তোমরা বুঝেছো যে, বিশ্বে শান্তি তো নতুন দুনিয়ায় ছিল, সেটা হলো সুখধাম। এখন তো দুঃখ অশান্তি। এই কথাও বোঝাতে হবে, তোমরা শান্তি চাও, কখনও অশান্তি হবেই না, সে তো আছে শান্তিধাম ও সুখধামে। স্বর্গ তো সবাই চায়। ভারতবাসী-ই বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ-কে স্মরণ করে। অন্য ধর্মের মানুষ স্বর্গ-কে স্মরণ করে না। তারা শুধু শান্তিকে স্মরণ করবে। সুখকে তো স্মরণ করতে পারবে না। নিয়মেই নেই। সুখকে তো তোমরাই স্মরণ করো, তাই তো আহ্বান করো - আমাকে দুঃখ থেকে লিবারেট (উদ্ধার) করো। আত্মারা হলো আসলে শান্তিধামের বাসিন্দা। এই কথাও কেউ জানে না। বাবা বোঝান তোমরা অবুঝ ছিলে। অবুঝ কবে হয়েছে? ১৬ কলা থেকে ১২-১৪ কলায় যবে থেকে যেতে থাকো, অর্থাৎ অবুঝ হয়ে যাও। এখন কোনও কলা নেই। মানুষ কনফারেন্স করতে থাকে। নারীদের এত দুঃখ কেন? আরে, সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই তো দুঃখে আছে। অপরিমিত দুঃখ। এবারে বিশ্বে শান্তি হবে কিভাবে? এখন তো অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি তো এখন হতে পারবে না। সুখ-কে তো জানেই না। তোমরা কন্যারা বসে বোঝাবে এই দুনিয়ায় অনেক প্রকারের দুঃখ রয়েছে, অশান্তি রয়েছে! আমরা আত্মারা যেখান থেকে এসেছি, সেটা হলো শান্তিধাম এবং যেখানে এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, সেটা হলো সুখধাম। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলা হবে না। আদি অর্থাৎ প্রাচীন। সেটা তো ছিল সত্যযুগে। সেই সময় সবাই ছিল পবিত্র। সেটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া, বিকারের নামও থাকে না। তফাৎ রয়েছে, তাইনা। সর্ব প্রথমে নির্বিকারী অবস্থা চাই তাইনা, সেইজন্য বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, কাম এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এখন আত্মা হলো অপবিত্র, আত্মায় খাদ পড়েছে তাই গহনাও (শরীর) এমন তৈরি হয়েছে। আত্মা পবিত্র হলে গয়নাও পবিত্র হবে। স্বর্গকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (নির্বিকারী দুনিয়া) বলা হয়। বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত (শিবপুরের) তোমরা দিতে পারো। সম্পূর্ণ বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু ফাউন্ডেশন (মূল শেকড়) যেটা সেটা নেই। এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই অন্য সব ধর্ম দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই হলো অপবিত্র, এদেরকে বলা হয় মানুষ। তাঁরা হলেন দেবতা। আমি মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে এসেছি। ৮৪ জন্ম মানুষেরই হয়। সিঁড়ির চিত্র দেখাতে হবে যে, যখন তমোপ্রধান হতে থাকে তখন হিন্দু বলা হয়। দেবতা বলতে পারে না। কারণ পতিত হয়েছে। ড্রামাতে এই রহস্যটি রয়েছে, তাইনা। না হলে হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। আদি সনাতন আমরা-ই দেবী-দেবতা ছিলাম। ভারত পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়েছে। তাই নিজেদের হিন্দু বলে দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম তো কেউ স্থাপন করেনি। এই কথাটি বাচ্চাদের ভালো ভাবে ধারণ করে বোঝাতে হবে। আজকাল তো এত সময় দেওয়া হয় না। কম পক্ষে আধ ঘন্টা সময় দিলে তো পয়েন্ট শোনানো যায়। পয়েন্ট তো অনেক আছে। তার মধ্যেও প্রধান প্রধান পয়েন্ট শোনানো হয়। পড়াশোনায় যেমন ভাবে পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতে থাকে তখন হাল্কা পড়া গুলো যেমন অল্ফ-বে ইত্যাদি (অ আ ক খ...) কি স্মরণে থাকে? সেসব ভুলে যায়। তোমাদেরও বলা হয় এখন তোমাদের জ্ঞান বদল হয়েছে। আরে, পড়াশোনাতে যত উপরে যাবে প্রথম পাঠ তো ভুলেই যাবে তাইনা। বাবাও আমাদের প্রতিদিন নতুন নতুন কথা শোনান। প্রথমে পড়াশোনা হাল্কা ছিল, এখন বাবা গুহ্য গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাইনা। জ্ঞান শোনাতে শোনাতে পরে দুটি শব্দের এসে যান যে, অল্ফকে বুঝে গেলে সেটাও যথেষ্ট। অল্ফ-কে (পিতাকে) জানলে বে অর্থাৎ বাদশাহীর (রাজত্বের) কথা তো জেনেই নেবে। এতটুকু বোঝালেও ঠিক আছে। যারা বেশি জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না তারা উঁচু পদের অধিকারীও হতে পারবে না। পাস উইথ অনার হতে পারবে না। কর্মাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত করতে পারবে না, এতেই খুব পরিশ্রম চাই। স্মরণেও পরিশ্রম রয়েছে। জ্ঞান ধারণ করারও পরিশ্রম রয়েছে। দুটোতেই সবাই যদি দক্ষ হয়ে যাবে সেটাও তো সম্ভব নয়। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সবাই নর থেকে নারায়ণ কিভাবে হবে। এই গীতা পাঠশালার এইম অস্কেক্ট হল এটাই। সেটাই হলো গীতা জ্ঞান। সে জ্ঞান কে প্রদান করেন, এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানেই না। এখন হলো কবরখানা (কবরস্থান) এরপর পরিস্থান হবে।

এখন তোমাদের জ্ঞান চিতায় বসে পূজারী থেকে পূজ্য অবশ্যই হতে হবে। বিজ্ঞানীরা কত দক্ষ হয়ে উঠছে। ইনভেনশন করতেই থাকছে। কিছু ভারতবাসী অনেক স্ক্রীলস্ ওখান থেকেই শিখে আসবে। তারা যখন শেষের দিকে আসবে, জ্ঞানকে তারা তেমন একটা গ্রহণ করবে না। কিন্তু স্বর্গে এসে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির কাজ করবে। রাজা-রানী তো হতে পারবে না, রাজা-রানীর সামনে সার্ভিস করবে। নানান রকমের ইনভেনশনস্ বের করতে থাকবে। রাজা-রানী হয় সুখের জন্য।

সেখানে তো সর্ব সুখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাচ্চাদের পুরুষার্থ পুরোপুরি করা উচিত। সম্পূর্ণ পাশ হয়ে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। শীঘ্র ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা উচিত নয়। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা পড়াচ্ছেন। এই মিশন হলো মানুষকে চেঞ্জ করার। যেমন বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানদের মিশন হয়, তাই না। কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্টান শব্দ দুটো বেশ কাছাকাছি শোনায়। উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের অনেক কানেকশন রয়েছে। যে এতখানি অনেক সাহায্য করে, তাদের ভাষা ইত্যাদি ত্যাগ করা এও তো এক প্রকারের ইনসাল্ট। তারা তো আসেই শেষের দিকে। না খুব সুখ ভোগ করে, না দুঃখ। সব ইনভেশন তারা-ই করে। এখানে যদিও তারা চেষ্টা করে কিন্তু অ্যাকুইরেট তৈরি করতে পারবে না। বিদেশের জিনিস বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে থাকে। তারা সততার সাথে তৈরি করে। এখানে ডিস-অনেস্টিটর সাথে তৈরী করে। এখানে হলো অপারিসীম দুঃখ। সকলের দুঃখ দূর করতে পারেন একমাত্র বাবা, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের সামর্থ্য নেই। যতই কনফারেন্স (সম্মেলন) ইত্যাদি করা হোক যে, বিশ্বে শান্তি হোক, কিন্তু ধাক্কা খেতেই থাকে। শুধু মাতা-দের দুঃখের কথা নয়, এখানে তো অনেক প্রকারের দুঃখ রয়েছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ঝগড়াঝাঁটি, লড়াই ইত্যাদির কথা সব। পাই পয়সার কথায় মারামারি করে। সেখানে তো দুঃখের কথাও নেই। এইসবও হিসেব করা উচিত। লড়াই যখন তখন আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। ভারতে যবে থেকে রাবণের আগমন হয় তখন প্রথমে ঘরে ঘরে লড়াই শুরু হয়। একে অপরের থেকে আলাদা হতে থাকে, নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে মরে, তারপরে বাইরের মানুষ আসে। প্রথমে ব্রিটিশ সরকার ছিল না, পরে তারা এসে টাকা কড়ির লোভ দিয়ে নিজেরা রাজত্ব করে গেছে। কত তফাৎ হয়ে যায় - রাত-দিনের। নতুন কেউ তো কিছুই বুঝবে না। নতুন নলেজ কিনা, যা পরে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাবা নলেজ দেন, যা লুপ্ত হয়ে যায়। এই একটি মাত্র পড়াশোনা, একটি বার, একমাত্র বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে তোমাদের সবার সাক্ষাৎকার হতে থাকবে যে তোমরা এমন হবে। কিন্তু তখন কিই বা করণীয় থাকবে। আর উন্নতি করতে পারবে না। রেজাল্ট বেরিয়ে গেলে তখন ট্রান্সফার হওয়ার সময় এসে যাবে। তখন কাঁদবে, চিৎকার করবে। আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করবো। তোমরা পরিশ্রম করো, চারিদিকে যেন খবর পৌঁছায়। তখন নিজের থেকে সেন্টারে ছুটে আসবে। কিন্তু যত দেরি হবে ততই টু লেট হতে থাকবে। তখন আর কিছু জমা করতে পারবে না। টাকা পয়সার প্রয়োজন থাকবে না। বোঝানোর জন্য তোমাদের এই ব্যাজ-ই হবে যথেষ্ট। ইনিই হলেন ব্রহ্মা, তিনিই হলেন বিষ্ণু, বিষ্ণুই হলেন সেই ব্রহ্মা। এই ব্যাজ হলো এমন যাতে সকল শাস্ত্রের সার তত্ত্ব এতেই রয়েছে। বাবা ব্যাজের খুব গুণগান করেন। একটা সময় আসবে যখন সবাই তোমাদের এই ব্যাজকে মাথায় ছোঁয়াবে। মন্মানাভব, এতে আছে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে এইরূপ হবে। ইনিই (ব্রহ্মা বাবা) ৮৪ টি জন্ম নেন। একমাত্র বাবা-ই পুনর্জন্ম নেন না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মরণ করার পরিশ্রম এবং জ্ঞানের ধারণার দ্বারা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করতে হবে। জ্ঞান সাগরের সম্পূর্ণ নলেজ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।

২) আত্মায় যে খাদ পড়েছে সেসব দূর করে সম্পূর্ণ ভাইসলেস হতে হবে। একটুও অপবিত্রতার অংশও যেন না থাকে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই... এই অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- সময় আর সংকল্পরূপী খাজানার উপরে অ্যাটেনশন দিয়ে জমার খাতা বৃদ্ধি করে পদ্মাপদমপতি ভব খাজানা তো অনেক আছে কিন্তু সময় আর সংকল্প, বিশেষতঃ এই দুই খাজানার উপরে অ্যাটেনশন দাও। সকল সময় সংকল্প শ্রেষ্ঠ আর শুভ হলে জমার খাতা বৃদ্ধি হতে থাকবে। এই সময় এক জমা করবে তো পদম প্রাপ্ত হবে, হিসেব রয়েছে। এ হলো এক-কে পদমগুণ করে দেওয়ার ব্যাঙ্ক। সেইজন্য যাকিছুই হোক, যদি কিছু ত্যাগ করতে হয়, তপস্যা করতে হয়, নির্মান হতে হয়, যাকিছুই হোক না কেন... এই দুটি বিষয়ের উপরে অ্যাটেনশন থাকলে পদ্মাপদমপতি হয়ে যাবে।

স্নোগান:- মনোবলের দ্বারা সেবা করো তো তার প্রালব্ধ অনেক অনেক গুণ বেশী প্রাপ্ত হবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সেবার সমাচার শোনার, পড়ার শখ থাকা উচিত, কারণ এতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ে, সার্ভিস করার সঞ্চল উৎপন্ন হয়"

*প্রশ্ন:- সঙ্গমযুগে বাবা তোমাদের সুখ প্রদান করেন না কিন্তু সুখের পথ বলে দেন - কেন?

*উত্তর:- কারণ সকলেই বাবার সন্তান, যদি এক সন্তানকে সুখ দেন সেটাও তো ঠিক নয়। লৌকিক বাবার কাছ থেকে বাচ্চারা অবশ্যই তাদের ভাগ পায়, অসীম জগতের পিতা (সুখের) প্রাপ্তি বন্টন করেন না, সুখের পথ বলে দেন। যারা সেই পথে চলে, পুরুষার্থ করে, তারা উচ্চপদ লাভ করে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সবকিছুই নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, বাবা মুরলী (জ্ঞান) বাজান। মুরলী সকলের কাছেই যায় আর যারা মুরলী পড়ে সার্ভিস করে তাদের খবর ম্যাগাজিনে আসে। এখন যে বাচ্চারা ম্যাগাজিন পড়ে, তারা সেন্টারের সেবার খবর জানতে পারবে - অমুক-অমুক স্থানে এমন-এমন সেবা হচ্ছে। যারা পড়বেই না তারা কোনো খবর জানতেও পারবে না আর পুরুষার্থও করবে না। সার্ভিসের খবর শুনে মনে হয় আমিও যদি এরকম সেবা করতে পারি। ম্যাগাজিন পড়ে জানা যায়, আমাদের ভাই-বোনেরা কত সেবা করছে। একথা তো বাচ্চারা বোঝে - যত সার্ভিস ততই উচ্চপদের প্রাপ্তি, তাই ম্যাগাজিনও উৎসাহ প্রদান করে সার্ভিস করার জন্য। এ (ম্যাগাজিন) এমনই (ফালতু) তৈরী হয় না। অপ্রয়োজনীয় তারাই মনে করে যারা নিজেরা পড়ে না। কেউ বলে, আমাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, আরে রামায়ণ, ভাগবত, গীতা ইত্যাদি শোনার জন্য যাও, এও শোনা উচিত। তা নাহলে সার্ভিসে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে না। অমুক স্থানে এই সেবা হয়েছে। যদি শখ থাকে তবে কাউকে বল যে, সে পড়ে শুনিয়ে দিক। অনেক সেন্টারে এমনও অনেকে রয়েছে যারা ম্যাগাজিন পড়েই না। অনেকেই আছে যাদের তো সার্ভিসের কোনো নাম-নিশানই (চিহ্ন) থাকে না। তাহলে পদও তেমনই পাবে। একথা তো বোঝে যে, রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। তাতে যে যতটা পরিশ্রম করবে, ততটাই উচ্চপদ লাভ করবে। পড়ায় মনোযোগ না দিলে ফেল হয়ে যাবে। সবকিছুই নির্ভর করে এইসময়ের পড়ার উপর। যতই পড়বে আর পড়াতে তত নিজেরই লাভ হবে। এমন অনেক বাচ্চারাই রয়েছে, যাদের ম্যাগাজিন পড়ার কথা মনেও আসে না। তারা পাই-পয়সার (সামান্য) পদ প্রাপ্ত করে। ওখানে (স্বর্গে) একথা মনেও থাকবে না যে এ পুরুষার্থ করেনি তাই এই পদ পেয়েছে। না। এখানেই কর্ম-বিকর্মের সব কথা বুদ্ধিতে আসে।

কল্পের সঙ্গমযুগেই বাবা বোঝান, যারা বোঝে না তারা তো প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন। তোমরাও বোঝো যে, আমরা তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম, তাতেও আবার পার্সেন্টেজ থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, এখন কলিযুগ, এখানে দুঃখ অসীম। দুঃখও এমন-এমন রয়েছে, যারা সেমিবেল (বিচক্ষণ) হবে, তারা ঝট করে বুঝে যাবে যে, এ তো ঠিক কথা। তোমরাও জানো, কাল পর্যন্ত আমরা কত দুঃখী ছিলাম, অসীম দুঃখের মধ্যে ছিলাম। এখন আবার অসীম সুখের মধ্যে যাচ্ছি। এ হলো রাবণ-রাজ্য, কলিযুগ - একথাও তোমরা জানো। যারা নিজেরা জানে কিন্তু অন্যদের বোঝায় না, বাবা তাদের বলেন যে, এরা কিছুই জানে না। এরা জানে তখনই বলা হবে যখন সার্ভিস করবে, সেই খবর ম্যাগাজিনে আসবে। প্রতিদিন বাবা অনেক সহজ পয়েন্টস্ শোনাতে থাকেন। মানুষ তো জানে যে, কলিযুগ এখনও শিশু, যখন সঙ্গম মনে করবে তখনই পার্থক্য বুঝতে পারবে - সত্যযুগ আর কলিযুগের। কলিযুগে অসীম দুঃখ রয়েছে, সত্যযুগে সুখ অসীম। বাচ্চারা বলো, বাবা আমাদের অসীম সুখ দিচ্ছেন, যার বর্ণনা আমরা করছি। আর কেউ এমনভাবে বোঝাতে পারবে না। তোমরা নতুন কথা শোনাও আর কেউ তো একথা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না যে তোমরা স্বর্গবাসী না নরকবাসী? বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নব্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে, এতো পয়েন্টস্ স্মরণ করতে পারবে না, বোঝানোর সময় দেহ-অভিমান চলে আসে। আত্মাই শোনে বা ধারণ করে। কিন্তু বড়-বড় মহারথীরাও একথা ভুলে যায়। দেহ-অভিমাণে এসে বলতে থাকে, এমন সবার হয়। বাবা তো বলেন, সবাই পুরুষার্থী। এমনও নয় যে, সবাই আত্মা মনে করে কথা বলে। না, বাবা, (সকলকে) আত্মা মনে করে জ্ঞান প্রদান করেন। বাকি যারা ভাই-ভাই, তারা পুরুষার্থ করছে - এমন (আত্ম-স্থিতিতে) অবস্থায় স্থির হতে হবে। তাই বাচ্চাদেরও বুঝতে হবে, কলিযুগে তো অসীম দুঃখ, সত্যযুগে সুখ অসীম। এখন সঙ্গমযুগ চলছে। বাবা পথ বলে দেন, এমন নয় যে, বাবা সুখ দেন। তিনি সুখের পথ বলে দেন। রাবণও দুঃখ দেয় না, দুঃখের অর্থাৎ উল্টো পথ বলে দেয়। বাবা না দুঃখ দেন, না সুখ দেন, সুখের পথ বলে দেন। তাই যে যত পুরুষার্থ করবে ততই সুখ পাবে। তিনি সুখ দেন না। বাবার শ্রীমতে চলে সুখ পায়। বাবা তো শুধু রাস্তা বলে দেন, রাবণের থেকে

দুঃখের পথের খোঁজ পাওয়া যায়। যদি বাবা-ই দেন তাহলে সকলেরই একই রকমের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। যেমন লৌকিক পিতাও তার উত্তরাধিকার বন্টন করেন। এখানে তো, যে যেমন পুরুষার্থ করবে তেমন। বাবা তো অতি সহজ পথ বলে দেন। এইরূপ এইরূপ করলে তবেই উচ্চপদ লাভ করবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হয় যেন আমরা সর্বাপেক্ষা উচ্চপদ লাভ করি, তারজন্য পড়তে হবে। আবার এমনও নয় যে ও উচ্চপদ পাবে, আর আমি বসে থাকবো। না, সর্বপ্রথমে পুরুষার্থ। ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। কেউ তীব্র পুরুষার্থ করে, কেউ কম। সর্বপ্রাপ্তি পুরুষার্থের উপরেই। বাবা তো পথ বলে দেন - আমাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। ড্রামার উপরেই সবকিছু ছাড়তে হবে। এ হলো বোঝার মতো বিষয়।

ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। তাই যে পার্ট পূর্বে প্লে করেছি সেটাই পুনরায় প্লে করতে হবে। সব ধর্মই পুনরায় স্ব-স্ব সময়ানুসারে আসবে। মনে কর, খ্রীস্টানরা এখন ১০০ কোটি, পুনরায় এতজনই তাদের ভূমিকা পালন করতে আসবে। না আত্মার বিনাশ হয়, না তার পার্টের কখনও বিনাশ হতে পারে। এ হলো বোঝার মতো বিষয়। যে বুঝতে পারবে সে বোঝাতেও পারবে। জ্ঞান ধন দান করলে ধন কখনো কমে যায় না। ধারণা হতে থাকবে, অন্যদেরকেও ধনবান তৈরী করতে থাকবে কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে নিজেকে দুর্ভাগ্যশালী মনে করবে। টিচার বলবে যে, তোমরা বোঝাতে না পারলে তো তোমাদের ভাগ্যে কম পদপ্রাপ্তি রয়েছে। ভাগ্যে না থাকলে, পুরুষার্থ কি করতে পারবে! এ হলো অসীম জগতের পার্টশালা। প্রত্যেক (লৌকিক) টিচারের নিজস্ব পড়ানোর সাস্ক্রেপ্ট হয়। বাবার পড়ানোর কায়দা তো বাবা-ই জানেন আর বাচ্চারা, তোমরা জানো, আর কেউ জানতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা কত প্রচেষ্টা কর তবুও কেউ-কেউই বোঝে। বুদ্ধিতে বসেই না। যত সমীপে যেতে থাকবে, দেখতে পারবে যে ততই সমঝদার হয়ে যাচ্ছে। এখন মিউজিয়াম, আধ্যাত্মিক কলেজ ইত্যাদি খোলে। তোমাদের এই নামই তো সবচেয়ে বিচিত্র, আধ্যাত্মিক বিশ্ব বিদ্যালয়। গভর্নমেন্টও দেখবে। বলো, তোমাদের হলো স্কুল (জাগতিক) বিশ্ববিদ্যালয়, আর এ হলো আধ্যাত্মিক (রুহানী)। আত্মা (রুহ) পড়ে। আত্মিক পিতা একবারই এসে সমগ্র ৮৪ চক্রের পড়া তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের পড়ান। তোমরা ফিল্মে (ড্রামা) দেখবে যে তা ৩ ঘন্টা অন্তর-অন্তর হুবহু রিপীট হবে। এও ৫ হাজার বছরের চক্র, যা হুবহু রিপীট হয়। বাচ্চারা, এ শুধু তোমরাই জানো। ভক্তিতে ওরা শুধু শাস্ত্রকেই সঠিক (সত্য) বলে মনে করে। তোমাদের কোনো শাস্ত্র নেই। বাবা বসে বোঝান, বাবা কি কোনো শাস্ত্র পড়েছেন? ভক্তি মার্গের লোকেরা তো গীতা পার্ট করে শোনায়। পড়াশোনা করে তো আর মায়ের পেট থেকে বেরোবে না। পড়ানোর পার্ট হলো অসীম জগতের পিতার। নিজের পরিচয় দেন। দুনিয়া তো জানেই না। গাওয়াও হয় - বাবা জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একথা বলা হয় না যে তিনি জ্ঞানের সাগর। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও কি জ্ঞানের সাগর? না, এও বিস্ময়কর, আমরা ব্রাহ্মণরাই শ্রীমত অনুসারে এই জ্ঞান শোনাই। তোমরাও জানো যে, সেই অর্থে আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। অনেকবার এমন হয়েছে, পুনরায় হবে। মানুষের বুদ্ধিতে যখন প্রবেশ করবে তখন তারা মানবে। তোমরাই কেবল জানো যে, প্রতি কল্পে আমরাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দওক-সন্তান হই। যারা বোঝে তারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে? প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই এটি রয়েছে। স্কুলেও এমন হয় - কেউ স্কলারশিপ পায়, কেউ আবার ফেলও করে। পুনরায় নতুন করে পড়তে হয়। বাবা বলেন যে, বিকারে পতিত হলে সব উপার্জনই নষ্ট হয়ে যায়, আর পুনরায় বুদ্ধিতেও বসে না। তখন ভিতরে-ভিতরে দংশন হতে থাকবে।

তোমরা জানো যে, এই জন্মে যা পাপ করেছে সে তো সকলেই জানে। কিন্তু পূর্ব জন্মে কি করেছে তা তো স্মরণে নেই। অবশ্যই পাপ করেছে। যারা পুণ্যাত্মা ছিল তারাই পাপাত্মা হয়ে গেছে। সব হিসেব-নিকেশ বাবা বসে বোঝান। অনেক বাচ্চারা আবার ভুলেও যায়, পড়ে না। যদি পড়ে তাহলে (অন্যদের) পড়াতেও অবশ্যই পারবে। কোনো স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়, এই পড়া কত উচ্চ(বড়)। বাবার এই পড়ার (জ্ঞানের) দ্বারাই সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় পরিবার তৈরী হয়। এই জন্মেই তারা পড়াশোনা করে আর পদপ্রাপ্ত করে। তোমরা তো জানো যে, এই পড়ার জন্য যে পদপ্রাপ্তি ঘটে তা পাওয়া যায় নতুন দুনিয়ায়। নতুন দুনিয়া আর অতি দূরে নয়। যেমন বস্ত্র বদল করা হয় তেমনই পুরানো দুনিয়াকে ছেড়ে যেতে হবে নতুন দুনিয়ায়। বিনাশও অবশ্যই হবে। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। এই পুরানো বস্ত্র (শরীর) পুনরায় ছেড়ে যেতে হবে। নস্বরের ক্রমানুসারে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে, যারা ভালভাবে পড়বে তারাই প্রথমে স্বর্গে আসবে। বাকিরা পরে আসবে। তারা কি স্বর্গে আসতে সমর্থ হবে, না হবে না। স্বর্গে যারা দাস-দাসী হবে তারাও হৃদয়ে বসে থাকবে। এমন নয় যে সবাই আসতে পারবে। এখন আধ্যাত্মিক কলেজ ইত্যাদি খুলতে থাকে, সকলেই এসে পুরুষার্থ করবে। যারা পড়াশোনায় তীক্ষ্ণ হবে, তারা এগিয়ে যেতে পারবে। তারা উচ্চপদ লাভ করবে। যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হবে তারা কম পদ প্রাপ্ত করবে। এমনও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে স্বল্পবুদ্ধির আত্মাও ভাল পুরুষার্থ করতে শুরু করে দেবে। আবার কোনো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্নও নীচে চলে যেতে পারে। পুরুষার্থের দ্বারাই তা বোঝা যায়। এই সকল ড্রামাই ঘটে

চলেছে। আত্মা শরীর ধারণ করে এখানে তার নিজ ভূমিকা পালন করে, আবার নতুন বস্ত্র ধারণ করে তার নতুন ভূমিকা পালন করে। কখন যে কি কি হয়ে যায়। সংস্কার আত্মায় থাকে। বাইরে (লৌকিক জগতে) তো এতটুকুও জ্ঞান কারোর কাছে নেই। বাবা যখন এসে পড়ান তখনই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। টীচারই নেই তাহলে জ্ঞান কোথা থেকে আসবে। ওরা হলো ভক্ত। ভক্তিতে তো অসীম দুঃখ, যদিও মীরার সাক্ষাৎকার হয়েছিল কিন্তু সুখ কি পেয়েছিল, না পায় নি। সে অসুস্থও কি হয় নি! ওখানে (স্বর্গে) তো কোনো রকমের দুঃখের কথাই নেই। এখানে অসীম দুঃখ আর ওখানে সুখ অসীম। এখানে সকলেই দুঃখী, রাজারও দুঃখ আছে, তাই না। এর নামই হলো দুঃখধাম। আর ওটা হলো সুখধাম। সম্পূর্ণ দুঃখ আর সম্পূর্ণ সুখের এ হলো সঙ্গমযুগ। সত্যযুগে হলো সম্পূর্ণ সুখ, কলিযুগে সম্পূর্ণ দুঃখ। যত রকমের দুঃখ রয়েছে সবই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভবিষ্যতে আরও কত দুঃখ পেতে থাকবে। অগাধ দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে।

যারা তোমাদের বলার জন্য খুব কম সময় দেবে, দুই মিনিট দিলেও তাতেই বোঝাও যে, সত্যযুগে অসীম সুখ ছিল যা বাবা দেন। রাবণের থেকে অসীম দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বলেন, কাম-বিকারের উপর বিজয়লাভ কর তবেই জগৎ-জিৎ হবে। এই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। এতটুকু শুনলেও স্বর্গলাভ করবে। প্রজা তো অনেক। কোথায় রাজা, আর কোথায় ফকির (রক্ষ)। প্রত্যেকের নিজস্ব বুদ্ধি রয়েছে। যারা নিজেরা বুঝে অন্যদের বোঝায়, তারাই উচ্চ পদ লাভ করে। এই স্কুলও অতি বিচিত্র। ভগবান এসে পড়ান। শ্রীকৃষ্ণ তো তাও দৈবী-গুণসম্পন্ন দেবতা। বাবা বলেন, আমি তো সব দৈবী-গুণ আর আসুরী-গুণ থেকে পৃথক। আমি তোমাদের পিতা, এখানে আসি তোমাদের পড়াতে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরম আত্মাই দেন। গীতা-জ্ঞান কোনো দেহধারী মানুষ বা দেবতা দেয়নি। বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়, তাহলে কৃষ্ণ কে? দেবতা কৃষ্ণই তো বিষ্ণু - একথা কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ ভুলে যায়। নিজে যদি সম্পূর্ণ বোঝে তবেই অন্যদের বোঝাতে পারবে। সার্ভিস করে প্রমান নিয়ে এলে তবেই বোঝা যাবে যে সার্ভিস করছে। তাই বাবা বলেন, লম্বা-চওড়া সমাচার লিখো না, ওই অমুকে আসবে, এভাবে বলে গেছে... এইসব লেখার প্রয়োজনই নেই। সংক্ষেপে লিখতে হয়। দেখো, যখন এসেছে, থাকবে কি? সে যখন জ্ঞান বুঝবে আর সেবা করতে শুরু করবে, তখন বাবাকে লেখো। কেউ-কেউ সমাচার লেখে শুধু ফর শো। বাবা সব কিছুই রিজাল্ট দেখতে চায়। এমনিতে তো অনেকেই বাবার কাছে আসে, পরে চলেও যায়, এতে কি লাভ হয়। তাদের বাবা কি করবে। এতে না তাদের লাভ, না তোমাদের। এতে তোমাদের মিশন তো বৃদ্ধিলাভ করে না। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো বিষয়েই অসহায় বোধ করবে না। নিজের মধ্যে জ্ঞানকে ধারণ করে তা দান করতে হবে। অন্যদের ভাগ্যকেও জাগাতে হবে।।

২) কারো সাথে কথা বলার সময় নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে (অন্য) আত্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এতটুকুও দেহ-অভিমান যেন না আসে। বাবার কাছ থেকে যে অসীম সুখ প্রাপ্ত করেছে, সেইসব অন্যদেরকে বন্টন করতে হবে।

বরদানঃ:- হৃদয় আর বুদ্ধি এই দুই এর ব্যালেন্স রেখে সেবা করে সদা সফলতামূর্তি ভব
কখনও কখনও বাচ্চারা সেবাতে কেবল বুদ্ধি ইউজ করে। কিন্তু হৃদয় আর বুদ্ধি এই দুটি দিয়ে সেবা করো তাহলে সেবাতে সফলতামূর্তি হয়ে যাবে। যারা কেবল বুদ্ধি দিয়ে সেবা করে তাদের বুদ্ধিতে অল্প সময়ের জন্য বাবার স্মরণ থাকে যে - হ্যাঁ বাবা-ই করাচ্ছেন কিন্তু কিছু সময় পরে পুনরায় সেই আমিষ ভাব এসে যায়। আর যে হৃদয় থেকে সেবা করে তার হৃদয়ে বাবার স্মরণ সদাই থাকে। হৃদয় থেকে সেবা করলে তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। আর যদি দুইএর ব্যালেন্স থাকে তাহলে সদাই সফলতা হতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- অসীম জগতে থাকো তাহলে পার্থিব জগতের কথা স্বভাবতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ডবল মুকুটধারী রাজা হতে হবে, সুতরাং খুব সার্ভিস (সেবা) করো, প্রজা তৈরি করো, সঙ্গম যুগে তোমাদের শুধু সার্ভিসই করতে হবে, এতেই কল্যাণ রয়েছে"

*প্রশ্নঃ - পুরানো দুনিয়া বিনাশ হওয়ার আগে প্রত্যেককে কোন্ অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হবে?

*উত্তরঃ - তোমরা বাচ্চারা যোগবল দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করে তোলা, এই যোগবলের দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হবে। তোমাদের এখন বাণপ্রস্থে যেতে হবে, সেইজন্য এই শরীরের শৃঙ্গারের প্রয়োজন নেই। এই শরীর তো ওয়ার্থ নট এ পেনী (কাণাকড়িও মূল্য নেই)। এর প্রতি আসক্তি মিটিয়ে ফেলো, বিনাশের আগে বাবার মতো দয়াশীল হয়ে নিজেকে আর অন্যদেরও অলঙ্কৃত করে তোলা। অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো।

ওম্ শান্তি। এখন তো বাচ্চারা ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে বাবা আসেন পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে। ওঁনাকে আহ্বান করাই হয় এই একটি বিষয়ের জন্য যে, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। কেননা পবিত্র দুনিয়া অতীত হয়ে গেছে, এখন দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে। পবিত্র দুনিয়া কবে অতীত হয়েছে, কত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, এসব কেউ-ই জানেনা। তোমরা বাচ্চারা জান বাবা এই শরীরে (ব্রহ্মা) এসেছেন। তোমরাই আহ্বান করে বলেছ বাবা তুমি এসে আমাদের, অর্থাৎ পতিতদের পথ বলে দাও, আমরা কি ভাবে পবিত্র হবো? এটা তো জান আমরা পবিত্র দুনিয়াতে ছিলাম, এখন পতিত দুনিয়াতে আছি। এখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হতে চলেছে। নতুন দুনিয়ার আয়ু (সময় সীমা) কত, পুরানো দুনিয়ার আয়ু কতদিন ছিল - এটা তো কেউ-ই জানে না। যখন তোমরা পাকা বিল্ডিং তৈরি করে থাকো তখন বলতে পারো এটা এতদিনের। কাঁচা বাড়ি তৈরি করলেও বলতে পারবে এটা এতো বছরের। তোমরা বুঝতে পারো এটা কত বছর চলতে পারে! মানুষ তো জানেই না এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আয়ু কতদিন? নিশ্চয়ই বাবাকে এসেই বলতে হবে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই পুরানো পতিত দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, নব নির্মিত পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে। নব নির্মিত দুনিয়াতে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে। নতুন দুনিয়া হলো সত্যযুগ, যাকে সুখধাম বলা হয়ে থাকে, এ হলো দুঃখ ধাম, এর শেষ অবশ্যই হতে হবে। তারপর আবার সুখধাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, সবাইকে এটা বোঝাতে হবে। বাবা ডায়রেকশন দিয়ে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তারপর অন্যদেরও এই পথের হৃদিশ বলে দাও। লৌকিক পিতাকে তো সবাই জানে, পারলৌকিক পিতাকে কেউ জানে না। সর্বব্যাপী বলে থাকে। কচ্ছ-মচ্ছ অবতার এমনকি ৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যেও নিয়ে গেছে। দুনিয়াতে কেউ-ই পারলৌকিক বাবাকে জানে না। বাবাকে জানলেই সব বুঝতে পারবে। তিনি যদি নুড়ি, পাথরে অবস্থান করে থাকেন তবে তো তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রশ্নই আসে না। দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু তাদের বৃত্তি সম্পর্কে কেউ-ই জানেনা, সম্পূর্ণ রূপে এই বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং সর্বপ্রথম মূল বিষয় হলো বোঝানো। শুধুমাত্র চিত্র দ্বারা কেউ বুঝতে পারবে না। মানুষ বিচারে না পিতাকে জানে, না রচনাকে জানে যে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে কিভাবে এই রচনা রচিত হয়েছে। দেবতাদের রাজ্য কবে ছিল, যাদের পূজা করে, কিছুই জানে না। ওরা ভাবে লক্ষ বছর ধরে সূর্য বংশী রাজধানী চলেছে, তারপর চন্দ্রবংশীও লক্ষ বছর ধরে চলেছে, একেই বলে অজ্ঞানতা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বাবা এসে সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। তোমরাও তারপর এর পুনরাবৃত্তি করে থাক। বাবাও তো রিপোর্ট করেন, তাইনা! এভাবেই বোঝাও, বার্তা পৌঁছে দাও, নয়তো রাজধানী স্থাপন কিভাবে হবে। এখানে বসে থাকলে চলবে না। হ্যাঁ, ঘরে বসে আছে যারা তাদেরও প্রয়োজন। ওরা তো ড্রামানুসারে বসে আছে। যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণেরও তো প্রয়োজন আছে। বাবার কাছে কত বাচ্চারা আসে মিলিত হওয়ার জন্য। কেননা শিববাবার কাছে থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। লৌকিক বাবার কাছে বাচ্চা যখন আসে সে জানে পিতার কাছে থেকে তার উত্তরাধিকার নিতে হবে। কন্যা আসলেও সে তো অর্ধেক অংশীদার হবে। সত্যযুগে সম্পত্তি অধিকারের জন্য কোনও বিবাদ (লড়াই, ঝগড়া) ইত্যাদি হয় না। এখানে তো কাম বিকার নিয়েও ঝগড়া হয়। সত্যযুগে ৫ ভূতের (বিকার) কোনও অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং দুঃখের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। সব রকমের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়। এখানে তো ভাবে স্বর্গ ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে। চিত্রও আছে কিন্তু এই ধারণা তোমরা বাচ্চাদের এখনই আসে। তোমরা জান এই চক্র প্রতি ৫ হাজার বছর পর পুনরায় রিপোর্ট হয়ে থাকে। শাস্ত্রে কেউ এটা লিখে যায়নি যে সূর্য বংশী-চন্দ্র বংশী রাজবংশ ২৫০০ হাজার বছর ধরে চলে। ব্রহ্মা বাবা সংবাদপত্রে পড়েছিলেন যে বরোদার (গুজরাতে, বর্তমান নাম ভদোদরা) রাজভবনে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। যে কোনও রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে মানুষ তখন সম্পূর্ণ রূপে

ভক্তিতে নিযুক্ত হয়ে পড়ে, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য। ভগবান এভাবে সন্তুষ্ট হন না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। ভক্তিতে ভগবান কখনও খুশি হন না, তোমরা বাচ্চারা জান অর্ধকল্প ধরে ভক্তি চলে, ওরা নিজেরাই নিজেদের দুঃখের কারণ হয় ভক্তি করতে করতে সব কিছু শেষ করে দেয়। এ ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যকই বুঝবে যে বাচ্চারা সার্ভিস করে, তারাই খবর দিতে থাকে। বোঝানো হয়ে থাকে এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। ঈশ্বর তো দাতা, উনি কিছুই গ্রহণ করেন না। ওনাকে কেউ কিছুই দিতে পারে না, বরং সব নষ্ট করতে থাকে। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বি. কে. বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কত ধন ঈশ্বর দিয়েছিলেন, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন সেইসব কি করেছে? এতো কাণ্ডাল কি করে হয়েছে? এখন আবার এসেছি, তোমরা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে উঠেছো, মানুষ তো এসব বিষয়ে কিছুই জানে না। তোমরা জান এই পুরানো দুনিয়াতে আর থাকবো না। এ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের কাছে যত অর্থই থাক না কেন, তা কারও কাজে আসবে না। যখন বিনাশ হবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে। অনেক মাইলের উপর বড়ো বড়ো সব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। এত সম্পদ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা তোমরা জানো যে, যখন আমাদের রাজ্য ছিল তখন অন্য কিছু ছিল না। ওখানে (সত্য যুগে) অগাধ ধন ছিল। জ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পারবে কি কি ঘটতে চলেছে। গভর্নমেন্ট কত সোনা, রূপা, অর্থ ইত্যাদি আছে তার বাজেট পেশ করে, ঘোষণা করে থাকে এই বাজেটে এতো খরচ হবে। বারুদের জন্য কত খরচা করে থাকে কিন্তু এর থেকে আয় তো কিছুই হয় না। বারুদ তো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়। রাখা হয় সোনা, রূপা। গোল্ডেন এজ দুনিয়াতে কয়েনও সোনার হয়। সিলভার এজ এ কয়েন হয় রূপার। ওখানে অগাধ ধন ঈশ্বর্য থাকে, তারপর কম হতে হতে এখন দেখ কি বেড়িয়েছে! কাগজের নোট। বিদেশেও কাগজের নোট। কাগজ তো কোনও কাজের জিনিস নয়। তবে আর কি থাকল! এতো বড়ো বড়ো বিল্ডিং সব শেষ হয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, যা কিছু দেখছ, মনে কর এসব কিছুই নেই। এ সবই তো ধ্বংস হয়ে যাবে। শরীরও পুরানো, কানাকড়িও মূল্য নেই, কেউ যত সুন্দরই হোক না কেন। এই দুনিয়া অল্প সময়ের জন্য আছে। কোনও নিশ্চয়তা নেই। বসে বসেই মানুষের হার্ট ফেল হয়ে যায়। মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। সত্যযুগে এসব কিছুই হবে না। যোগবল দ্বারা তোমাদের শরীর কল্পতরুর মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে পেয়েছো, বাবা বলেন এই দুনিয়াতে তোমাদের আর থাকার প্রয়োজন নেই। এ হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন যোগবল দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করতে হবে। ওখানে তো সন্তানও যোগবল দ্বারাই জন্ম নেবে। বিকারের কোনও ব্যাপারই নেই। যোগবলের দ্বারাই তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করে তোল, বাকি বিষয় এমন কিছুই বড় নয়। এসব বিষয় তারাই বুঝবে যারা নিজ বংশের হবে (ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত)। অবশিষ্ট যারা থাকবে তাদের শান্তিধামে যেতে হবে, ওটাই হলো প্রকৃত ঘর, কিন্তু মানুষ তাকে ঘর বলে ভাবেই না। ওরা বলে একজন আত্মা সেখানে যায়, অন্য এক আত্মা নীচে নেমে আসে। সৃষ্টির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রচয়িতা আর রচনাকে তোমরা জেনেছ, সেইজন্যই তোমাদের প্রচেষ্টা থাকে অন্যদের বোঝানো। এটাই ভাব যদি বাবার স্টুডেন্ট হয়ে যায়, সব কিছু জানতে পারলে খুশি হতে পারবে। আমরা তো এখন অমরলোকে যেতে চলেছি। অর্ধকল্প ধরে মিথ্যে কাহিনী শুনে এসেছি। এখন তো খুব খুশি হওয়া উচিত- আমরা অমরলোকে যাব। এই মৃত্যু লোকের এখন অন্তিম সময়। আমরা খুশির খাজানা (সম্পদ) এখান থেকেই ভরপুর করে নিয়ে যাই। সুতরাং এই উপার্জন সঞ্চয় করতে, খুশির ঝুলি ভরপুর করতে সেবার কাজে লেগে পড়া উচিত। ব্যর্থ সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এখন শুধুমাত্র অন্যদের সেবা করে, নিজের ঝুলি ভরপুর করতে হবে। বাবা শেখান কিভাবে দয়াশীল হতে হয়! অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো। এই প্রশ্ন কোনও সল্যাসী, বিদ্বান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতে পারে না। ওরা তো জানেই না স্বর্গ কোথায়, নরক কোথায়। যত বড় উচ্চ পদস্থই হোক না কেন, এয়ার কমান্ডার চিফ হোক, সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার চিফ হোক, বা নেভিতেই হোক তোমাদের কাছে এদের তুলনা কিছুই না। তোমরা জান খুব অল্প সময় আছে। স্বর্গ কি তা তো কেউ জানেই না। এই সময় তো চতুর্দিকে মারামারি চলেছে, ওদের এরোপ্লেন বা সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন-ই নেই। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে। আলো, এরোপ্লেন ইত্যাদি সবকিছুই থাকবে কিন্তু দুনিয়া কত ছোট হয়ে যাবে, ভারতই থাকবে। ঠিক যেমন মডেল তৈরি করা হয়। কারও বুদ্ধিতেই আসবে না যে মৃত্যু শেষ পর্যন্ত কিভাবে আসবে। তোমরা জানো মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। ওরা বলে আমরা এখানে বসেই বোমা নিক্ষেপ করবো, যেখানেই পড়বে সব শেষ হয়ে যাবে। কোনও সেনা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে না। এক-একটি এরোপ্লেন তৈরি করতে কোটি টাকা খরচ হয়। সবার কাছে কত সোনা থাকে, টন টন সোনা সব সমুদ্র গর্ভে চলে যাবে।

সম্পূর্ণ এই রাবণ রাজ্য হলো একটা আইল্যান্ড (দ্বীপ)। অসংখ্য মানুষের বাস। তোমরা সবাই নিজের রাজ্য স্থাপন করতে চলেছো। সুতরাং সার্ভিসে ব্যস্ত থাকা উচিত। কোথাও বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেখো সবাই কত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সবাইকে খাদ্য ইত্যাদি পৌঁছে দিতে সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। জলমগ্ন হয়ে পড়ার আগেই সবাই পালাতে শুরু করে।

তাহলে বিচার কর যে, কিভাবে সব শেষ হয়ে যাবে। বিশ্বের চতুর্দিকে মহাসাগর রয়েছে। যখন ধ্বংস হবে সবকিছু জলমগ্ন হয়ে পড়বে, চারদিকে শুধু জল আর জল। তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে যখন আমাদের রাজধানী ছিল সেই সময় বস্ত্রেরা চি ইত্যাদি ছিল না। ভারত খুব ছোট হয়ে যাবে, আর থাকবে মিষ্টি জলের নদী। ওখানে কুয়ো ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। পান করার জন্য স্বচ্ছ জল থাকবে। ওখানে নদীর পাড়ে বসে সবাই খেলাধুলা করবে। সেখানে ময়লার কোনও প্রশ্নই নেই, নামই হলো হলো স্বর্গ, অমরলোক। নাম শুনেই মনে হয় খুব শীঘ্রই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ পড়াশোনা শেষ করে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। ঈশ্বরীয় পাঠ নিজে পড়ে অন্যদেরও পড়াব। সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তা (পয়গাম) দাও। কল্প পূর্বে যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল তারাই গ্রহণ করবে। তারা পুরুষার্থ করতে থাকে। কারণ বেচারারা তো বাবাকেই জানে না। বাবা বলেন পবিত্র হও। যারা হাতে স্বর্গ পেতে চলেছে তারা কেন পবিত্র থাকবে না। তাদের বল, কেন আমরা এক জন্মের জন্য পবিত্র হব না, যখন আমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছি। ভগবানুবাচ - তোমরা এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে ২১ জন্মের জন্য। শুধুমাত্র এই একটি জন্ম আমার শ্রীমৎ-এ চলো। রাখী বন্ধনও এরই চিহ্ন বহন করে। তবে কেন আমরা পবিত্র থাকতে পারবো না। অসীম জগতের বাবা অঙ্গীকার করছেন। বাবাই ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, যাকে সুখধাম বলা হয়। অগাধ সুখ ছিল, এখন হলো দুঃখ ধাম। যদি কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারো তবে অন্যরাও তোমার কথা শুনবে। যোগযুক্ত স্থিতিতে বোঝালে সবাই সময়কেও ভুলে যাবে। ১৫-২০ মিনিটের পরিবর্তে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ধরে শুনতে থাকবে। কিন্তু সেই শক্তি থাকা প্রয়োজন। দেহ-অভিমান থাকা উচিত নয়। এখানে শুধু সার্ভিস করতে হবে, তবেই কল্যাণ হবে। তোমরা রাজা হবে কিন্তু প্রজা কোথায় তৈরি করেছে। বাবা কি এমনিই মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ি) রাখবেন! প্রজা কি কখনও ডবল মুকুটধারী হয়? তোমাদের লক্ষ্যই হলো ডবল মুকুটধারী হওয়া। বাবা বাচ্চাদের উৎসাহিত করেন। জন্ম জন্মান্তরের পাপ মাথায় জমা হয়ে আছে, তা শুধুমাত্র যোগবল দ্বারাই মিটেবে। এই জন্মে কি - কি করেছে সে তো তোমরা বুঝতেই পারছো, তাই না! পাপ বিনষ্ট করার জন্যই যোগ ইত্যাদি শেখানো হয়। এটা শুধু এ জন্মের জন্যই নয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন। বাকি কৃপা ইত্যাদি চাইবার হলে সাধুদের কাছে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অমরলোকে যাওয়ার জন্য সঙ্গমেই খুশির খাজানা ভরপুর করতে হবে। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। নিজের ঝুলি ভরপুর করে দয়াশীল হয়ে অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে।

২) হাতে স্বর্গ অধিগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। নিজেকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য যুক্তি রচনা করে নিজেই নিজেকে কৃপা করতে হবে। যোগবল জমা করতে হবে।

বরদানঃ:- হজুরকে সদা সাথে রেখে কস্মাইন্ড স্বরূপের অনুভবকারী বিশেষ পার্টধারী ভব বাচ্চারা যখন হৃদয় থেকে বলে 'বাবা', তো তৎক্ষণাৎ দিলারাম হাজির হয়ে যান, এইজন্য বলা হয় - 'হজুর হাজির'। আর বিশেষ আত্মারা তো হলোই কস্মাইন্ড। ভক্তরা বলে যে যদিকেই তাকাই সেদিকেই শুধু তুমি আর তুমি। আর বাচ্চারা বলে - আমরা যা কিছু করি, যেখানে যাই বাবা সাথেই থাকেন। বলা হয় করনকরাবনহার, তো করনহার আর করাবনহার কস্মাইন্ড হয়ে গেলো। এই স্মৃতিতে থেকে যে আত্মারা পার্ট প্লে করে, তারা বিশেষ পার্টধারী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- নিজেকে এই পুরানো দুনিয়াতে গেস্ট মনে করে থাকো, তাহলে পুরানো সংস্কার আর সংকল্পগুলিকে গেট আউট করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়া রাবণের সঙ্গে এসে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছো, পবিত্র চারা গাছ অপবিত্র হয়ে গেছে, এখন আবার পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - প্রত্যেক বাচ্চার নিজের প্রতি কোন্ ওয়ান্ডার (আশ্চর্য) মনে হয়? বাবার বাচ্চাদের প্রতি কোন্ ওয়ান্ডার লাগে?

*উত্তরঃ - বাচ্চাদের ওয়ান্ডার লাগে যে, আমরা কি ছিলাম, কার বাচ্চা ছিলাম, এমন বাবার উত্তরাধিকার আমরা প্রাপ্ত করেছিলাম, সেই বাবাকেই আমরা ভুলে গেছি। রাবণ আসাতে জীবনে এমন কুয়াশা নিয়ে এসেছিলো যে আমরা রচয়িতা আর রচনা, সব ভুলে গিয়েছিলাম। বাবার বাচ্চাদের প্রতি ওয়ান্ডার লাগে যে, যে বাচ্চাদের আমি এতটা উচ্চ বানিয়েছিলাম, রাজ্য - ভাগ্য দিয়েছিলাম, সেই বাচ্চারাই আমার গ্লানি করতে শুরু করেছিলো। রাবণের সঙ্গে এসে সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছে।

ওম্ শান্তি। তোমরা কি চিন্তা করছো? পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে প্রত্যেকের জীবনাই এখন নিজের উপর ওয়ান্ডার হচ্ছে যে, আমরা কি ছিলাম, কার বাচ্চা ছিলাম, আর বরাবর আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম, তারপর কিভাবে আমরা ভুলে গেছি! আমরা সতোপ্রধান দুনিয়াতে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম, খুব সুখী ছিলাম। তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি। রাবণ এলো যেন এতো কুয়াশা এসে গেলো যে, আমরা রচয়িতা এবং রচনাকে ভুলে গেলাম। কুয়াশাতে মানুষ তো রাস্তা ইত্যাদি ভুলে যায়, তাই না। তাই আমরাও ভুলে গিয়েছিলাম যে - আমাদের ঘর কোথায়, আমরা কোথাকার অধিবাসী ছিলাম। বাবা এখন দেখছেন যে, আমার বাচ্চারা, যাদের আমি আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রাজ্য-ভাগ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, তারা বড় আনন্দ এবং মজায় ছিলো, এই ভূমি আবার কি হয়ে গেলো! কিভাবে তারা রাবণের রাজ্যে এসে গেলো! পরের রাজ্যে তো অবশ্যই দুঃখই পাওয়া যাবে। তোমরা কতো বিভ্রান্ত হয়ে গেছো! অন্ধশ্রদ্ধায় তোমরা বাবাকে খুঁজতে থেকেছো কিন্তু কোথায় পেয়েছো? যাঁকে তোমরা নুড়ি - পাথরে বলে দিয়েছো, তাহলে তাঁকে কিভাবে পাবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যেন আশা হারিয়ে ফেলেছো। নিজেরই অজ্ঞানতার কারণে রাবণ রাজ্যে তোমরা কতো দুঃখ ভোগ করেছো। ভারত ভক্তি মার্গে কতো গরীব হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প ভক্তি করেছে, কিসের জন্য? ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। ভক্তির পরেই ভগবান ফল প্রদান করেন। তিনি কি দেন? তা তো কেউ জানেই না, সম্পূর্ণ বুদ্ধি হয়ে গেছে। এই সব কথা বুদ্ধিতে আসা চাই যে - আমরা কি ছিলাম, কিভাবে রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করতাম, তারপর কিভাবে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে অপরমপার দুঃখ। প্রথম প্রথম তোমরা অপরমঅপার সুখে ছিলে। তাই এই কথা মনে আসা উচিত যে, আমাদের নিজের রাজ্যে কতো সুখ ছিলো তারপর পরের রাজ্যে কতো দুঃখ ভোগ করেছি। ওরা যেমন মনে করে ইংরেজ রাজত্বকালে আমরা অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলাম। তোমরা এখন বসে আছো, তোমাদের অন্তরে এই খেয়াল আসা উচিত যে, আমরা কে ছিলাম, কার বাচ্চা ছিলাম? বাবা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজত্ব দিয়েছিলেন তারপর কিভাবে রাবণ রাজ্যে গিয়ে আটকে গেছি। আমরা কতো দুঃখ দেখেছি, কতো মন্দ কর্ম করেছি। সৃষ্টি দিনে দিনে নামতেই থেকেছে। মানুষের সংস্কার দিনে দিনে ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। তাই বাচ্চাদের এই কথা স্মৃতিতে আসা উচিত। বাবা দেখেন যে, এরা পবিত্র চারা গাছ ছিলো, যাদের আমি রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেছিলাম, তারাই আবার আমার অক্যুপেশনকে ভুলে গেলো। তোমরা এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে চাও, তাই আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ কেটে যাবে, কিন্তু স্মরণও করতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে বলে, বাবা আমরা ভুলে যাই। আরে, তোমরা স্মরণ না করলে কিভাবে পাপ মুক্ত হবে? এক তো তোমরা বিকারে চলে গিয়ে পতিত হয়ে গেছো, আর দ্বিতীয় হলো তোমরা বাবাকে গালি দিতে শুরু করেছো। মায়ার সঙ্গে তোমরা এতটাই নীচে নেমে গেছো যে, যিনি তোমাদের আকাশে চড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকেই তোমরা নুড়ি - পাথরের মধ্যে বলে দিয়েছো। মায়ার সঙ্গে থেকে তোমরা এমন কাজ করেছো! বুদ্ধিতে তো আসা চাই, তাই না। একদম পাথর বুদ্ধি তো হওয়া উচিত নয়। বাবা রোজ রোজ বলেন যে, আমি তোমাদের ফার্স্টক্লাস পয়েন্ট শোনাই।

বস্তুতে যেমন সংগঠন হচ্ছে, সেখানে তোমরা বলতে পারো যে, বাবা বলছেন - হে ভারতবাসী, তোমাদের আমি রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেছিলাম। তোমরা দেবতারা হেভেনে ছিলে, তারপর তোমরা রাবণ রাজ্যে কিভাবে এলে, এও ড্রামাতে পার্ট আছে। তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে বোঝো, তাহলেই উচ্চ পদ অর্জন করতে

পারবে। আর আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এখানে যদিও সবাই বসে আছে, তবুও কারোর বুদ্ধি কোথাও, আবার কারোর বুদ্ধি অন্য কোথাও আছে। বুদ্ধিতে আসা চাই - আমরা কোথায় ছিলাম, এখন আমরা পরের রাবণ রাজ্যে এসে পড়েছি, তাই কতো দুঃখী হয়েছি। আমরা তো শিবালয়ে খুব সুখী ছিলাম। বাবা এখন এসেছেন আমাদের বেশ্যালয় থেকে নির্গত করতে, তবুও কেউ নির্গত হতেই চায় না। বাবা বলেন, তোমরা শিবালয় যাবে, তখন ওখানে এই বিষ পাবে না। এখানকার খারাপ খাবারদাবার ওখানে পাওয়া যাবে না। ইনি তো বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না। তারপর ইনি কোথায় গেলেন? আবার ইনি নিজের রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করছেন। এ কতো সহজ। বাবা তো একথা বুঝিয়েছেন যে, সবাই সার্ভিসেবেল হবে না। নম্বরের ক্রমানুসারে রাজধানী স্থাপন করতে হবে, যেমন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে করা হয়েছিলো। তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে, বাবা বলেন, এ হলো পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া। অ্যাক্যুরেট পুরানো যখন হবে, তখনই তো বাবা আসবেন, তাই না। বাবা ছাড়া তো আর কেউই বোঝাতে পারবে না। ভগবান এই রথের দ্বারা আমাদের পড়াচ্ছেন, এই কথা স্মরণে থাকলেও বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকবে। তারপর অন্যদেরও বলে নিজের সমান তৈরী করবে। বাবা বোঝান, তোমাদের তো প্রথমে ক্রিমিনাল ক্যারেক্টার ছিলো, যা খুব কষ্ট করে শুধরানো যেতো। চোখের ক্রিমিনালিটি দূর হয় না। এক তো কামের ক্রিমিনালিটি, তা খুব মুশকিলের সঙ্গেই দূর হয়, এর সাথে আবার পাঁচ বিকার। ক্রোধের ক্রিমিনালিটিও কতো আছে। বসে বসে ভূত এসে যায়। এও ক্রিমিনালিটি হলো। সিভিলাইজড তো হলো না। এর ফল কি হবে? শত গুণ পাপ চড়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে ক্রোধ করতে থাকবে। বাবা বোঝান যে, তোমরা তো এখন আর রাবণ রাজ্যে নেই, তাই না। তোমরা তো ঈশ্বরের কাছে বসে আছো। তাই তোমাদের এই বিকার দূর করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা বলেন, এখন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা ক্রোধ করো না। পাঁচ বিকার তোমাদের অর্ধেক কল্প ধরে নীচে নামিয়ে এনেছে। তোমরাই সবথেকে উচ্চ ছিলে। তোমরাই সবথেকে বেশী নীচে নেমে এসেছো। এই পাঁচ ভূত তোমাদের নামিয়ে দিয়েছে। এখন শিবালয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের এই বিকার দূর করতে হবে। এই বেশ্যালয় থেকে মন সরাতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। তোমরা ঘরে পৌঁছে যাবে, আর কেউই এই রাস্তা বলে দিতে পারবে না। ভগবান উবাচঃ, আমি তো কখনো বলি নি যে, আমি সর্বব্যাপী। আমি তো রাজযোগ শিখিয়েছি আর বলেছি, তোমাদের আমি এই বিশ্বের মালিক বানাই, এরপর ওখানে তো এই নলেজের দরকারই থাকে না। তখন মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যায়, তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে ফেলো। এখানে হঠযোগ ইত্যাদির কোনো কথা নেই। নিজেকে আত্মা মনে করো, নিজেকে শরীর কেন মনে করো। শরীর মনে করলে এই জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। এও ভবিতব্য। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা রাবণ রাজ্যে ছিলাম, এখন রামরাজ্যে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ নিবাসী।

তোমরা গৃহস্থ জীবনেই থাকো। এতো সবাই এখানে কোথায় থাকবে। ব্রাহ্মণ হয়ে সবাই এখানে ব্রহ্মা বাবার কাছেও থাকতে পারবে না। তোমাদের ঘরেই থাকতে হবে আর বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে যে - আমরা শূদ্র নয়, আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের শিখা কতো ছোটো। তো গৃহস্থ জীবনে থেকে শরীর নির্বাহের জন্য কাজ-কারবার করতে করতেও কেবল বাবাকে স্মরণ করো। আমরা কি ছিলাম, এখন আমরা পরের রাজ্যে বসে আছি। আমরা কতো দুঃখী ছিলাম। বাবা এখন আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাই গৃহস্থ জীবনে থেকেই সেই অবস্থা তৈরী করতে হবে। শুরুতে কতো বড় - বড় ঝাড় (পরিবার) এসেছিলো, তারপর তাদের মধ্যে কেউ থেকে গিয়েছিলো, বাকিরা আবার চলেও গিয়েছিলো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা নিজেদের রাজ্যে ছিলাম, এখন আবার কোথায় এসে পড়েছি। আবার আমাদের নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। তোমরা লিখতে থাকো, বলোও যে - বাবা অমুকে খুব রেগুলার ছিলো, তারপর আর আসে না। না আসলে তখন বিকারে গিয়ে পড়বে। তখন আর জ্ঞানের ধারণা হতে পারবে না। উন্নতির পরিবর্তে নামতে নামতে পাই পয়সার পদ প্রাপ্ত করবে। কোথায় রাজার পদ, আর কোথায় নীচু পদ। যদিও সুখ ওই পদেও আছে, তবুও পুরুষার্থ করা হয় উচ্চ পদ প্রাপ্তি করার জন্য। উচ্চ পদ কে প্রাপ্ত করতে পারে? এ তো সবাই বুঝতে পারে, এখন সবাই পুরুষার্থ করছে। কিং মহেন্দ্রও (ভূপালের রাজ্য) পুরুষার্থ করছেন। ওরা তো পাই পয়সার কিং, ইনি তো সূর্যবংশী রাজধানীতে যাবেন। এমন পুরুষার্থ হোক, যাতে বিজয় মালাতে যেতে পারো। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - নিজের মনকে পর্যবেক্ষণ করো - আমাদের ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয় না তো? যদি সিভিলাইজ হয়ে যাও, তাহলে আর কি চাই। যদিও বিকারে না যাও, তবুও দৃষ্টি কিছু না কিছু ধোঁকা দিতেই থাকে। নান্দার ওয়ান হলো কাম, এই ক্রিমিনাল দৃষ্টি খুবই খারাপ, তাই নামই হলো ক্রিমিনাল আই, সিভিল আই। অসীম জগতের পিতা তো বাচ্চাদের জানেন, তাই না - এরা কি কর্ম করে, কতটা সার্ভিস করে? অমুকের ক্রিমিনাল আই এখনো পর্যন্ত যায় নি, এখনো এমন গুপ্ত খবর আসতে থাকে। ভবিষ্যতে আরো এক্যুরেট লিখবে। নিজেরাই ফিল করবে যে, আমরা এতটা সময় মিথ্যা বলেছি, নেমে এসেছি। তাই জ্ঞানও বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বসেছিলো না। আমাদের অবস্থা তৈরী না হওয়ার এই ছিলো একমাত্র কারণ। আমরা বাবার কাছে লুকাতাম। এমন অনেকেই অনেককিছু

লুকাই। সার্জনের কাছে পাঁচ বিকারের অসুস্থতা লুকিও না, সত্যিকথা বলা উচিত - আমাদের বুদ্ধি অন্যদিকে যায়, শিব বাবার দিকে যায় না। বাবাকে বলে না, তাই এই বিকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা এখন বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা দেহী অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা হলে ভাই - ভাই। তোমরা কতো সুখী ছিলে, যখন তোমরা পূজ্য ছিলে। এখন তোমরা পূজারী হয়ে দুঃখী হয়ে গেছে। তোমাদের কি হয়ে গিয়েছে! সবাই বলে যে, এই গৃহস্থ আশ্রম পরম্পরা ধরে চলে আসছে। রাম - সীতার কি সন্তান ছিলো না? কিন্তু ওখানে বিকারের দ্বারা সন্তানের জন্ম হতো না। আরে, সেটা তো হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। ওখানে ব্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম হয় না, ওখানে বিকার থাকে না। ওখানে এই রাবণ রাজ্য থাকে না, ওখানে তো রাম রাজ্য। ওখানে রাবণ কোথা থেকে আসবে? মানুষের বুদ্ধি একদম নষ্ট হয়ে গেছে। কে এমন করেছে? আমি তোমাদের সত্যপ্রধান তৈরী করেছিলাম, তোমাদের তরী পার করে দিয়েছিলাম, এরপর তোমাদের তমোপ্রধান কে করলো? রাবণ। তোমরা এও ভুলে গেছে। মানুষ বলে থাকে, এ তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে, আরে, পরম্পরা কবে থেকে? কোনো হিসাব তো বলো? মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা বোঝান যে - আমি তোমাদের কতো রাজ্য-ভাগ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। তোমরা ভারতবাসীরা খুবই খুশীতে ছিলে আর কেউই এখানে ছিলো না। খ্রীস্টানরাও বলে যে, প্যারাডাইজ ছিলো, চিত্রও দেবতাদের ছিলো, এঁদের থেকে আর পুরানো কিছুই তো নেই। পুরানোর থেকেও পুরানো এই লক্ষ্মী - নারায়ণই হবেন, বা এঁদের সম্পর্কিত কেউ হবেন। সবথেকে পুরানো ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। নতুনের থেকেও নতুনও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। পুরানো কেন বলা হয়? কেননা পাস্ট বা অতীতে হয়ে গিয়েছে, তাই না। তোমারই গৌর অর্থাৎ সুন্দর ছিলে তারপর কালো হয়ে গেছে। কালো কৃষ্ণকে দেখেও মানুষ কতো খুশী হয়। দোলনাতেও কালো কৃষ্ণকে দোলায়। ওরা কি জানে যে, গৌর বর্ণের কবে ছিলো? কৃষ্ণকে মানুষ কতো ভালোবাসে। রাধা কি করেছে যে তাঁকে ততটা ভালবাসে না।

বাবা বলেন, তোমরা এখানে সত্যের সঙ্গে বসে আছো, বাইরে কুসঙ্গে গেলে আবার ভুলে যাও। মায়া খুবই প্রবল যেন গজ-কে (হাতি) বড় কুমীরের গিলে ফেলার মতো। এমনও আছে যে - যারা এখনই পালিয়ে যেতে চায়। নিজের যদি সামান্যতম অহংকারও আসে তাহলে নিজের সর্বনাশ করে ফেলে। অসীম জগতের বাবা তো বোঝাতেই থাকবেন। এতে আশাহত হলে চলবে না যে, বাবা এমন কেন বললেন, আমাদের ইচ্ছা চলে গেলো! আরে ইচ্ছা তো রাবণ রাজ্যে একদমই নষ্ট হয়ে গেছে। দেহ অভিমানে এলে নিজেরই ক্ষতি করে দেবে। পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। ক্রোধ আর লোভও হলো ক্রিমিনাল দৃষ্টি। চোখ দিয়ে যখন কোনো জিনিস দেখে, তখন লোভ এসে যায়।

বাবা এসে নিজের বাগিচা দেখেন - কতো কতো রকমের ফুল। এখান থেকে গিয়ে আবার ওই বাগিচাতে ফুলদের দেখেন। শিব বাবাকে অবশ্যই ফুলও চড়ানো হয়। তিনি তো হলেন নিরাকার, চৈতন্য ফুল। তোমরা এখন পুরুষার্থ করে এমন ফুল তৈরী হও। বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যা কিছু অতীত হয়ে গেছে, তাকে ড্রামা মনে করো। চিন্তা করো না। কতো পরিশ্রম করে, অথচ কিছুই হয় না, টিকতে পারে না। আরে, প্রজাও তো চাই, তাই না। অল্পকিছু শুনলেও সে প্রজাতে চলে যাবে। প্রজা তো অনেক তৈরী হয়। জ্ঞান কখনোই বিনাশ হয় না। একবার শুনলে - শিব বাবা আছেন, ব্যস প্রজাতে চলে আসবে। তোমাদের অন্তরে এই স্মৃতি আসা চাই, আমরা যেই রাজ্যে ছিলাম, তা আবারও ফিরে পাচ্ছি। এরজন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত। সম্পূর্ণ অ্যাক্যুয়েট সার্ভিস চলছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শিবালয়ে যাওয়ার জন্য এই বিকারকে দূর করতে হবে। এই বেশ্যালয় থেকে মনকে সারিয়ে নিতে হবে। শূদ্রের সঙ্গ থেকে পৃথক থাকতে হবে।

২) যা কিছুই অতীত হয়েছে, তাকে ড্রামা মনে করো, অহেতুক চিন্তাভাবনা করো না। কখনো মনে অহংকার আনবে না। বাবা যখন কোনো শিক্ষা প্রদান করেন (সংশোধন করেন) তাতে আশাহত হবে না।

বরদান:- খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হয়ে দুঃখী আত্মাদের খুশীর দান করে পুণ্য আত্মা ভব। এই সময় দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে দুঃখ, আর তোমাদের কাছে প্রতি মুহূর্তে খুশী। তাই দুঃখী আত্মাদের খুশীর দান দেওয়া - এ হলো সবথেকে বড় পুণ্য। দুনিয়ার মানুষ খুশীর জন্য কতো সময়, সম্পত্তি খরচ করে, আর তোমরা সহজ অবিনাশী খুশীর সম্পদ পেয়ে গেছো। এখন কেবল যা পেয়েছো তা বিলিয়ে দিতে থাকো।

বিলিয়ে দেওয়া অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া । যেই সম্বন্ধে আসুক না কেন, সে যেন এই অনুভব করে যে, এর কোনো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হয়েছে, যার জন্য এতো খুশী ।

স্লোগান:- অনুভাবী আত্মা কখনোই কোনো বিষয়ে ধোঁকা খেতে পারে না, সে সদা বিজয়ী হয় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বাবার সমান কর্মযোগী হও, তখন সাক্ষাৎকার শুরু হবে"

আজ ব্রাহ্মণ সংসারের রচয়িতা বাপদাদা নিজের ব্রাহ্মণ সংসার দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। কত ছোট সুন্দর সংসার। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ললাটে ভাগ্যের নক্ষত্র ঝলমল করছে। নশ্বরক্রম হওয়া সত্ত্বেও ভগবানকে চেনার এবং তাঁর হওয়ার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ঝলকানি রয়েছে প্রত্যেক নক্ষত্রের। যে বাবাকে ঋষি, মুনি, তপস্বী নেতি-নেতি (জানি না, জানি না) বলে চলে গেছে, সেই বাবাকে ব্রাহ্মণ সংসারের ভোলাভালা আত্মারা জেনে নিয়েছে, প্রাপ্ত করেছে। এই ভাগ্য কোন আত্মাদের প্রাপ্ত হয়? যারা সাধারণ আত্মা। বাবাও সাধারণ তনে আসেন, তো সাধারণ আত্মা বাচ্চারাই তাঁকে চেনে। আজকের এই সভাতে দেখা, কে বসে আছে? কোনো কোটি কোটিপতি বসে আছে? সাধারণ আত্মাদেরই গায়ন আছে। বাবাকে দীনের বন্ধু বলা হয়। কোটি কোটিপতি গাওয়া হয়নি। বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি কোনো কোটি কোটিপতির বুদ্ধি কী পাল্টাতে পারেন না? কী এমন বড় ব্যাপার! কিন্তু ড্রামার খুব ভালো কল্যাণকারী নিয়ম তৈরি হয়ে আছে, পরমাত্ম-কার্যে বিন্দু বিন্দু দিয়ে জলাশয় তৈরি হয়। অনেক আত্মার ভবিষ্যৎ গঠন হওয়ার আছে। ১০-২০র নয়, অনেক আত্মাকে সফল হতে হবে। সেইজন্য গায়ন আছে - 'বিন্দু বিন্দুতে দিঘি।' তোমরা সবাই যত তন, মন, ধন সফল করতে থাকো ততটাই সফলতার নক্ষত্র হয়ে গেছে। সবাই সফলতার নক্ষত্র হয়েছে? হয়েছে নাকি এখন হবে, ভাবছো? ভেবো না। করবো, দেখবো, করতে তো হবেই... এই ভাবনাও সময় খুঁয়ে দেওয়া। ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের প্রাপ্তি খোয়ানো।

কোনো কোনো বাচ্চার একটি সঙ্কল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। যারা বাইরের তারা তো বেচারী (নিঃসহায়), কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মারা বেচারী নয়, তারা

সুবিচারক (সুচিন্তক), বিচক্ষণ। তবুও কখনো কখনো কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে একটা দুর্বল সঙ্কল্প ওঠে, বলবো, বলবো? সবাই হাত তুলছে, খুব ভালো। কখনো কখনো তারা ভাবে যে বিনাশ হবে কি হবে না! ৯৯ সালও শেষ হয়ে গেছে, ২০০০ও প্রায় শেষ। এখন কত সময় পর্যন্ত? বাপদাদা ভাবেন - হাসির বিষয়, বিনাশের ভাবনা অর্থাৎ বাবাকে বিদায় দেওয়া, কেননা বিনাশ হলে বাবা তো পরমধামে চলে যাবেন, তাই না! তবে কি সঙ্গমে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে? হীরেতুল্য বলো আর গোল্ডেনকে বেশি স্মরণ করছো? হওয়ার তো আছে কিন্তু অপেক্ষা কেন করছো? কিছু বাচ্চা ভাবে তাদের সবকিছু সফল করবে, কিন্তু কাল পরশু যদি বিনাশ হয়ে যায় তবে আমাদের কোনো কিছুই তো সম্যোপযোগী করা গেল না। আমাদের কোনো কিছু সেবাতে লাগলো না। করবো তো ভেবে করতে হবে। হিসেব করে করতে হবে, একটু একটু করে করতে হবে। এই সব সঙ্কল্প বাবার কাছে পৌঁছায়। কিন্তু মনে করো, আজ তুমি তন সেবাতে সমর্পণ করেছ, বিশ্ব পরিবর্তনের ভাইব্রেশনে নিরন্তর

মনকে নিযুক্ত করেছো, তোমাদের যা কিছু ধন আছে তা' প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু যা আছে আজ সেটা সফল করেছে আর কাল যদি বিনাশ হয়ে যায় তাহলে তোমার ধন সফল হলো নাকি ব্যর্থ গেল? এটা ভাবো! সেবাতে তো লাগলো না, তবে কী সফল হলো? তোমরা কা'র জন্য সফল করো? বাপদাদার জন্য সফল করেছ, তাই না? তাহলে, বাপদাদা তো অবিনাশী, তিনি তো কখনো বিনাশ হন না! অবিনাশী খাতায়, অবিনাশী বাপদাদার কাছে জমা করেছ, এমনকি যদি এক ঘন্টা আগে জমা করেছ, তাহলে অবিনাশী বাবার কাছে তোমার খাতা একের পদ্মগুণ জমা হয়ে গেছে। বাবা বেঁধে আছেন এক এর পদ্মগুণ দেওয়ার জন্য। বাবা তো চলে যাচ্ছেন না, তাই না! এটা পুরানো সৃষ্টি, বিনাশ হবে তো না! সেইজন্য হৃদয় থেকে করো। যদি বাধ্যবাধকতায় করো, কারও দেখাদেখি করো তাহলে তোমাদের কোনো কিছুই পূর্ণ রিটার্ন প্রাপ্ত হয় না। অবশ্যই প্রাপ্ত হয় কেননা দাতাকে

দিয়েছ, কিন্তু পুরো প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং এটা ভেবো না - আচ্ছা, বিনাশ তো এখন ২০০১ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, এখনো তো প্রোগ্রাম তৈরি হচ্ছে, গৃহ নির্মাণ হচ্ছে। বড় বড়ো প্ল্যান তৈরি হচ্ছে, অন্ততঃ ২০০১ পর্যন্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাবেও না। কখনও এই বিষয়গুলোকে নিজের আধার বানিয়ে অমনোযোগী হয়ো না। অকস্মাৎ হওয়ার আছে। আজ এখানে বসে আছে, এক ঘন্টা বাদেও হতে পারে। হবে না, ভয় পেও না যে, জানি না এক ঘন্টা পর না জানি কী হবে! এটা সম্ভব। এতটা এভাররেডি থাকতেই হবে। ভেবো না যে তোমাদের সময় আছে, এটা ভেবো না। সময়ের অপেক্ষা ক'রো

না। সময় তোমাদের রচনা, তোমরা মাস্টার রচয়িতা। রচয়িতা রচনার অধীন হয় না। সময়-রচনা তোমাদের অর্ডারে চলবে। তোমরা সময়ের অপেক্ষা ক'রো না, কিন্তু সময় এখন তোমাদের অপেক্ষা করছে। কিছু বাচ্চা ভাবে, ৬ মাসের জন্য বাপদাদা বলেছেন, তাহলে ৬ মাস তো হবেই। হবেই তো না! কিন্তু বাপদাদা বলেন সীমাবদ্ধ দুনিয়ার এই বিষয়ের আধার নিও না, এভাররেডি থাকো। নিরাধার, এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। তোমরা অন্যদেরকে চ্যালেঞ্জ করে থাকো, এক সেকেন্ডে তাদের জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে। তাহলে কী তোমরা এক সেকেন্ডে নিজেকে জীবনমুক্ত বানাতে পারো না? সুতরাং 'সময়ের অপেক্ষা নয়, সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করো'।

বাচ্চাদের খেলা দেখে বাপদাদার হাসিও আসে। কোন খেলাতে হাসি আসে? বলবো কী? আজ মুরলী শোনাচ্ছি না, সমাচার শোনাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত অনেক বাচ্চার খেলনা দিয়ে খেলা করতে খুব ভালো লাগে। তুচ্ছ বিষয়ের সাথে খেলা, তুচ্ছ বিষয়কে আপন করে নেওয়া, এটা সময় খোয়ানো। এগুলো সাইডসীনস্। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের বিষয়গুলো কিংবা আচরণ এটা সম্পূর্ণ লক্ষ্যের মাঝখানে সাইডসীনস্। এতে থেমে যাওয়া অর্থাৎ সেসব সম্পর্কে ভাবা, প্রভাবে আসা, সময় খুইয়ে দেওয়া, উৎসাহের সাথে শোনা এবং শোনানো, বায়ুমন্ডল বানানো... এসব হলো থেমে থাকা, এর ফলে সম্পূর্ণতার লক্ষ্য থেকে তোমরা দূরে হয়ে যাও। তোমরা অনেক পরিশ্রম করো, তোমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা "বাবা সমান হতেই হবে", শুভ সঙ্কল্প, শুভ ইচ্ছা আছে কিন্তু পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নিশ্চলতা এসে যায়। তোমাদের দুটো কান আছে, দুটো চোখ আছে, মুখ আছে, সুতরাং তোমরা সবকিছু দেখতেও পারবে, শুনতেও পারবে আর সবকিছু বিষয়ে বলতেও পারবে, কিন্তু বাবার বলা বহু পুরানো স্লোগান স্মরণে রাখো - 'দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। শুনে চিন্তা ক'রো না, শুনে নিজের মধ্যে সমাহিত করে নাও, ছড়িয়ে দিও না।' এই পুরানো স্লোগান স্মরণে রাখা অবশ্যাক, কেননা দিন দিন যেভাবে সকলের পুরানো শরীরের যা কিছু হিসেব চুকে যাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই পুরানো সংস্কারও, পুরানো অসুখও সব বের হয়ে শেষ হওয়ার আছে, সেইজন্য ঘাবড়ে যেও না, জানি না এখন তো পরিস্থিতি আরও বাড়ছে, আগে তো ছিল না! যা ছিল না, সেটাও এখন বের হচ্ছে, বের হওয়ার আছে। তোমাদের সমাহিত করার শক্তি, সহন করার শক্তি, গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি, নির্ণয় করার শক্তির পেপার আছে। ১০ বছর আগের পেপার আসবে কী? বি. এ. ক্লাসের পেপার এম. এ. ক্লাসে আসবে কী? সুতরাং কী হচ্ছে ভেবে ঘাবড়ে যেও না। এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে... খেলা দেখো। পেপার পাস হয়ে যাও, পাস উইথ অনার হয়ে যাও।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, পাস হওয়ার সবচাইতে সহজ সাধন হলো বাপদাদার কাছে থাকা, তোমাদের অ-কাজের যেসব দৃশ্যমান বস্তু, সেগুলোকে পাস হয়ে যেতে দাও। 'পাশে থাকো, পাস করো, পাশ হয়ে যাও'। কঠিন কী? টিচার্স শোনাও, যারা মধুবনের শোনাও। যারা মধুবনের হাত উঠাও। মধুবনের যারা হুঁশিয়ার, সামনে এসে যায়, যদিও বা আসতেই পারো। বাপদাদা খুশি হন। নিজেদের অধিকার নেয়, তাই না? সেটা ভালো, বাপদাদা অখুশি নন, যদিও বা তোমরা সামনে বসতে পারো। তোমরা মধুবনে থাকো কিছু তো খাতির হওয়া চাই, তাই না! কিন্তু পাস শব্দ স্মরণে রেখো। মধুবনে নতুন নতুন ব্যাপার হয় তো না, ডাকাতও আসে। অনেক নতুন নতুন ব্যাপার হয়, এখন বাবা জেনারেল-এ কী শুনাবেন, কিছু গুপ্ত রাখেন, কিন্তু যারা মধুবনের তারা জানে। মনোরঞ্জন করো, বিভ্রান্ত হয়ো না। হয় বিভ্রান্তি, নয়তো মনোরঞ্জন মনে করে এটা পাস করে যাও। তাহলে, বিভ্রান্ত হওয়া ভালো নাকি পাস করে আনন্দে থাকা ভালো? পাস করতে হবে তো না! পাস হতে হবে, তাই না! সুতরাং পাস করো। বড় ব্যাপার কী? কোনো বড় ব্যাপার নয়। বিষয়কে বড় করা অথবা ছোট করা, নিজের বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে। যারা বিষয়কে বড় করে দেয়, তাদের জন্য অজ্ঞানকালেও বলা হয়ে থাকে যে এরা রসিয়কে সাপ বানিয়ে দেয়। সিন্ধি ভাষায় বলে "নোরি কো নাগ" (দড়িকে সাপ ভেবে বসে) বানায়। এইভাবে খেলা ক'রো না। এখন এই খেলা শেষ।

আজ বিশেষ সমাচার শুনিয়েছেন তো না, বাপদাদা এখন এক সহজ পুরুষার্থ সম্বন্ধে শোনাতে চলেছেন, কঠিন নয়। সবার এই সঙ্কল্প তো আছেই যে 'বাবা সমান হতেই হবে।' হতেই হবে, পাচ্চা তো না! ফরেনার্স! হতেই হবে, তাই না? টিচার্স! হতে হবে না? এত টিচার্স এসেছে! বাঃ! চমৎকারিষ টিচারদের। বাপদাদা আজ টিচারদের খুশখবর শুনেছেন। কোন খুশির খবর বলো। টিচারদের আজ গোল্ডেন মেডেল (ব্যাজ) প্রাপ্ত হয়েছে। যাদের গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্ত হয়েছে, হাত উঠাও। পান্ডবদেরও প্রাপ্ত হয়েছে? বাবার হমজিঙ্গ তারা, সুতরাং বাকি থাকা উচিত নয়। পান্ডব ব্রহ্মা বাবার হমজিঙ্গ। (তাদের অন্য রকমের গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্ত হয়েছে) পান্ডবদের গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্ত হয়েছে। যাদের গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে বাপদাদার কোটি কোটি বার অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন।

দেশ-বিদেশের যারা বাবাকে শুনছ এবং গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্ত হয়েছে, তারা সবাই যেন এটা মনে করে, বাপদাদা আমাদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তোমরা পান্ডব হও বা শক্তি, কোনও বিশেষ কার্যের যারা নিমিত্ত হও, এমনকি

পরিবারে যারা থাকে তাদেরও কোনও বিশেষত্বের আধারে বিশেষ এই দাদিরা গোল্ডেন মেডেল দেয়। তো যারই যেটা বিশেষত্ব, তার আধারে হয় তা' স্যারেন্ডারের আধারে, অথবা কোনও সেবাতে বিশেষভাবে যারা অগ্রচালিত তাদের দাদিদের দ্বারাও গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্ত হয়েছে,

তো যারা দূরে বসে শুনছ তাদেরও অনেক অনেক অভিনন্দন। তোমরা সবাই দূরে বসে মুরলী শুনছো তাদের জন্য, গোল্ডেন মেডেল প্রাপ্তকারীদের জন্য এক হাতের তালি বাজাও, তারা তোমাদের তালি দেখছে। তারাও হাসছে, খুশি হচ্ছে।

বাপদাদা সহজ পুরুষার্থের সম্বন্ধে শোনাচ্ছিলেন - এখন তো সময় অকস্মাৎ হওয়ার আছে, এক ঘন্টা আগেও বাপদাদা অ্যানাউন্স করবেন না, করবেন না, করবেন না! নম্বর কীভাবে হবে? যদি আচমকা না হবে তবে পেপার কীভাবে হয়? পাস উইথ অনারের সার্টিফিকেট, ফাইনাল সার্টিফিকেট তো অকস্মাৎ হওয়ারই আছে। সেইজন্য দাদিদের এক সঙ্কল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। দাদিরা চান যে এখন বাপদাদা যেন সাক্ষাৎকারের চাবি খোলেন, এটা তাদের সঙ্কল্প। সবাই তোমরা চাও সেটা? বাপদাদা চাবি খুলবেন নাকি তোমরা নিমিত্ত হবে? আচ্ছা, বাপদাদা খুলবেন, ঠিক আছে। বাপদাদা হাঁ জী করছেন, (তালি বাজিয়ে দিয়েছে) আগে পুরোটা শোনো। বাপদাদার চাবি খুলতে কী দেরি আছে, কিন্তু করাবেন কা'র দ্বারা? প্রত্যক্ষ কাকে করতে হবে? বাচ্চাদেরকে নাকি বাবাকে? বাবাকেও বাচ্চাদের দ্বারাই করতে হবে, কারণ জ্যোতিবিন্দুর সাক্ষাৎকার যদি হয়েও যায় তো অনেকেই তো অসহায়... অসহায় তো না! তখন তারা বুঝবেই না এটা কি! অল্পে শক্তি এবং পাল্‌ব বাচ্চাদের দ্বারা বাবার প্রত্যক্ষ হওয়ার আছে। তাইতো বাপদাদা এটাই বলছেন, যখন সব বাচ্চার একই সঙ্কল্প যে বাবা সমান হতেই হবে, তাতে তো দুটো বিচার নেই না! একই বিচার, তাই না। অতএব, ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো। অশরীরী, বিন্দু অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। ব্রহ্মাবাবার প্রতি সবার ভালোবাসা আছে তো না! দেখা গেছে সবচাইতে বেশি, বাস্তবে তো সবারই আছে, কিন্তু ফরেনারদের ব্রহ্মাবাবার প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে। এই নেত্র দ্বারা দেখেনি, কিন্তু অনুভবের নেত্র দ্বারা ফরেনারদের মেজরিটি ব্রহ্মাবাবাকে দেখেছে এবং তাদের অনেক ভালোবাসা আছে। এমন তো ভারতের গোপীকা এবং গোপেরাও রয়েছে, তবুও বাপদাদা কখনো কখনো ফরেনারদের অনুভবের কাহিনী শোনে, ভারতবাসী নিজেদের একটু গুপ্ত রাখে, তারা (ফরেনার্স) তাদের কাহিনী ব্রহ্মা বাবাকে শোনায় তো তাদের কাহিনী বাপদাদাও শোনে আর অন্যদেরও শোনান।। অভিনন্দন ফরেনারদের। লন্ডন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এশিয়া, রাশিয়া, জার্মানি... উদ্দেশ্য তো চতুর্দিকের ফরেনারদের যারা দূরে বসেও শুনছে, তাদেরকেও বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন, বিশেষভাবে ব্রহ্মাবাবা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। যারা ভারতের তাদেরটা খানিক গুপ্ত আছে, তারা এত

বহুখ্যাত করতে পারে না, গুপ্ত রাখে। এখন প্রত্যক্ষ করাও। তাছাড়া, ভারতেও অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে, এমন সব গোপীকা আছে, যদি তাদের অনুভব আজকালকার প্রাইম মিনিষ্টার, প্রেসিডেন্ট শোনে তো তাদের চোখেও জল এসে যাবে। এমন অনুভব রয়েছে, কিন্তু গুপ্ত রাখে, তারা তেমন ব্যাপকভাবে বলে না, চান্সও কম পায়। তো বাপদাদা এটা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার প্রতি সবার প্রীতি-ভালোবাসা তো আছে, সেইজন্য তোমরা নিজেদের কী বলো? ব্রহ্মাকুমারী নাকি শিবকুমারী? ব্রহ্মাকুমারী বলে থাকো তো না, তাহলে ব্রহ্মাবাবার প্রতি ভালোবাসা তো আছেই, তাই না। তো ঠিক আছে, অশরীরী হওয়াতে পরিশ্রম একটু করতেও হয়, কিন্তু ব্রহ্মাবাবা এখন কী রূপে আছেন? কী রূপে আছেন বলো! (ফরিস্তা রূপে) সুতরাং ব্রহ্মার সাথে ভালোবাসা অর্থাৎ ফরিস্তা রূপের সাথে ভালোবাসা। ঠিক আছে, বিন্দু হওয়া কঠিন লাগে, ফরিস্তা হওয়া তো তার থেকে সহজ, তাই না! শোনাও, বিন্দু রূপ থেকে ফরিস্তা রূপ সহজ তো না! তোমরা অ্যাকাউন্টের কাজ করতে করতে বিন্দু হতে পারো? ফরিস্তা হতে পারো তো না! বিন্দু রূপে কর্ম করাকালীন কখনো কখনো ব্যক্ত শরীরে আসতে যেতে হয়, কিন্তু বাপদাদা দেখেছেন যে সায়েন্সের লোকেরা এক লাইটের (বিদ্যুৎ) আধারে রোবট বানিয়েছে, শুনেছো তো না! ঠিক আছে, দেখনি, শুনেছো তো! মাতারা শুনেছো? তোমাদের চিত্র দেখিয়ে দেবো। তারা লাইটের আধারে রোবট বানিয়েছে আর সে - সব কাজ করে। তাছাড়া, ফাস্ট গতিতে করে লাইটের আধারে এবং সায়েন্সের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। তো বাপদাদা বলেন তোমরা সাইলেন্সের শক্তিতে কী সাইলেন্সের লাইট দ্বারা কর্ম করতে পারো না? পারো না তোমরা? ইঞ্জিনিয়ার এবং সায়েন্সের লোকেরা বসে আছ তো না! তো তোমরাও এক অধ্যাত্ম রোবটের স্থিতি তৈরি করো। যাকে বলা হবে আধ্যাত্মিক কর্মযোগী, ফরিস্তা কর্মযোগী। প্রথমে তোমাদের তৈরি হতে হবে। তোমরা ইঞ্জিনিয়াররা এবং সায়েন্টিস্টরা প্রথমে অনুভব করো। করবে? করতে পারো? আচ্ছা, এইরকম প্ল্যান বানাও। বাপদাদা এমন সচল রূহানী কর্মযোগী ফরিস্তা দেখতে চান। অমৃতবেলায় ওঠো, বাপদাদার সাথে মিলন উদযাপন করো, আত্মিক বার্তালাপ করো, বাবার থেকে বরদান নাও। যা করতে হবে তা' করো। কিন্তু বাপদাদার সাথে রোজ অমৃতবেলায় 'কর্মযোগী ফরিস্তা

ভব'র বরদান নিয়ে তারপরে কাজেকর্মে যাও। এটা হওয়া সম্ভব?

এই নতুন বছরে লক্ষ্য রাখো - সংস্কার পরিবর্তনের, নিজেরও আর সহযোগ দ্বারা অন্যদেরও। কেউ দুর্বল যদি হয় তাহলে সহযোগ দাও, না বর্ণন করো, না বাতাবরণ বানাও। সহযোগ দাও। এই বছরের টপিক "সংস্কার পরিবর্তন।" ফরিস্তা সংস্কার, ব্রহ্মাবাবা সমান সংস্কার। তো সহজ পুরুষার্থ নাকি কঠিন? অল্প অল্প কঠিন হয়? কখনও কোনো বিষয় কঠিন হয় না, নিজস্ব দুর্বলতা কঠিন বানায়। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, "হে মাস্টার সর্বশক্তিমান বাচ্চারা, এখন শক্তির বায়ুমন্ডল ছড়িয়ে দাও।" এখন বায়ুমন্ডলের তোমাদেরকে খুব খুব খুব আবশ্যিক। যেমন আজকাল বিশ্বে পল্যুশনের প্রবলেম আছে, তেমনই বিশ্বে এক মুহূর্ত মনে শান্তি সুখের বায়ুমন্ডলের আবশ্যিকতা রয়েছে, কারণ মনের পলিউশন অনেক, হাওয়ার পলিউশনের

থেকেও বেশি। আচ্ছা।

বাপদাদার সমান হতেই হবে - এই লক্ষ্য রাখা চতুর্দিকের

নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী আত্মাদের, সদা পুরানো সংসার এবং পুরানো সংস্কারকে দূচ সঙ্কল্প দ্বারা পরিবর্তনকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মাদের, যারা সদা যে কোনও কারণে সরকমস্ট্যাঙ্গে স্বভাব- সংস্কারে দুর্বল সাথী আত্মাদের সহযোগ দেয়, কারণ দেখে না, নিবারণ করে এমন সাহসী আত্মাদের, সদা ব্রহ্মা বাবার স্নেহের রিটার্ন দেওয়া কর্মযোগী ফরিস্তা আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- শুভচিন্তক স্থিতির দ্বারা সকলের সহযোগ প্রাপ্ত করে সকলের স্নেহী ভব
শুভচিন্তক আত্মাদের প্রতি প্রত্যেকের হৃদয়ে স্নেহ উৎপন্ন হয় এবং সেই স্নেহই সহযোগী বানায়। যেখানে স্নেহ থাকে, সেখানে সময়, সম্পত্তি, সহযোগ সদা অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং শুভচিন্তক, স্নেহী বানাবে আর স্নেহ সব রকমের সহযোগে প্রিয় বানাবে। সেইজন্য সদা শুভচিন্তনে সম্পন্ন থাকো আর শুভচিন্তক হয়ে সকলকে স্নেহী, সহযোগী বানাও।

স্নোগান:- এই সময় যদি দাতা হও তাহলে তোমাদের রাজ্যে জন্মের পর জন্ম সব আত্মা পরিপূর্ণ থাকবে।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংস সংগঠিতভাবে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত নিজের বিশেষ মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে স্থিত হয়ে, সকল নির্বল, অপূর্ণ আত্মাদের শুভ ভাবনার কিরণ দিন। পরমাত্মা শক্তির অনুভব করতে করতে চারদিকে শক্তিশালী বায়ুমণ্ডল বানানোর সেবা করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful

Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হও, তাহলে শীতল হয়ে যাবে, বিকারের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে গেলে, ফুলে পরিণত হবে"

*প্রশ্নঃ - বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে কোন্ দুই বরদান দেন? তাকে স্বরূপে আনার বিধি কি?

*উত্তরঃ - বাবা সকল বাচ্চাদেরকে শান্তি আর সুখের বরদান দেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা শান্তিতে থাকার অভ্যাস করো। কেউ যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে, তাহলে তোমরা উত্তর দিও না। তোমাদের শান্ত থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় পরনিন্দা পরচর্চা করো না। কাউকেই দুঃখ দেবে না। মুখে শান্তির চুম্বিকাঠি রাখো, তাহলেই এই দুই বরদান স্বরূপে এসে যাবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা কখনো সামনে থাকে, কখনো আবার দূরে চলে যায়। সামনে তারাই থাকে যারা স্মরণ করে, কেননা স্মরণের এই যাত্রাতেই সবকিছু নিহিত আছে। এমন বলাও হয় - দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে। আত্মার নজর যায় পরমপিতার প্রতি তখন আর কিছুই তার ভালো লাগে না। তাঁকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। তাই নিজের প্রতি কতো সাবধানতা রাখা প্রয়োজন। স্মরণ না করলে মায়া বৃদ্ধিতে পারে - এর যোগ ছিন্ন হয়েছে, তখন মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে। কিছু না কিছু ভুল কাজ করিয়ে দেয়। এমনভাবেই তারা বাবার নিন্দা করায়। ভক্তি মার্গে গাওয়া হয় - বাবা, আমার তো এক তুমিই দ্বিতীয় আর কেউই নেই। বাবা তখন বলেন - বাচ্চা, তোমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু। কাজ করতে করতে বাবাকে স্মরণ করা - এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু লক্ষ্য। এতে খুব ভালো অভ্যাসের প্রয়োজন। নাহলে যারা উল্টো কাজ করে তারা নিন্দুক হয়ে যায়। তোমরা মনে করো, কারো মধ্যে ক্রোধ এলো, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করলো, তাহলেও তো তারা নিন্দা করালো, এতে অনেক সাবধানতা রাখতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকেও বুদ্ধি বাবার সঙ্গেই যুক্ত করতে হবে। এমন নয় যে, সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তা নয়। প্রয়াস করা উচিত - আমরা যেন দেহী-অভিমানী হতে পারি। দেহ ভাবে এলে কিছু না কিছু ভুল কাজ করে ফেলে, তাই বাবার নিন্দা করিয়ে দেয়। বাবা বলেন, এমন সঙ্গুরর যারা নিন্দা করায়, তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার যোগ্য হয় না, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে থাকো, এতে তোমরা খুবই শান্ত - শীতল হয়ে যাবে। পাঁচ বিকার সব দূর হয়ে যাবে। তোমরা বাবার থেকে অনেক শক্তি পাবে। তোমাদের কাজ - কারবারও করতে হবে। বাবা এমন বলেন না যে, কর্ম করো না। ওখানে তো তোমাদের কর্ম, অকর্ম হয়ে যাবে। কলিযুগে যে কর্ম হয় তা বিকর্ম হয়ে যায়। এখন সঙ্গম যুগে তোমাদের শিখতে হয়। ওখানে শেখার কোনো ব্যাপার নেই। এখানকার শিক্ষাই ওখানে সাথে চলবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে বাহিমুখিতা ভালো নয়। তোমরা অন্তর্মুখী ভব। এমন সময়ও আসবে যখন বাচ্চারা, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাবে। বাবা ছাড়া আর কিছুই তোমাদের স্মরণে আসবে না। তোমরা যখন এসেছিলে তখন তোমাদের কারোর কথাই স্মরণে ছিলো না। গর্ভ থেকে যখন বাইরে এলে তখন জানতে পারলে - এই আমাদের মা - বাবা, ইনি অমুক। তাই এখন এমনভাবেই যেতে হবে। আমরা এক বাবারই, বাবা ছাড়া আর কেউই যেন বুদ্ধিতে না আসে। যদিও সময় আছে, তবুও পুরুষার্থ তো সম্পূর্ণ রীতিতে করতে হবে। এই শরীরের উপর তো কোনো ভরসা নেই। ঘরেও যেন খুব শান্তি থাকে, ক্লেশ যেন না থাকে, এমন চেষ্টাই তোমাদের করতে হবে। নাহলে সবাই বলবে, এদের মধ্যে কতো অশান্তি। বাচ্চারা, তোমাদের তো সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হবে। তোমরা তো শান্তির অবিদ্যমান উত্তরাধিকার নিষ্কো, তাই না। এখন তোমরা কাঁটার মধ্যে আছো। তোমরা এখন ফুলের মধ্যে নেই। এই কাঁটার মধ্যে থেকেই তোমাদের ফুলে পরিণত হতে হবে। তোমরা নিজেদের আরো বেশী কাঁটাতে পরিণত করো না। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শান্ত থাকবে। কেউ যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে, তোমরা শান্তিতে থাকো। আত্মা তো শান্তই। আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত। তোমরা জানো যে, এখন তোমাদের ওই ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাও হলেন শান্তির সাগর। তিনি বলেন - তোমাদেরও শান্তির সাগর হতে হবে। তোমরা ফালতু পরনিন্দা পরচর্চায় অনেক ক্ষতি করে ফেলো। বাবা নির্দেশ দেন - এমন কথা বলা উচিত নয়, এতে তোমরা বাবার নিন্দা করানো হয়। শান্তিতে থাকলে কোনো নিন্দা বা বিকর্ম হয় না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আরো বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা নিজেরাও অশান্ত হয়ে না আর অন্যদেরও অশান্ত করো না। কাউকে দুঃখ দিলে আত্মা অশুশি হয়। অনেকেই আছে যারা লেখে যে - বাবা, এ বাড়ীতে এলে তুমুল অশান্তি করে। বাবা লেখেন - তোমরা তোমাদের স্বধর্ম, শান্তিতে থাকো। হাতমতাই-এর কাহিনী আছে না! ওদের বলেছিলো, তোমরা মুখে চুম্বিকাঠি দিয়ে দাও, তাহলে আওয়াজ বের হবে না। তোমরা কিছু বলতে পারবে না তখন

বাচ্চারা, তোমাদের শান্তিতে থাকতে হবে। মানুষ শান্তির জন্য অনেক ধাক্কা খায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমাদের মিষ্টি বাবা হলেন শান্তির সাগর। শান্তি করতে করতে তিনি তিনি এই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের পদকেও স্মরণ করো। ওখানে থাকেই এক ধর্ম, দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ওখানে থাকে না। সেই অবস্থাকেই বিশ্বের শান্তি বলা হয়। এরপর যখন অন্যান্য ধর্ম আসে তখন হাস্যামা শুরু হয়ে যায়। এখন কতটুকু শান্তি আছে? তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের ঘর হলো ওটাই। আমাদের স্বধর্ম হলো শান্ত। এমন তো বলা হবে না যে, শরীরের স্বধর্ম হলো শান্ত। শরীর হলো বিনাশী আর আত্মা অবিনাশী। যত সময় আত্মা ওখানে থাকে, তো কতো শান্ত থাকে। এখানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই অশান্তি, তাই মানুষ শান্তি চাইতে থাকে কিন্তু কেউ চাইলেই সদা শান্তিতে থাকবে এমন তো হতে পারে না। যদিও ৬৩ জন এখানেই থাকে তবুও তো অবশ্যই আবারও আসতে হয়। নিজের সুখ - দুঃখের অভিনয় করে আবার চলে যাবে। এই নাটককে সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধিতে রাখতে হবে।

বাচ্চারা তোমাদেরও যেন খেয়াল থাকে যে, বাবা আমাদের বরদান দেন - সুখ আর শান্তির। ব্রহ্মার আত্মাও সবকিছুই শোনে। সবথেকে কাছে তো এনার কান শোনে। এনার মুখ কানের কাছে। তোমাদের তো তাও কতো দূরে। ইনি তৎক্ষণাৎ শুনতে পান। সমস্ত কথাই ইনি বুঝতে পারেন। বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা! মিষ্টি - মিষ্টি তো তিনি সবাইকেই বলেন, কারণ সকলেই তো বাচ্চা। যে সব জীবাত্মারা আছে তারা সবাই বাবার অবিনাশী সন্তান। এই শরীর তো বিনাশী। বাবা হলেন অবিনাশী। আত্মা বাচ্চারাও অবিনাশী। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন - একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সুপ্রীম আত্মা বসে আত্মাদের বোঝান। বাবার ভালোবাসা তো আছেই। যত সব আত্মা আছে, সব তমোপ্রধান। এরা যখন ঘরে ছিলো সব সতোপ্রধান ছিলো। আমি কল্পে - কল্পে এসে সবাইকে শান্তির পথ বলে দিই। এখানে বর দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এমন বলবেন না যে, ধনবান ভব, আমুগ্ধান ভব। তা নয়। সত্যযুগে তোমরা এমনই ছিলে কিন্তু আশীর্বাদ দেন না। তোমরা কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে না। বাবা হলেন বাবাও আবার টিচারও - এই কথা তোমাদের স্মরণ করতে হবে। আহা! শিববাবা আমাদের বাবাও, টিচারও, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। বাবা বসেই আমাদের নিজের আর রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান, যাতে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাও। এ তো সম্পূর্ণ অলরাউন্ড চক্র। বাবা বোঝান যে, এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ রাজ্যে আছে। রাবণ কেবলমাত্র লক্ষ্মীতে নেই। এ হলো বেহদের লক্ষ্মী। চারিদিকেই জল। সম্পূর্ণ লক্ষ্মী রাবণের ছিলো। এখন আবার রামের হচ্ছে। লক্ষ্মী তো সোনার ছিলো। ওখানে সোনা অনেক থাকে। এর উদাহরণও দেওয়া হয়, ধ্যানে গিয়ে সেখানে একটি সোনার ইট দেখেছিলো। এখানে যেমন মাটির ইট, ওখানে তা সোনার হবে। তাই মনে করে ওখানে সোনা নিয়ে যাবে। কেমন সব নাটক বানানো হয়েছে। ভারত তো অনেক নামিদামী, অন্য কোনো খণ্ডে এতো হীরে - জহরত থাকে না। বাবা বলেন যে, আমি গাইড হয়ে সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই। চলো বাচ্চারা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মা হলো পতিত, পবিত্র হওয়া ব্যতীত ঘরে ফিরে যেতে পারে না। পতিতকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবাই, তাই সকলেই এখন এখানে। একা ঘরে ফিরে কেউই যেতে পারে না। নিয়ম তা বলে না। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, মায়া তোমাদের আরো বেশী করে দেহ - অভিমানে আনবে। বাবাকে স্মরণ করতেই দেবে না। তোমাদের কিন্তু সাবধান থাকতে হবে। এ হলো মায়ার উপরেই যুদ্ধ। চোখ অনেক ধোঁকা দিয়ে দেয়। এই দৃষ্টিকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। দেখা যায় যে, ভাই - বোনেও দৃষ্টি ঠিক থাকে না, তাই এখন বোঝানো হয়, নিজেদের ভাই - ভাই মনে করো। এমনিতে সবাই বলে যে, আমরা ভাই - ভাই কিন্তু এর অর্থ কিছুই বোঝে না। ব্যাঙের ডাকের মতো কর্কশ ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে, কিছুই অর্থ বোঝে না। এখন তোমরা প্রত্যেকটি কথার যথার্থ অর্থ বুঝেও গেছো।

বাবা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান যে, তোমরা ভক্তি মার্গেও প্রেমিক ছিলে, প্রিয়তমকে স্মরণ করতে। দুঃখের সময় সবার আগে তাঁকেই স্মরণ করে - হায় রাম! হে ভগবান দয়া করো। স্বর্গে তো এমন কথা কখনোই বলবে না। সেখানে তো রাবণ রাজ্যই থাকে না। বাবা তোমাদের রামরাজ্যে নিয়ে যান, তাই তাঁর মতে চলা উচিত। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছে এরপর দৈবী মত পাবে। এই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগকে কেউই জানে না, কেননা সবাইকেই বলা হয়েছে, কলিযুগ এখনো ছোটো বাচ্চা। এখনো লাখ বছর বাকি আছে। বাবা বলেন, এ হলো ভক্তির ঘোর অন্ধকার। জ্ঞান হলো প্রভাত। ড্রামা অনুসারে ভক্তির কথাও গাঁথা আছে, এ আবারও হবে। এখন তোমরা বুঝতে পারো, ভগবানকে পেয়ে গিয়েছি তাই বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই। তোমরা বলো যে, আমরা বাবার কাছে যাই অথবা বাপদাদার কাছে যাই। এই কথা তো অন্য মানুষরা বুঝতে পারবে না। তোমাদের মধ্যেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যারা না থাকে, মায়া

তাদের একদম গিলে ফেলে। বড় কুমীর গোটা হাতিকে একদম খপ করে গিলে ফেলে। আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি, তারপর ভাগন্তি হয়ে যায়। পুরানোরা তো চলে গেছে, সেই বিষয়েও গায়নও আছে, খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া হারিয়ে দেয়। তারা বাবাকে লেখে - বাবা, তুমি তোমার মায়াকে পাঠিও না। আরে, এই মায়া আমারই নয়। রাবণ তার নিজের রাজত্ব কায়ম করে, আমি এখন আমার রাজ্য স্থাপন করছি। এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে। রাবণই হলো তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু। ওরা জানে যে, রাবণ হলো শত্রু, তাই প্রতি বছর তাকে জ্বালানো হয়। মহীশূরে দশহারা খুব বড় করে পালন করা হয়, কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না। তোমাদের নাম হলো শিবশক্তি সেনা। ওরা আবার বানর সেনা নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা জানো যে, বরাবর আমরা বানরের মতো ছিলাম, এখন রাবণের উপর জয়লাভের জন্য আমরা শিববাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করছি। বাবা এসেই আমাদের রাজযোগ শেখান। এর উপর অনেক কথা বানানো হয়েছে। একে অমরকথাও বলা হয়। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের অমরকথা শোনান। বাকি কোনো পাহাড় ইত্যাদির উপর বসে শোনান না। বলা হয়, শঙ্কর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন। শিব শঙ্করের চিত্রও রাখা হয়। মানুষ এই দুইকে মিলিয়ে দিয়েছে। এ সবই হলো ভক্তি মার্গের। দিনে - দিনে সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতোপ্রধান থেকে সতো হয়ে গেলে দুই কলা কম হয়ে যায়। বাস্তবে ত্রেতাকেও স্বর্গ বলা যায় না। বাচ্চারা, বাবা আসেন তোমাদের স্বর্গবাসী বানাতে। বাবা জানেন যে, ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী কুল এই দুইই স্থাপন হচ্ছে। রামচন্দ্রকে ঋত্রিয়ের নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে। তোমরা সকলেই তো ঋত্রিয়, যারা মায়াকে জয় করো। কম নম্বরে যারা পাস করে, তাদের চন্দ্রবংশী বলা হয়, এই কারণেই রামকে বাণ ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিংসা তো ত্রেতাতেও থাকে না। এমন মহিমাও আছে - রাম রাজা, রাম প্রজা... কিন্তু এই ঋত্রিয় ভাবের নিদর্শন দিয়ে দিয়েছে তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। এই হাতিয়ার ইত্যাদি থাকেই না। শক্তির জন্য কাটারি ইত্যাদি দেখানো হয়। মানুষ এইসব কিছুই বোঝে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই বাবাই আমাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। অসীম জগতের বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি যে ভালবাসা আছে, তা এই পৃথিবীর লৌকিক পিতার হওয়া সম্ভব নয়। তিনি ২১ জন্মের জন্য বাচ্চাদের সুখদায়ী করে দেন। তাহলে তো তিনি অতি প্রিয় বাবা হলেন, তাই না। কতো প্রিয় বাবা, যিনি তোমাদের সব দুঃখ দূর করে দেন। তোমরা সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও। ওখানে দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকে না। এখন এই কথা বুদ্ধিতে তো থাকা চাই। এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ কতো সহজ, কেবল মুরলী পড়ে শোনাতে হবে, তবুও বলে ব্রহ্মাণী প্রয়োজন। ব্রহ্মাণী ছাড়া ধারণা হয় না। আরে, সত্যনারায়ণের কথা তো ছোটো বাচ্চারাও মনে করে শোনাতে পারে। আমি তোমাদের রোজই বোঝাই, তোমরা অলঙ্ক-কে (প্রথম অক্ষরকে স্মরণ করো (অ), যা হলো আল্লাহ বা বাবা) স্মরণ করো। এই জ্ঞান তো ৭ দিনে বুদ্ধিতে বসে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চারা তো ভুলে যায়, বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার থেকে আশীর্বাদ বা কৃপা চাইবে না। বাবা, টিচার এবং গুরুকে স্মরণ করে নিজের উপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে। মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে, চোখ (দৃষ্টি) ধোঁকা দেয়, একে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

২) ফালতু পরনিন্দা পরচর্চা অনেক ক্ষতি করে দেয়, তাই যতটা সম্ভব শান্ত থাকতে হবে, মুখে চুষিকারি দিয়ে দিতে হবে। কখনোই উল্টোপাল্টা কথা বলবে না। না নিজে অশান্ত হবে আর না অন্যকে অশান্ত করবে।

বরদান:- বাবার সহায়তার দ্বারা শূল-কে কাঁটা বানানো সদা নিশ্চিত আর ট্রাস্টি ভব পুরানো হিসাব হলো শূল কিন্তু বাবার সহায়তায় সেটা কাঁটায় পরিণত হয়। পরিস্থিতি অবশ্যই আসবে, কেননা সবকিছু এখানেই পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বাবার সহায়তা সেটাকে কাঁটা বানিয়ে দেয়, বড় কথাকে ছোটো বানিয়ে দেয়, কেননা বড় বাবা সাথে আছেন। এই নিশ্চয়ের আধারে সদা নিশ্চিত থাকো আর ট্রাস্টি হয়ে 'আমার'-কে 'তোমার'-এ পরিবর্তন করে হাল্কা হয়ে যাও, তাহলে সব বোঝা এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- শুভ ভাবনার স্টক এর দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ঠিক টাইমে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই স্মরণের গতিকে বাড়িয়ে দাও, এই দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন গৃহ্য রহস্যটি তোমরা লোকেদের শোনাতে তাদের বুদ্ধিতে কৌতূহল জাগবে?

*উত্তরঃ - তাদের এই গৃহ্য রহস্যটি শোনাও যে, আত্মা হলো অতীব ছোট্ট বিন্দু, তাতে ফর এভার পার্ট ভরা রয়েছে, যে পার্ট নিরন্তর প্লে হতেই থাকে। কখনও ক্লান্ত হয় না। কারো মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। মানুষ এত এত দুঃখ দেখে বলে মোক্ষ পেলেই ভালো। কিন্তু অবিনাশী আত্মা পার্ট প্লে না করে থাকতে পারে না। এই কথা গুলো শুনে তাদের ভিতরে কৌতূহল জাগবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের বাবা বোঝাচ্ছেন, এখানে তো সব আত্মিক বাচ্চারা ই রয়েছে । বাবা প্রতিদিন বোঝান অবশ্যই এই দুনিয়ায় গরীব মানুষের অসীম দুঃখ, এখন এই ক্লাডস ইত্যাদি হলে গরীব মানুষের অশেষ দুঃখ হয়, তাদের জিনিসপত্র ইত্যাদির কি অবস্থা হয়। দুঃখ তো হয় তাই না ! অপার দুঃখ রয়েছে । ধনী মানুষদেরও দুঃখ রয়েছে কিন্তু সেসব হলো অল্পকালের জন্য। ধনী মানুষও অসুস্থ হয়, তাদের মৃত্যুও হয় - আজ অমুকে মারা গেছে, কাল অন্য কিছু হয়েছে। আজ যে প্রেসিডেন্ট, কাল সিংহাসন ত্যাগ করতে হতে পারে। একজোট হয়ে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা হয়। এও হলো একপ্রকারের দুঃখ। বাবা বলেন দুঃখের লিস্ট বানাও, কত রকমের দুঃখ রয়েছে - এই দুঃখধামে। তোমরা বাচ্চারা সুখধামকেও জানো, দুনিয়া কিছুই জানে না। দুঃখধাম সুখধামের তুলনা তারা করতে পারে না। বাবা বলেন তোমরা সবকিছু জানো, তারা এই কথা মানবে যে, কথাটা বলছে ঠিকই। এখানে যাদের বিশাল বাড়ি ইত্যাদি আছে, বিমান আছে, তারা ভাবে কলিযুগ এখন ৪০ হাজার বছর চলবে। পরে সত্যযুগ আসবে। ঘোর অন্ধকারে আছে, তাই না। এখন তাদের কাছে আনতে হবে। সময় খুব কম আছে। কোথায় তারা লক্ষ বছর বলে দেয় আর তোমরা প্রমাণ দিয়ে ৫ হাজার বছর বলো। প্রতি ৫ হাজার বছর পর পর এই চক্র রিপিট হয়। ড্রামা কখনো লক্ষ বছরের হবে না। তোমরা বুঝে গেছো যে যা কিছু হয় সবই ৫ হাজার বছরের সময় কালেই হয়। সুতরাং এখানে দুঃখধামে রোগ ইত্যাদি সব হয়। তোমরা কয়েকটি মুখ্য কথা লিখে দাও। স্বর্গে দুঃখের নামটুকুও থাকে না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন মৃত্যু সামনে উপস্থিত, এই সময় সেই গীতা এপিসোড চলছে। নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগে সত্যযুগের স্থাপনা হয়েছে। বাবা বলেন, আমি রাজার রাজা করি, তো নিশ্চয়ই সত্যযুগের রাজা করবো তাই না! বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান।

এখন আমরা যাবো সুখধামে। বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। যারা নিরন্তর স্মরণ করে তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হবে, তাদের জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন। স্মরণের গতিকে বাড়ানো। কুস্তের মেলায়ও সঠিক টাইমে যেতে হয়। তোমাদেরও সময় মতন যেতে হবে। এমন নয় তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। না, এই কাজ শীঘ্র করা তোমাদের হাতে নেই। এটা তো হলোই ড্রামাতে নির্ধারিত । মহিমা সবটাই হলো ড্রামার। এখানে কত রকমের জীব জন্তু রয়েছে দুঃখ দেওয়ার জন্য। সত্যযুগে এমন হয় না। মনে মনে চিন্তন করা উচিত - সেখানে এমন এমন হবে। সত্যযুগ তো স্মরণে আসে, তাই না ! সত্যযুগের স্থাপনা বাবা করেন। শেষ সময়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাটসেলে (সংক্ষিপ্ত সারে) বুদ্ধিতে এসে যায়। যেমন বীজ কত ছোট, বৃক্ষ কত বিশাল হয় । ওটা হলো জড় বস্তু, আর এ হলো চৈতন্য। এই কথা কারো জানা নেই, কল্পের আয়ু লম্বা চওড়া করে দিয়েছে। ভারত অনেক সুখ পেয়েছে ফলে দুঃখও ভারতই পায়। রোগ ইত্যাদিও ভারতেই বেশি । এখানে মশার মতন মানুষের মৃত্যু হয়, কারণ আয়ু হয়ে গেছে ছোট। এখানকার সাফাইকর্মী এবং বিদেশের সাফাইকর্মীদের মধ্যে কতো পার্থক্য রয়েছে । বিদেশের সমস্ত আবিষ্কার এইখানে আসে। সত্যযুগের নাম-ই হলো প্যারাডাইজ। সেখানে সবাই সতোপ্রধান। তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। বর্তমানে এ হলো সঙ্গম যুগ, যখন বাবা বসে বোঝান, বোঝাতেই থাকবেন, নতুন নতুন কথা শোনাতেই থাকবেন। বাবা বলেন প্রতিদিন তোমাদেরকে গৃহ্য গৃহ্য কথা শোনাতে। আগে কি জানা ছিল যে, বাবা এমন ছোট্ট বিন্দু, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা রয়েছে ফর এভার। তোমরা পার্ট প্লে করে এসেছো, তোমরা যাকেই বলবে তাদের মনে কৌতূহল জাগবে যে এরা কি বলছে, এত ছোট্ট বিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা রয়েছে, যা প্লে হতেই থাকে, কখনও ক্লান্ত হয় না! কারো জানা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে অর্ধকল্প হলো সুখ, অর্ধকল্প হল দুঃখ। অনেক দুঃখ ভোগ করে মানুষ বলে - এর চেয়ে মোক্ষ প্রাপ্তি ভালো। যখন তোমরা সুখে, শান্তিতে থাকবে, তখন এমন কথা খোঁড়াই বলবে। এই সম্পূর্ণ নলেজ এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যেমন বাবা বীজ রূপ বলে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ আছে।

বৃক্ষের মডেল দেখানো হয়েছে। বিশাল রূপ কি দেখানো যায়? বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান এসে যায়। অতএব বাচ্চারা তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধি হওয়া উচিত। কত বোঝাতে হয়, অমুকে এত সময় বাদে পুনরায় আসেন পার্ট প্লে করতে, এ হলো বিশালতম ড্রামা। এই ড্রামা সম্পূর্ণভাবে কেউ কখনও দেখতে পারে না। অসম্ভব। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তো ভালো জিনিস দেখা হয়। গণেশ, হনুমান এরা হলেন ভক্তিমার্গের। কিন্তু মানুষের ভাবনা এতই দৃঢ় হয়েছে যে তারা ভক্তি ছাড়তে পারে না। এখন বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, কল্প পূর্বের মতন পদ প্রাপ্তির জন্য পড়তে হবে। তোমরা জানো পুনর্জন্ম তো প্রত্যেককে নিতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে কিভাবে নেমেছে, বাচ্চারা এই কথা জেনে গেছে। যা কিছু নিজেরা জেনেছে তা অন্যদের বোঝাতে থাকবে। কল্প পূর্বেও এমন করেছিল হয়তো। এমন মিউজিয়াম তৈরি করে কল্প পূর্বেও বাচ্চাদের শেখানো হয়েছিল হয়তো। বাচ্চারা পুরুষার্থ করতে থাকে, করতে থাকবে। ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। এমন করেই অসংখ্য হয়ে যাবে। গলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে এই স্কুল থাকবে। শুধুমাত্র ধারণার কথা। বলো তোমাদের দুইজন পিতা, বড় কে? তাঁকেই আহ্বান করা হয় - দয়া করো, কৃপা করো। বাবা বলেন চাইলে কিছুই পাবে না। আমি তো পথ বলে দিয়েছি। আমি এসেছি রাস্তা বলে দিতে। সম্পূর্ণ বৃক্ষ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

বাবা কত পরিশ্রম করতে থাকেন। খুব কম সময় আছে। আমার সার্ভিসেবল বাচ্চা চাই। ঘরে ঘরে গীতা পাঠশালা চাই। চিত্র ইত্যাদি না রাখো শুধু বাইরে লিখে দাও। চিত্র তো হল এই ব্যাজ। শেষ সময়ে এই ব্যাজ তোমাদের কাজে লাগবে। এটা হল ইঙ্গিতে বোঝানোর জন্য। জানাই যায় অসীম জগতের বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করবেন। সুতরাং বাবাকে স্মরণ করবে তবেই তো স্বর্গে যাবে, তাই না। এই কথা তো বুঝেছ যে আমরা পতিত, স্মরণ দ্বারাই পবিত্র হব, অন্য কোনো উপায় নেই। স্বর্গ হলো পবিত্র দুনিয়া, স্বর্গের মালিক হতে হলে পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। স্বর্গে যারা যাবে তারা নরকে ডুব দেবে কিভাবে! তাই বলা হয় মন্মথানুভব। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে অন্তিম কালে সদগতি হবে। স্বর্গে যারা যাবে, তারা কি বিকার গ্রস্ত হতে পারে! ভক্ত মানুষ বিকার গ্রস্ত হয় না। সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না যে পবিত্র হও। কারণ তারা নিজেরাই তো বিবাহ করায়। তারা গৃহস্থদের বলবে মাসে একবার বিকারে যাও। ব্রহ্মচারীদের এমন বলা হবে না যে তোমাদের বিয়ে করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তবুও পরের দিন খেলা সমাপ্ত। মায়া খুব আকৃষ্ট করে। তবুও পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ এই সময়েই করা হয়, তারপরে হলো প্রালঙ্ক। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নেই। ক্রিমিনাল চিন্তনও থাকে না। ক্রিমিনাল বানায় রাবণ। সিভিল বানান শিববাবা। এই কথাও স্মরণ করতে হবে। ঘরে-ঘরে ক্লাস হলে সবাই বোঝাতে পারবে। ঘরে-ঘরে গীতা পাঠশালা তৈরি করে পরিবারের মানুষদের পরিবর্তন করতে হবে। এমন করেই বুদ্ধি হতে থাকবে। সাধারণ ও গরিব, প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু ধনীরা গরিব মানুষের সংসঙ্গে যোগ দিতে লজ্জা বোধ করবে। কারণ তারাও শুনেছে যে এখানে জাদু আছে, এখানে ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। আরে, সে তো ভালো কথা তাইনা। গৃহস্থে কত রকমের ঝগড়া ঝামেলা রয়েছে। তাতে কতো মানুষ দুঃখী হয়। এটা হলোই দুঃখের দুনিয়া। এখানে অপার দুঃখ আছে তারপরে সেখানে অপার সুখও থাকবে। তোমরা চেষ্টা করো তার একটা লিস্ট তৈরি করার। ২৫-৩০ টি প্রধান প্রধান দুঃখের কথা বের করো।

অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য কত পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা এই রথের দ্বারা আমাদের বোঝান। এই দাদা-ও (ব্রহ্মা) হলেন স্টুডেন্ট। দেহধারী সবাই হলো স্টুডেন্ট। টিচার যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন বিদেহী। তোমাকেও বিদেহী করছেন তাই বাবা বলেন শরীরের অনুভূতি ত্যাগ কর। এই বাড়ি ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। সেখানে সবকিছু নতুন পাবে, শেষের দিকে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। এই কথা তো জানো ওই দিকে অনেক বিনাশ হয়ে যাবে, অ্যাটমিক বম্ব দিয়ে। এইখানে রক্তের নদী বইবে, এর জন্যে সময় লাগে। এখানকার মৃত্যু খুবই ভয়ংকর। এই হল অবিনাশী খন্ড, মানচিত্রে দেখবে ভারত হল একটি কোণে। ড্রামা অনুযায়ী এইখানে বিনাশের প্রভাব পড়ে না। এখানে রক্তের নদী বয়। এখন তৈয়ারী চলছে। হতে পারে পরের দিকে তাদের বোমা লোনে দেওয়া হবে। কিন্তু যে বম্ব মেরে দুনিয়া শেষ হবে সেই বম্ব খোড়াই লোনে দেবে। হালকা কোয়ালিটির দেবে। কাজের জিনিস কেউ কাউকে দেয় নাকি। বিনাশ তো কল্প পূর্বের মতন হয়েই যাবে। নতুন কথা নয়। অনেক ধর্মের বিনাশ, একটি ধর্মের স্থাপনা। ভারত ভূমি খন্ড কখনো বিনাশ হয় না। একটু তো রয়েছেই যাবে। সবাই মারা গেলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। দিন দিন তোমাদের বুদ্ধি বিশাল হতে থাকবে। তোমরা অনেক রিগার্ড রাখবে। এখন এত রিগার্ড নেই তাই কম পাস হয়। বুদ্ধিতে আসে না, কত দন্ড ভোগ করতে হবে তখন আসবে দেরিতে। পতন হলে উপার্জিত ধন নষ্ট হয়ে যায়। অসুন্দরই থেকে যায়। তারপরে আর দাঁড়াতে পারে না। কতজন চলে যায়, কতজন চলে যাবে। নিজেরাও বোঝে যে এই অবস্থায় শরীর ত্যাগ হলে আমাদের কি গতি হবে। বুদ্ধির বিষয়, তাইনা। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা হলে শান্তি স্থাপনকারী, তোমাদের মধ্যে যদি অশান্তি হয় তাহলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। কাউকে দুঃখ দেওয়ার দরকার নেই। বাবা কত ভালোবেসে

সবাইকে মিষ্টি বাচ্চারা সম্বোধন করে কথা বলেন। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, তাইনা। সম্পূর্ণ দুনিয়ার নলেজ আছে তাঁর, তাই তো বোঝান। এই দুনিয়ায় কত রকমের দুঃখ আছে। অনেক দুঃখের কথা তোমরা লিখতে পারো। যখন তোমরা এই কথা প্রমাণ করে বলবে তখন তারা বুঝবে এই কথা তো একবারে সঠিক। এই অপার দুঃখ তো একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ দূর করতে পারবেন না। দুঃখের লিস্ট থাকলে বুদ্ধিতে কিছু ঢুকবে। বাকি সব কথা তো শুনেও শুনবে না, তাদের জন্যই কথিত আছে যে, ভেড়া কি জানে অপার্থিব সাপ্পীতিক সুরের মাধুর্য কী! বাবা বোঝান বাচ্চারা, তোমাদের এমন সুন্দর সুন্দর ফুলে (গুলগুল) পরিণত হতে হবে। কোনও অশান্তি, নোংরা আবর্জনা থাকা উচিত নয়। অশান্তি যারা ছড়ায় তারা হলো দেহ-অভিমানী, তাদের থেকে দূরে থাকবে। স্পর্শও করবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শিক্ষক রূপে যিনি পড়াচ্ছেন, তিনি যেমন বিদেহী, তাঁর দেহের অনুভূতি নেই, সেই রকম বিদেহী হতে হবে। দেহের বোধ ত্যাগ করতে হবে। ক্রিমিনাল আই-কে বদলে সিভিল দৃষ্টি বানাতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধিকে বিশাল বানাতে হবে, দলু ভোগ করার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাবার এবং পড়াশোনা দুইয়েরই রিগার্ড রাখতে হবে। কখনও দুঃখ দেবে না। অশান্তি করবে না।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনের ন্যাচারাল নেচারের দ্বারা পাথরকেও জল বানিয়ে দেওয়া মাস্টার প্রেমের সাগর ভব যেরকম দুনিয়ার মানুষ বলে যে প্রেম পাথরকেও জল বানিয়ে দেয়, সেইরকম তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ন্যাচারাল নেচার হলো মাস্টার প্রেমের সাগর। তোমাদের কাছে আত্মিক ভালোবাসা, পরমাত্ম ভালোবাসার এমন শক্তি রয়েছে যে, যার দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন নেচার-কে পরিবর্তন করতে পারো। যেরকম প্রেমের সাগর নিজের প্রেম স্বরূপের অনাদি নেচারের দ্বারা বাচ্চারা, তোমাদেরকে নিজের বানিয়ে নিয়েছেন, সেইরকমই তোমরাও মাস্টার প্রেমের সাগর হয়ে বিশ্বের আত্মাদেরকে সত্যিকারের নিঃস্বার্থ আত্মিক প্রেম দাও, তো তাদের নেচার পরিবর্তন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- নিজের বিশেষত্বগুলিকে স্মৃতিতে রেখে সেগুলিকে সেবাতে প্রয়োগ করো তাহলে উড়ন্ত কলাতে উড়তে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে হোলসেল ব্যবসা করতে শেখো। হোলসেল ব্যবসা হলো মন্ডনাভব। অল্ফ-কে বা যিনি এক, সেই পরমপিতাকে স্মরণ করা আর করানো, বাকি সব হলো রিটেল"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর নিজ গৃহে কোন্ বাচ্চাদের ওয়েলকাম করবেন?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা ভালো ভাবে বাবার মত অনুযায়ী চলে, আর কাউকে স্মরণ করে না, দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক এর স্মরণে থাকে, সেই রকম বাচ্চাদের বাবা নিজ-গৃহে রিসিভ করবেন।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের নিজের বাবার আর শান্তিধাম, সুখধামের স্মরণে বসতে হবে। আত্মাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। এ হলো বাবা আর বাচ্চাদের মধুর সম্বন্ধ। এতো মধুর সম্বন্ধ আর কোনো বাবার হয়ই না। সম্বন্ধ এক হয় বাবার সাথে আবার টিচার আর গুরুর সাথেও হয়। এখন এক্ষেত্রে এই তিন-ই হলো এক। এটাও বুদ্ধিতে স্মরণে থাকুক, খুশীর কথা তো না! একমাত্র বাবাকে পাওয়া গেছে, যিনি খুব সহজ রাস্তা বলে দেন। বাবাকে, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। ঘোরো-ফেরো কিন্তু বুদ্ধিতে এটাই স্মরণে যেন থাকে। এখানে কোনো পার্থিব ব্যবসা ইত্যাদি নেই। তোমরা ঘরে বসে আছো। বাবা শুধুমাত্র তিনটি শব্দ স্মরণ করার কথা বলেন। বাস্তবে হলো একটি শব্দ - বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে সুখধাম আর শান্তিধাম এই দুইয়ের উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যায়। দেওয়ার জন্য তো এক বাবা-ই আছেন। স্মরণ করলে খুশীর পারদ উপরে উঠবে। বাচ্চারা, তোমাদের খুশী তো হলো সুপরিচিত। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে - বাবা আমাদের আবার পরমধাম গৃহে ওয়েলকাম করবেন, রিসিভ করবেন। কিন্তু তাদেরই, যারা সঠিক ভাবে বাবার মত অনুসরণ করে চলবে আর অন্য কাউকেই স্মরণ করবে না। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে মামেকম স্মরণ করতে হবে। ভক্তি মার্গে তো তোমরা অনেক সেবা করেছে, কিন্তু ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজেই পাওনি। বাবা এখন কতো সহজ রাস্তা বলে দেন, শুধুমাত্র এটা স্মরণে রাখো - বাবা, তিনি বাবাও, শিক্ষকও । সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের যে জ্ঞান শোনান, যা আর কেউ বুঝতে পারে না। বাবা বলেন এখন পরমধাম গৃহে ফিরে যেতে হবে। আবার তোমরা সর্বপ্রথমে সত্যযুগে আসবে। এই ঘৃণ্য দুনিয়া থেকে এখন যেতে হবে। যদিও তোমরা এখানে বসে আছ কিন্তু এখান থেকে প্রায় চলেই গেছো। বাবাও খুশী হন, তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বাবাকে অনেক আগে থেকেই ইনভাইট (আমন্ত্রণ) করেছে। এখন আবার বাবাকে রিসিভ করেছে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের খুব সুন্দর সুন্দর ফুল (গুল-গুল) তৈরী করে তবে শান্তিধামে রিসিভ করবো। তোমরা আবার নম্বর অনুযায়ী চলে যাবে। কতো সহজ। এইরকম বাবাকে ভুলে যেতে নেই। ব্যাপার তো খুবই মধুর আর সহজ-সরল। একটাই কথা - অল্ফ-কে (এক পরমাত্মার) স্মরণ করো। যদি ডিটলে বোঝায়ও পরে আবার বলে অল্ফ-কে স্মরণ করো, দ্বিতীয় কাউকে নয়। তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমা একজনই প্রীতমের। তোমরা গেয়ে এসেছো- বাবা তুমি এলে আমরা তোমারই হয়ে যাবো। এখন তিনি এসেছেন, তাই এক-এরই হওয়া চাই। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী। বিজয় প্রাপ্ত করবে রাবণের উপরে। তারপর আসবে রামরাজ্যে। কল্প কল্প তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছে। ব্রাহ্মণ হয়েছে আর বিজয় প্রাপ্ত করেছে রাবণের উপর। রামরাজ্যের উপরে তোমাদের অধিকার আছে। বাবার সাথে পরিচিত হয়েছে আর রামরাজ্যের উপর অধিকার প্রাপ্ত করেছে। তবুও পুরুষার্থ করতে হবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার। বিজয় মালাতে আসা চাই। বিজয় মালা হলো অনেক লম্বা। রাজা হলে তো সব কিছু পাওয়া যাবে। দাস-দাসীরা সবাই নম্বর অনুযায়ী হয়। সবাই এক রকম হয় না। কেউ কেউ অনেক কাছের হয়ে থাকে, যা রাজা-রাণী খায়, যা কিছু হেঁশেলে হয় সেই সব কিছু দাস দাসীদের মেলে, যাকে ছত্রিশ প্রকারের ভোজন বলা হয়। লক্ষ গুণের অধিকারী রাজাদেরই বলা হয়, প্রজাকে লক্ষগুণ অধিকারী বলা হয় না। যদিও ওখানে সম্পদের পরোয়া থাকে না। কিন্তু এ'গুলো দেবতাদের লক্ষণ । যত স্মরণ করবে ততোই সূর্যবংশীতে স্থান পাবে। নূতন দুনিয়াতে আসতে হবে তো না! মহারাজা-মহারানী হতে হবে। বাবা নলেজ দেন নর থেকে নারায়ণ হওয়ার, যাকে রাজযোগ বলা হয়। তবে ভক্তি মার্গের শাস্ত্রও তোমরাই সবচেয়ে বেশী পড়েছো। সবচেয়ে বেশী ভক্তি তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা করেছে। এখন বাবার কাছে এসে মিলিত হয়েছে। বাবা তো রাস্তা খুবই সহজ দেখান আর সরল কথা বলেন যে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বাচ্চা বাচ্চা বলে বোঝান। বাবা নিজেকে বাচ্চাদের কাছে সমর্পণ করেন। তোমরা তাঁর উত্তরাধিকারী, তাই তো তিনি তোমাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। তোমরাও বলেছিলে বাবা তুমি এলে আমরা নিজেকে সমর্পণ করবো। তন-মন-ধন সহ নিজেকে সমর্পণ করবো। তোমরা একবার সমর্পিত হলে বাবা একুশ

বার (বাচ্চাদের ২১ জন) নিজেকে সমর্পণ করবেন। বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করিয়েও দেন। বুঝতে পারেন, সব বাচ্চারা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে নিজের নিজের ভাগ্য গড়ে এসেছে। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, বিশ্বের বাদশাহীতে হলো আমার প্রভুত্ব। এখন তোমরা যত পুরুষার্থ করার করে নাও। যত পুরুষার্থ করবে ততাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। নম্বর ওয়ান যে, সে-ই লাস্ট নম্বর হবে। নম্বর ওয়ানে আবার অবশ্যই আসবে। সব কিছু নির্ভর করে পুরুষার্থের উপরে। বাবা বাচ্চাদের পরমধাম গৃহে নিয়ে যেতে এসেছেন। এখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হতে থাকবে। ওটা হলো কাম অগ্নি, এটা হলো যোগ অগ্নি। কামনার অগ্নিতে জ্বলতে জ্বলতে তোমরা কুংসিত হয়ে গেছে। একদম ছাই হয়ে পড়ে আছে। এখন আমি এসে তোমাদের জাগৃত করি। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বলে দিই, একদম সম্পদ। আমি হলাম আত্মা। এতকাল দেহ-অভিমাণে থাকার কারণে তোমরা উল্টো ভাবে ঝুলছো। এখন দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। পরমধাম গৃহে যেতে হবে, বাবা নিয়ে যেতে এসেছেন। তোমরা নিমন্ত্রণ দিলে আর বাবা এলেন। পতিতকে পবিত্র করে পান্ডা হয়ে সব আত্মাদের নিয়ে যাবেন। আত্মাকেই যাত্রার মাধ্যমে যেতে হবে।

তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়। পান্ডবদের রাজ্য ছিলো না। এখানে তো এখন রাজ্যপাটও শেষ হয়ে গেছে। এখন ভারতের কতো খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। তোমরা ছিলে পূজ্য, বিশ্বের মালিক - এখন পূজারী হয়েছো। তাই বিশ্বের মালিক কেউই নেই। বিশ্বের মালিক শুধুমাত্র দেবী- দেবতাই হন। এখানে লোকে বলে বিশ্বে যেন শান্তি আসে। তোমরা জিজ্ঞাসা করো, বিশ্বে শান্তি বলতে কি বোঝো? বিশ্বে শান্তি কখন ছিলো? ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হতেই থাকে। চক্র ঘুরতেই থাকে। বলো বিশ্বে শান্তি কখন হয়েছিল? তোমরা কোন্ ধরনের শান্তি চাও? কেউ বলতে পারবে না। বাবা বোঝান, বিশ্বে শান্তি তো ছিল স্বর্গে, যাকে প্যারাডাইস বলা হয়। খ্রীষ্টানরা বলে খ্রাইস্টের প্রায় ৩ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইস ছিলো। তাদের না দৈবী বুদ্ধি হয়, না আবার পাথর বুদ্ধি হয়। ভারতবাসীই দৈবী বুদ্ধি সম্পন্ন আর পাথর বা জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। নিউ ওয়ার্ল্ডকে হেভেন বলা হয়, পুরানোকে তো হেভেন বলা বলা হবে না। বাচ্চাদেরকে বাবা হেল আর হেভেনের রহস্য বুঝিয়েছেন। এটা হলো রিটেল। হোলসেলে তো শুধুমাত্র একটা শব্দ বলা হয়- মামেকম (দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। বাবার থেকেই স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটাও পুরানো কথা, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো। বাবা বাচ্চাদের সত্যিকারের কাহিনী বলেন। সত্যনারায়ণের কথা, তিজরীর বা গ্রিনের কথা, অমর কথা প্রচলিত। তোমাদেরও গ্রিনের জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। তাকে তিজরীর কথা বলা হয়। সেখানে তো ভক্তির পুস্তক তৈরী করে দিয়েছে। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সমস্ত ব্যাপারই বোধগম্য হয়। রিটেল আর হোলসেল হলো তো না! এতো জ্ঞান শোনায় যে সাগরকে কালি করলেও অন্ত পাওয়া যায় না- এটা হলো রিটেল। হোলসেল শুধুমাত্র বলে মন্মানভব। শব্দ হলোই একটা, এর অর্থও তোমরাই বোঝো আর কেউ বলতে পারে না। বাবা সংস্কৃতে কোনো জ্ঞান দেননি। সে তো যেমন রাজা থাকে সে তার নিজের ভাষা বলবে। নিজেদের ভাষা তো হিন্দিই হবে। তবে সংস্কৃত কেন শেখা উচিত। কতো পয়সা খরচ করে।

তোমাদের কাছে যে কেউই আসবে, তাকে বলো - বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে শান্তিধাম-সুখধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে। এটা বুঝতে চাইলে বসে বোঝো। এছাড়া আমাদের কাছে আর অন্য কোনো কথা নেই। বাবা অল্ফ-ই বোঝান। অল্ফ (এক বাবার) থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হয়ে আবার পবিত্র হয়ে শান্তিধামে ফিরে যাবে। বলাও হয় শান্তি দেবা। বাবা-ই হলেন শান্তির সাগর, সেইজন্য ওনাকেই স্মরণ করা হয়। বাবা যে স্বর্গ স্থাপনা করেন সে তো এখানেই। সূক্ষ্মবতনে কিছুই নেই। এ তো সাক্ষাৎকারের ব্যাপার। ওইরকম ফরিস্তা হতে হবে। এখানেই হতে হবে। ফরিস্তা হয়ে আবার পরমধাম গৃহে ফিরে যাবে। রাজধানীর উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। শান্তি আর সুখ এই দুই উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হয়। বাবা ব্যাভীত আর কাউকেই সাগর বলা যায় না। বাবা যে হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনিই সকলের সঙ্গতি করতে পারেন। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, আমি হলাম তোমাদের বাবা, টিচার, গুরু, তোমাদের সঙ্গতি লাভ করাই। তোমাদের আবার দুর্গতি কে করে? রাবণ। এটা হলো দুর্গতি আর সঙ্গতির খেলা। কেউ বিভ্রান্ত হলে জিজ্ঞাসা করতে পারে। ভক্তি মার্গে অনেক প্রশ্ন ওঠে, জ্ঞান মার্গে প্রশ্নের ব্যাপার নেই। শাস্ত্রে তো শিববাবা থেকে শুরু করে দেবতাদেরও কতো গ্লানি করা হয়েছে, কাউকেই ছাড়েনি। এটাও পূর্বনির্ধারিত ড্রামা, আবারও করবে। বাবা বলেন এই দেবী-দেবতা ধর্ম খুবই সুখদায়ক। আর এই দুঃখ থাকবে না। বাবা তোমাদের কতো বিচক্ষণ করে তোলেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো বিচক্ষণ, তবেই তো বিশ্বের মালিক হন। অবিবেচক তো বিশ্বের মালিক হতে পারে না। তোমরা তো প্রথমে কাঁটা ছিলে, এখন ফুলে পরিণত হচ্ছে, সেইজন্য বাবাও (ক্লাসে) গোলাপ ফুল নিয়ে আসেন। এই রকম ফুল হতে হবে। নিজে এসে ফুলের বাগান তৈরী করেন। আবার রাবণ আসে কাঁটার জঙ্গল তৈরী করতে। কতো ক্লিয়ার। এই সব মনন-চিন্তন করতে হবে। এক-কে স্মরণ করলেই সব কিছু এসে যায়। বাবার থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এ হল

খুবই মহান সম্পদ। শান্তির উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়, কারণ শান্তির সাগর তিনিই। লৌকিক পিতার এইরকম মহিমা কখনো করা হবে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সবচেয়ে প্রিয়। সর্বপ্রথমে ওনারই জন্ম হয়, সেইজন্য কৃষ্ণকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। বাবা বাচ্চাদেরই গৃহের সমস্ত সংবাদ দেন। বাবাও হলেন পাক্ষা ব্যবসায়ী, বিরলই কেউ এমন ব্যবসা করে। মাত্র অল্প সংখ্যক হোলসেল ব্যবসায়ী হয়। তোমরা তো হলে হোলসেল ব্যবসায়ী। বাবাকে স্মরণ করতেই থাকো। কেউ রিটলে ক্রয় করে আবার ভুলে যায়। বাবা বলেন নিরন্তর - অবিচ্ছিন্ন স্মরণ করতে থাকো। স্বর্গীয় উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয়ে গেলে তখন আর স্মরণ করার দরকার হয় না। লৌকিক সম্বন্ধে পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তো কোনো-কোনো বাচ্চা শেষ পর্যন্ত সহায়ক হয়। কেউ আবার তাড়াতাড়ি সব ধন সম্পত্তি উড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। বাবা হলেন সব ব্যাপারের অনুভাবী। তাই তো বাবাও এনাকে নিজের রথ করেছেন। দারিদ্র্যতার, বিত্তশালীনতার - সব কিছুই অনুভাবী। ড্রামা অনুসারে হলো এই একই রথ। এটার কখনো পরিবর্তন করা যায় না। ড্রামা পূর্ব-প্রস্তুত, এতে কখনো চেঞ্জ হতে পারে না। সব কথা হোলসেল আর রিটলে বুঝিয়ে শেষে আবার বলে দেয় মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব। মন্মনাভব-তে সব কিছু এসে যায়। এ হল অনেক দামী ধনভান্ডার, এতে ঝুলি ভরে যায়। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন এক এক লক্ষ টাকার। তোমরা লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যশালী হতে চলেছ। বাবা তো খুশী আর অখুশী- দুটোর থেকেই পৃথক। সাক্ষী হয়ে ড্রামা দেখছেন। তোমরা পার্ট প্লে করছো। আমি পার্ট প্লে করেও সাক্ষী থাকি। জনম-মরণে আসি না। আর তো কেউ এর থেকে রেহাই পেতে পারে না, মোক্ষ লাভ হতে পারে না। এটা হলো পূর্ব নির্ধারিত অনাদি ড্রামা। এটাও ওয়ান্ডারফুল। ছোট্ট আত্মার মধ্যে সমগ্র পার্ট ভরা রয়েছে। এই অবিনাশী ড্রামা কখনো বিনাশ হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার গভীর আন্তরিক ভালবাসার সাথে, সার্ভিসেবল বাচ্চাদের নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যেসকল বাবা বাচ্চাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, সেইসকল তন-মন-ধন সহ একবার বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে একুশ জন্মের স্বর্গীয় উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) বাবা যে অবিনাশী অমূল্য খাজানা দেন, তার দ্বারা নিজের ঝুলি সর্বদা ভরপুর রাখতে হবে। সর্বদা এইরকম খুশী আর নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম পদ্মাপদমগুণ ভাগ্যবান।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনের প্রপাটি আর পার্সোনালিটির অনুভবকারী আর অন্যদেরকেও অনুভব করানো বিশেষ আত্মা ভব
বাপদাদা সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে এই স্মৃতি স্মরণ করচ্ছেন যে, ব্রাহ্মণ হয়েছে - অহো ভাগ্য! কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনের উত্তরাধিকার, প্রপাটি হলো সন্তুষ্টতা। আর ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি হলো প্রসন্নতা। এই অনুভবের থেকে কখনও বঞ্চিত থেকে যেও না। তোমরা হলে অধিকারী। যখন দাতা, বরদাতা উদাত্ত হৃদয়ে প্রাপ্তির খাজানা প্রদান করছেন তো সেগুলিকে অনুভবে নিয়ে এসো আর অন্যদেরকেও অনুভবী বানাও। তখন বলা হবে বিশেষ আত্মা।

স্লোগানঃ:- লাস্ট সময়ের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে লাস্ট স্থিতির কথা ভাবো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ডিগবাজির খেলাকে স্মরণ করো, এই খেলায় সমগ্র চক্রের, ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের গুপ্ত রহস্য সমাহিত রয়েছে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে সব বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে?

*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় বুদ্ধির । ঈশ্বরের মধ্যে যে-যে গুণ রয়েছে, তা তিনি আমাদের উত্তরাধিকারের রূপে দেন। আমাদের বুদ্ধি হীরে-তুল্য পারস হয়ে উঠছে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়ে বাবার কাছ থেকে অনেক বড় খাজানা নিয়ে চলেছি, সর্বগুণের দ্বারা নিজের ঝুলি পরিপূর্ণ করছি।

ওম্ শান্তি । আজ হলো সন্ধ্যাবার, বৃহস্পতিবার। দিনের মধ্যেও কোনো কোনো দিন উত্তম হয়ে থাকে । বৃহস্পতিবারকে উচ্চ বলা হয়, তাই না। বাচ্চারা স্কুল, কলেজে ভর্তি হয় ভালো দিন দেখে আর সেটা হলো বৃহস্পতি অর্থাৎ বৃষ্ণপতি বার। বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে, এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃষ্ণের বীজরূপ হলেন বাবা আর তিনি হলেন অকালমূর্তি। অকালমূর্তি বাবার অকালমূর্তি সন্তান। কত সহজ। মুশকিল হলো শুধু স্মরণেই। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমাদের উপরে অবিনাশী অসীম জগতের দশা বসে রয়েছে। এক হয় পার্থিব জগতের দশা আর দ্বিতীয় হয় অসীম জগতের। বাবা হলেন বৃষ্ণপতি। বৃষ্ণের থেকে সবার প্রথমে ব্রাহ্মণ(ধর্ম) বেরিয়েছে। বাবা বলেন, আমি হলাম বৃষ্ণপতি সতৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ । এছাড়া মহিমাও গাওয়া হয় জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর.....। তোমরা জানো যে, সত্যযুগে দেবী-দেবতারা সকলে শান্তির, পবিত্রতার সাগর ছিল। ভারত সুখ-শান্তি-পবিত্রতার সাগর ছিল। তাকেই বলা হয় বিশ্বে শান্তি। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। বাস্তবে তোমরাই হলে অকালমূর্তি, প্রত্যেক আত্মা নিজের সিংহাসনে বিরাজমান। এই সবই হলো চৈতন্য অকাল- সিংহাসন(তখত)। ব্রহ্মকুটির মধ্যভাগে অকালমূর্তি আত্মা বিরাজমান, যাকে নক্ষত্রও বলা হয়। বৃষ্ণপতি বীজরূপকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, তাই অবশ্যই তাঁকে আসতে হয়। সবার প্রথমে চাই ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন। তাহলে তো অবশ্যই মা-ও(মাম্মা) চাই। বাচ্চারা, তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে বোঝান হয় যে, যেমন ডিগবাজি খায় না? তারও অর্থ বোঝানো হয়েছে । বীজরূপ হলেন শিববাবা, তারপরে হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করা হয়েছে। এইসময় তোমরা বলবে যে, যে ব্রাহ্মণ সে-ই হবে দেবতা....। প্রথমে আমরা শূদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম। এখন বাবা পুনরায় পুরুষোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন তৈরী করছেন। হীরে-তুল্য দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন বানান। এই ডিগবাজির রহস্যও বোঝান। শিববাবাও রয়েছেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তাঁর অ্যাডপ্টেড বাচ্চারা সামনে বসে আছে। এখন তোমরা কত বিশালবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণ তথা পুনরায় দেবতা হবে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছো, যা ঈশ্বরের গুণ সেটাই তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাও। বোঝানোর সময় একথা ভুলো না। বাবা হলেন নম্বর ওয়ান জ্ঞানের সাগর। ওঁনাকে জ্ঞানেশ্বর বলা হয়। জ্ঞান শোনানোর ঈশ্বর। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। পতিতকে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা পবিত্র করেন। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত, আয়রণ এজ থেকে গোল্ডেন এজ হয়েছিল। একথা তো বোঝানো হয়েছে যে, যোগ দুই প্রকারের হয় -- ওটা হলো হঠযোগ আর এ হলো রাজযোগ। ওটা হলো পার্থিব জগতের আর এ হলো অসীম জগতের। ওরা হলো পার্থিব জগতের সল্ল্যাসী, তোমরা হলে অসীম জগতের সল্ল্যাসী। ওরা ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে, তোমরা সমগ্র দুনিয়ার থেকে সল্ল্যাস নাও। এখন তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, এ হলো অতি ক্ষুদ্র নতুন বৃষ্ণ (চার্য)। তোমরা জানো যে, পুরানো থেকেই নতুন হচ্ছে। চারাগাছ রোপন করা হচ্ছে। বারংবার আমরা ডিগবাজি খাই। আমরাই ব্রাহ্মণ তথা পুনরায় দেবতা। 'তথা' (সো) শব্দটি অবশ্যই লাগাতে হবে। কেবল 'আমরা' (হম) শব্দটি নয়। আমরাই শূদ্র ছিলাম তথা আমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছি..... এই ডিগবাজির খেলাকে একদমই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ তো অতি সহজ ব্যাপার। ছোট-ছোট বাচ্চারাও বোঝাতে পারে, আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিই, সিঁড়ির থেকে কিভাবে নীচে পতিত হয়েছি পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে কিভাবে উপরে চড়ি। ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হতে থাকি।

এখন ব্রাহ্মণ হয়ে অনেক বিশাল খাজানা গ্রহণ করছি। ঝুলি পরিপূর্ণ হচ্ছে। জ্ঞান-সাগর শঙ্করকে বলা হয় না। তিনি ঝুলি পরিপূর্ণ করেন না। এ তো চিত্রকারেরা বানিয়ে দিয়েছে। শঙ্করের কোনো কথাই নেই। এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মা হলো এখানকার। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল চিত্র উপরে দেখানো হয়। এ হলো ঐনার(ব্রহ্মার) অন্তিম জন্ম। সর্ব প্রথমে এই বিষ্ণু ছিল, পুনরায় ৮৪ জন্মের পরে এইরকম(ব্রহ্মা) হয়েছে, ঐনার নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি। সকলের নাম বদল করে দিয়েছি

কারণ তোমরা সন্ন্যাস নিয়েছো, তাই না। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, তাই নাম বদল করে নিয়েছে। বাবা অতি রমণীয় নাম রেখেছেন। তাহলে এখন তোমরা বোঝো, দেখো যে, বৃক্ষপতি এই রথে বসে রয়েছেন। ওঁনার তো এটা অকাল সিংহাসন, এঁনারও (ব্রহ্মা)। এই আসন উনি লোন নিয়েছেন। ওঁনার নিজের তো কোনো আসন থাকে না। তিনি বলেন যে, আমি এই রথে বিরাজমান হই, আর নিজের পরিচয় দিই। আমি তোমাদের পিতা, শুধু জন্ম-মৃত্যুর চক্র-তে আসি না, কিন্তু তোমরা পুনর্জন্ম নাও। যদি আমিও আসি, তবে তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কে বানাবে? তৈরী করার মতোও তো কেউ চাই, তাই না, সেইজন্যই আমার এমন পাট। তোমরা আমাকে আহ্বানও কর যে, পতিত-পাবন আসুন। নিরাকার শিববাবাকে আত্মারা ডাকে। কারণ আত্মারা দুঃখী। ভারতবাসী আত্মারা বিশেষভাবে (তাঁকে) ডাকে যে, এসে পতিতদের পবিত্র করুন। সত্যযুগে তোমরা অত্যন্ত পবিত্র সুখী ছিলে, আর তখন কখনো ডাকো নি। তাই বাবা স্বয়ং বলেন, তোমাদের সুখী করে আমি পুনরায় বাণপ্রস্থে চলে যাই। ওখানে(সত্যযুগে) আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। ভক্তিমার্গে আমার ভূমিকা রয়েছে, তারপর আধাকল্পে আমার কোনো ভূমিকা থাকে না। এ তো অতি সহজ বিষয়। এতে কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না। গাওয়াও হয়, দুঃখে স্মরণ সকলেই করে.....। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তিমার্গ হয়ই না। জ্ঞান-মার্গও বলা যাবে না। জ্ঞান তো পাওয়াই যায় সঙ্গমে, যার ফলে তোমরা ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপী প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। নশ্বরের ক্রমানুসারে উত্তীর্ণ হয়। আবার ফেলও করে। তোমাদের এই যুদ্ধ চলছে। তোমরা দেখ, যে রথে(ব্রহ্মা) বাবা বিরাজমান, তিনি তো বিজয়ী হয়েছেন। আবার অনন্য বাম্বারাও বিজয়লাভ করে। যেমন কুমারকা (দাদী প্রকাশমণি) রয়েছেন, অমুকে-অমুকে রয়েছেন, যারা অবশ্যই বিজয়লাভ করবে। তারা অনেককে নিজেদের সমান তৈরী করেন। তাই বাম্বাদের একথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে - এ হলো ডিগবাজির খেলা। ছোট বাম্বারাও একথা বোঝে, তাই বাবা বলেন, বাম্বাদেরও শেখাও। তাদেরও বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ খুব বেশী বড় কথা তো নয়। এই জ্ঞানকে সামান্যতম জানলেও এই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। তাহলেও স্বর্গে অবশ্যই যাবে। যেমন যীশু খ্রীস্টের স্থাপন করা খ্রিস্টান ধর্ম কত বড়। এই দেবী-দেবতারা তো সর্বাগ্রে আর এটাই সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম। যা দুইযুগ (সত্য, ত্রেতা) পর্যন্ত চলে, তাই অবশ্যই তাদের সংখ্যাও অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু তাদের হিন্দু বলে দেওয়া হয়েছে। বলাও হয় যে, ৩৩ কোটি দেবী-দেবতা। তবে আবার হিন্দু কেন বলে! মায়া বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট করে দিয়েছে, তাই এমন অবস্থা হয়েছে। বাবা বলেন, মায়ার উপরে বিজয়লাভ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তোমরা প্রতি কল্পে বিজয়লাভ করো। তোমরা তো সেনা, তাই না। বাবাকে পেয়েছো এই বিকার-রূপী রাবণের উপরে বিজয়লাভ করার জন্য।

তোমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা বসে রয়েছে। ভারতের উপরেই দশা বসে। এখন সকলের উপরেই রাহুর দশা। বৃক্ষপতি বাবা আসেন, তাই অবশ্যই ভারতের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। এরমধ্যেই সবকিছু চলে আসে। বাম্বারা, তোমরা জানো যে, আমরা ওখানে নিরোগী কায় (শরীর) পাই, ওখানে তো মৃত্যুর কোনো নামই নেই। অমরলোক তো, তাই না। এভাবে ওখানে বলা হবে না যে, অমুকে মারা গেছে। মৃত্যুর কোন নামই নেই। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। শরীর ধারণ আর ত্যাগের মুহূর্তেও খুশী বজায় থাকে। দুঃখের কোনো নামই নেই। তোমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে। সকলের উপরেই তো আর বৃহস্পতির দশা থাকবে না। স্কুলে কেউ-কেউ পাশও করে আবার ফেলও করে। এও হলো পাঠশালা। তোমরা বলবে যে, আমরা রাজযোগ শিখি, শেখায় কে? অসীম জগতের পিতা। তাহলে কত খুশীতে থাকা উচিত, এর মধ্যে তো আর কোনো কথা নেই। মুখ্য কথা হলো পবিত্রতা। লেখাও রয়েছে - হে বৎসগণ, দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। এ হলো গীতার শব্দ। এখন গীতা এপিসোড চলছে। তাতেও মানুষ উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে। সত্য যেটুকু তা হল আটার মধ্যে যতটুকু নুন। অতি সহজ কথা, যা ছোট বাম্বাও বুঝতে পারে। তাও কেন ভুলে যাও? ভক্তিমার্গেও বলতে যে, বাবা তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার হয়ে যাবো। অন্য কেউ নয়। আমরা তোমরা হয়ে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো। আমরা বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করিই অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। অ্যাডপ্ট হয়ে যাই, কারণ জানি যে, বাবার কাছ থেকে আমরা কি পাবো। তোমরাও অ্যাডপ্ট হয়েছো। জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব(বাদশাহী), অসীম জগতের উত্তরাধিকার নেবো। কারো প্রতিই আর আসক্তি রাখবো না। মনে করো, কারো লৌকিক পিতা রয়েছে, তাহলে তার কাছে কি থাকে। খুব বেশী হলে লাখ-দেড়েক হবে। এই অসীম জগতের পিতা তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন।

বাম্বারা, তোমরা আধাকল্প মিথ্যা-মিথ্যা সব গল্প-গাঁথা শুনে এসেছো। এখন সত্য-সত্য সব কথা বাবার কাছ থেকে শোনো। তাহলে তো এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত, মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। 'হাম সো' - কথার অর্থও

বোঝানো উচিত । ওরা(লৌকিক) তো বলে যে, আত্মাই পরমাত্মা। এই ৮৪ জন্মের কাহিনী তো কেউ বলতে পারে না। বাবার ক্ষেত্রে একথাও বলা হয় যে, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই বাবা (ঈশ্বর) রয়েছেন । বাবার তো গ্লানি করে, তাই না। এও ড্রামায় ফিফ্ৰড হয়ে রয়েছে। তাই কাউকে দোষারোপ করা হয় না। ড্রামাই এভাবে বানানো রয়েছে। যিনি তোমাদের জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দেবতায় পরিণত করেন, তোমরাই আবার তাঁর গ্লানি করতে থাকো। তোমরাই এমনভাবে ডিগবাজি খাও। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। আমি আবার এসে তোমাদের উপকার করি। জানি যে, তোমাদেরও দোষ নেই, এ হলো খেলা। তোমাদেরকে কাহিনী বোঝাই, এ হলো সত্যিকারের কথা (কাহিনী), যার ফলে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। ভক্তিমার্গে তো আবার অনেক কথা (গল্প) বানিয়ে দিয়েছে। এইম অবজেক্ট কিছুই নেই। ওসব কিছুই তৈরি হয়েছে পতনের অভিমুখে যাওয়ার জন্য। (লৌকিক) বিদ্যালয়ে তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানেও শরীর নির্বাহের জন্য কিছু এইম থাকে। পন্ডিত ব্যক্তির নিজের শরীর নির্বাহের জন্য বসে-বসে (শাস্ত্র) কথা শোনায়। লোকেরা তাদের সম্মুখে টাকাপয়সা রাখতে থাকে, কিন্তু তাতে ভক্তদের প্রাপ্তি কিছুই হয় না। তোমরা তো এখন জ্ঞান-রত্ন পাও, যার ফলে তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। ওখানে সমস্ত জিনিসই নতুন পাবে। নতুন দুনিয়ায় সবকিছু নতুন হবে। হীরে-জহরত ইত্যাদি সব নতুন হবে। এখন বাবা বলেন যে, আর সব কথা ছেড়ে এখন তোমরা ডিগবাজির খেলাকে স্মরণ করো। ফকিররা ডিগবাজি খেতে-খেতে তীর্থ করতে যায়। কেউ-কেউ পদব্রজেও যায়। এখন তো মোটর-গাড়ী, এরোপ্লেনও হয়ে গেছে। গরীবরা তো তাতে যেতে পারবে না। কোনো কোনো অতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তো পায়ে হেঁটেও চলে যায়। দিনে-দিনে বিজ্ঞানের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হতেই থাকে। এ হলো অল্পকালের সুখ। বিমান দুর্ঘটনা হলে তো কত ক্ষতি হয়ে যায়। এইসব জিনিসের দ্বারা যে সুখ পাওয়া যায় তা অল্পসময়ের জন্য। ফাইনালি তো এসবের দ্বারা ই মৃত্যু অবধারিত। ওটা হলো সায়েন্স। আর তোমাদের হলো সাইলেন্স। বাবাকে স্মরণ করলে সব রোগ সমাপ্ত হয়ে যায়, নিরোগী হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, সত্যযুগে আমরা এভারহেল্দি ছিলাম। এই ৮৪ চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। বাবা একবার-ই এসে বোঝান যে, তোমরা আমার গ্লানি করেছে, নিজেরকে চড় মেরেছো। গ্লানি করতে-করতে তোমরা শূদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। শিখরাও বলে যে, সাহেবের (ঈশ্বরের) জপ করো তবেই সুখ পাবে অর্থাৎ মন্মানাভব। শব্দই হলো দুটো, বাকি বেশী মাথা চাপড়ানোর তো কোনো প্রয়োজন নেই। এও বাবা এসে বোঝান। এখন তোমরা বোঝো যে, সাহেবকে (বাবাকে) স্মরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের সুখ পাবে। গুরু নানকও তার মতো করে মার্গদর্শন করায়। কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক রাস্তা তো তাদের জানা নেই। স্মরণ করতে-করতে সুখ প্রাপ্ত কর। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সত্যযুগে রোগ-ভোগ ইত্যাদি দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ তো অতি সাধারণ কথা। তাকে সত্যযুগ, গোল্ডেন এজ বলা হয়, আর একে কলিযুগ, আয়রণ এজ বলা হয়। এ হলো ডিগবাজির খেলা। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, পুনরায় দেবতা হবে। একথা তোমরা ভুলে যাও। ডিগবাজি স্মরণে থাকলে তবেই সম্পূর্ণ এই জ্ঞান স্মরণে থাকবে। এমন পিতাকে স্মরণ করে রাতে শুতে যাওয়া উচিত । তা সত্বেও বলে যে, বাবা, ভুলে যাই। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। তোমাদের লড়াই হলো মায়ার সঙ্গে। তখন আবার তোমরা আধাকল্প তার (মায়া) উপর রাজত্ব করো। বাবা কথা তো অতি সহজ করে বলেন। নামই হলো সহজ জ্ঞান, সহজ স্মরণ। শুধু বাবাকে স্মরণ করো। বাবা কোনো কষ্ট দেন কি ! ভক্তিমার্গে তো তোমরা অনেক কষ্ট করেছ । একটু সাক্ষাৎকারের জন্য গলা কেটে ফেলতেও রাজি হয়ে যেতে, কাশী কলবট খেতে। হ্যাঁ, যারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে করে, তাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। পুনরায় নতুন করে হিসেব-নিকেশ শুরু হবে। তারা কেউই আমার কাছে আসে না। আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়, শরীরকে কষ্ট দিলে হয় না। আমার কাছে তো কেউ আসে না। কত সহজ কথা। এই ডিগবাজির খেলা তো বৃদ্ধদেরও স্মরণে থাকা উচিত আর বাচ্চাদেরও স্মরণে থাকা উচিত । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বৃক্ষপতি বাবার কাছ থেকে সুখ-শান্তি-পবিত্রতার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য নিজেকে অকালমূর্তি আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ঈশ্বরীয় বুদ্ধি বানাতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে সত্য কথা শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে। মায়াজীত হওয়ার জন্য নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা প্রতি কল্পের বিজয়ী, বাবা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ।

- *বরদান:-* নির্বল থেকে বলবান হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হিম্মতবান (সাহসী) আত্মা ভব
“সাহসী বাচ্চা সহায়তায় বাবা” এই বরদানের আধারে সাহসের প্রথম দৃঢ় সংকল্প করেছো যে আমাদের
পবিত্র হতেই হবে আর বাবা পদমণ্ডল সহায়তা দিয়েছেন যে তোমরা আত্মারা অনাদি-আদি পবিত্র ছিলে,
অনেকবার পবিত্র হয়েছো আর হতেও থাকবে। অনেকবারের স্মৃতির দ্বারা সমর্থ হয়ে গেছো। নির্বল থেকে
এতটা বলবান হয়ে গেছো যে চ্যালেঞ্জ করেছো - সমগ্র বিশ্বেও পবিত্র করে দেখাবে, যে কাজকে ঋষি মুণি
মহান আত্মারা মনে করে যে পবিত্র হয়ে থাকা মুশকিল, সেই কাজকে তোমরা অতি সহজেই করে থাকো।
- *স্লোগান:-* দৃঢ় সংকল্প করাই হলো ব্রত পালন করা, সত্যিকারের ভক্তরা কখনও ব্রত ভঙ্গ করে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই অনাদি ড্রামা ক্রমাগত আবর্তিত হয়, টিক-টিক করে চলতেই থাকে, এই ড্রামাতে একজনের পাট অন্যজনের সাথে মিলবে না, একে যথার্থ ভাবে বুঝে সর্বদা হাসিখুশি থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন যুক্তির দ্বারা তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারবে যে ভগবান এসে গেছেন?

*উত্তরঃ - কাউকে সরাসরি বলবে না যে ভগবান এসে গেছেন। এইভাবে বললে লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে, ঠাট্টা করবে। কারণ আজকাল তো অনেকেই নিজেকে ভগবান বলে থাকে। তাই তোমরা যুক্তি সহকারে আগে দুই পিতার পরিচয় দাও। একজন শারীরিক পিতা এবং অন্যজন অসীম জগতের পিতা। শারীরিক পিতার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখন অসীম জগতের পিতা এসেছেন অসীমিত উত্তরাধিকার দিতে। এইভাবে বললে বুঝতে পারবে।

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতা বসে থেকে আত্মা রূপী সন্তানদের বোঝাচ্ছেন যে সৃষ্টি তো এখানেই। বোঝানোর জন্য বাবাকেও এখানেই আসতে হয়। মূলবতনে তো বোঝানো যাবে না। বাবা জানেন যে বাচ্চারা পতিত হয়ে গেছে। এখন ওরা কোনো কর্মের নয়। এই দুনিয়ায় তো কেবল দুঃখ আর দুঃখ। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখন তোমরা বিষয় (বিষ) সাগরে ডুবে আছ। আসলে তোমরা ক্ষীর-সাগরে (সুখের) ছিলে। বিষ্ণুপুরীকে ক্ষীর-সাগর বলা হয়। এখানে তো ক্ষীর-সাগর পাওয়া যাবে না। তাই বিভিন্ন জলাশয় তৈরি করেছে। বলা হয় ওখানে দুধের নদী বহিত, ওখানকার গরুগুলোও ফার্স্টক্লাস ছিল। এখানে তো মানুষরাই রোগগ্রস্ত। কিন্তু ওখানে গরুদেরও কোনো রোগ হয় না। একদম ফার্স্টক্লাস হয়। কোনো জানোয়ারের কখনো রোগ হবে না। এই দুনিয়ার সাথে ওই দুনিয়ার অনেক পার্থক্য। বাবা এসেই এইসব কথা বলছেন। দুনিয়ায় আর কেউ এইসব জানে না। তোমরা জানো যে এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই যুগেই বাবা এসে সবাইকে ফেরৎ নিয়ে যান। বাবা বলছেন - আমার যত সন্তান রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ, কেউ গড, কেউ ভগবানকে স্মরণ করে। আমার অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ভালো-খারাপ যা ইচ্ছে হয়েছে, তাই রেখে দিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসেছেন। দুনিয়ার মানুষ তো এইসব বুঝবে না। সে-ই বুঝবে, যে ৫ হাজার বছর আগে বুঝেছিল। সেইজনেই বলা হয় কোটির মধ্যে কেউ, তার মধ্যে কেউ। আমি কে, আমি কেমন, আমি বাচ্চাদেরকে কি শিক্ষা দিই - এইসব কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। এটাও তোমরা জানো যে আমাদেরকে কোনো সাকার শরীরধারী পড়াচ্ছেন না। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি নিরাকার। মানুষের সংশয় তো হবেই। নিরাকার তো ওপরে থাকেন, তিনি কিভাবে পড়াবেন ! তোমরা নিরাকার আত্মারাও ওপরেই থাকো। তারপর এই আসনে এসে বসো। এই আসনটি বিনাশী, কিন্তু আত্মা অকাল (অবিনাশী)। আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। কেবল শরীরের মৃত্যু হয়। এটা হল চৈতন্য আসন। অমৃতসরে অকাল-তখত রয়েছে। ওটা তো কার্ঠের তৈরি আসন। ওরা তো বেচারী জানেই না যে আসলে আত্মা-ই হলো অকাল, যাকে কখনো কাল গ্রাস করে না। অকাল-মূর্তি আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। তার তো একটা রথ প্রয়োজন। সেইরকম যিনি নিরাকার পিতা, তাঁরও একটা মানব-রথের প্রয়োজন। কারণ বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানেশ্বর। এখন তো অনেকেই জ্ঞানেশ্বর নাম রেখে দেয়। নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে। ভক্তি-শাস্ত্রের বিভিন্ন কথা শোনায়। নাম রাখে জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ জ্ঞান দাতা ঈশ্বর। কিন্তু জ্ঞান দেওয়ার জন্য জ্ঞানের সাগরের প্রয়োজন। তাঁকেই গড ফাদার বলা হয়। এখানে তো অনেকেই ভগবান নামে পরিচিত। যখন অনেক ধর্ম-গ্লানি হয়, মানুষ খুব গরিব আর দুঃখী হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন। বাবাকে দীনবন্ধু বলা হয়। অবশেষে সেই দিন এসেছে। দীনবন্ধু বাবার আগমন হয়েছে। বাচ্চারাও জেনেছে যে বাবা এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। ওখানে অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকবে, টাকা-পয়সা কখনো গোনা হবে না। এখানে তো হিসাব করে যে এত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ওখানে এইরকম নামগুলোই থাকবে না। অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকবে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে বাবা আমাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাচ্চারা তো নিজের ঘরকেই ভুলে গেছে। ভক্তিমার্গে ধাক্কা খাচ্ছে। এটাকেই রাত্রি বলা হয়। কেবল ভগবানকে খুঁজতে থাকে। কেউই ভগবানকে পায় না। তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত যে এখন ভগবান এসেছেন। তবে এমন নয় যে সবাই পুরোপুরি নিশ্চিত। কোনো না কোনো সময়ে মায়া ভুলিয়ে দেয়। সেইজনেই বাবা বলেন - আশ্চর্য হয়ে আমাদের দেখল, আমার সন্তান হল, অন্যকেও শোনালো, কিন্তু হে মায়া, তুমি কতই না শক্তিশালী যে এরপরেও তাদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে যাও। অনেকেই বাবাকে ত্যাগ দিয়ে চলে যায়। এরপর সে কোথায় গিয়ে জন্ম নেবে ? একেবারে সাধারণ জন্ম পাবে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষা। বাবা তো এইরকম বলবেন না যে

সকলেই নারায়ণ হয়ে যাবে। না, যে ভালো পুরুষার্থ করবে, সে-ই ভালো পদ পাবে। বাবা বুঝতে পারেন যে কোন্ কোন্ বাচ্চা ভালো পুরুষার্থী যারা অন্যদেরকেও বাবার পরিচয় দেয় এবং মানুষ থেকে দেবতা বানানোর পুরুষার্থ করায়। আজকাল বিরোধিতা করার জন্য অনেক মানুষ নিজেকেই ভগবান বলে দেয়। তোমাদেরকে ওরা অবলা মনে করে। ওদেরকে কিভাবে বোঝাবে যে ভগবানের আগমন হয়েছে। যদি সরাসরি বলে দাও তাহলে কেউই মানবে না। তাই বোঝানোর জন্য যুক্তি প্রয়োজন। কখনো কাউকে এইভাবে সরাসরি বলা উচিত নয় যে, ভগবান এসে গেছেন। ওদেরকে বোঝাতে হবে - আপনার দুইজন পিতা রয়েছেন। একজন হলেন পারলৌকিক বা অসীম জগতের পিতা এবং অন্যজন হলেন লৌকিক বা শারীরিক পিতা। খুব ভালো ভাবে পরিচয় দিতে হবে যাতে যে-কেউ বুঝতে পারে যে, এরা তো ঠিক কথাই বলছে। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে কিভাবে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে সেটা কেউই জানে না। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কেউ কখনো এইরকম বলবে না যে প্রত্যেক মানুষের দুইজন পিতা আছেন। তোমরা এটা যুক্তি সহকারে বলছ। লৌকিক বা শারীরিক পিতার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অপরদিকে পারলৌকিক বা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম অর্থাৎ নূতন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। নূতন দুনিয়া হল স্বর্গ। সেই উত্তরাধিকার তো বাবা এসে দেবেন। ঐ পিতা হলেন নূতন সৃষ্টির রচয়িতা। কিন্তু তোমরা যদি কেবল এটাই বলো যে 'ভগবান এসে গেছেন', তাহলে ওরা কখনোই মানবে না, উল্টে টিকা টিপ্পনি করবে। শুনবেই না। সত্যযুগে তো কাউকে বোঝাতে হবে না। যখন বাবা এসে শিক্ষা দেন, তখনই বোঝাতে হয়। সুখের সময়ে কেউ স্মরণ করে না, দুঃখের সময়ে সকলেই স্মরণ করে। ওই পারলৌকিক পিতাকেই দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী বলা হয়। দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড রূপে সবাইকে নিজ ঘরে অর্থাৎ সুইট হোমে ফেরৎ নিয়ে যান। ওই ঘরকে সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয়। কেউই জানে না যে ওখানে আমরা কিভাবে যেতে পারি। রচয়িতাকে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকেও জানে না। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। সকল আত্মাকেই নিয়ে যাবেন। একজনকেও ছাড়বেন না। ওটা হল আত্মাদের নিবাসস্থান, এটা হল শারীরিক বাসস্থান। সুতরাং আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন নিরাকার পিতা, ওঁনাকে পরমপিতাও বলা হয়। পরমপিতা শব্দটা একেবারে যথার্থ এবং খুবই মিষ্টি একটা শব্দ। কেবল ভগবান কিংবা ঈশ্বর বললে উত্তরাধিকারের সুগন্ধ পাওয়া যায় না। তোমরা পরমপিতাকে স্মরণ করো বলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। বাচ্চাদেরকে এটাও বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগ হল সুখধাম। স্বর্গকে শান্তিধাম বলা যাবে না। যেখানে আত্মারা থাকে, সেটাই হল শান্তিধাম। এটা ভালোভাবে বুঝে নাও।

বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এইসব বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে তোমাদের কিছুই প্রাপ্তি হয় না। শাস্ত্র তো ভগবানকে পাওয়ার জন্যই পাঠ করা হয়। কিন্তু ভগবান বলছেন - শাস্ত্র পাঠের দ্বারা কেউ আমাকে পায় না। এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার জন্যই আমাকে স্মরণ করা হয়। এই কথাটা কেউই বোঝে না। কারন সকলের বুদ্ধি এখন পাথর হয়ে গেছে। স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা না করলে বলা হয় যে তোমার বুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে। সত্যযুগে কখনো এইরকম বলা হবে না। পরমপিতা অর্থাৎ যিনি অসীম জগতের পিতা, তিনিই বুদ্ধিকে পরশসম বানিয়ে দেন। এখন তোমরা বাবার সাথে রয়েছ। তাই তোমাদের বুদ্ধি এখন পরশসম। এরপর সত্যযুগে এক জন্ম পরেও সামান্যতম পরিবর্তন অবশ্যই হবে। এইভাবে ১২৫০ বছর পরে ২ কলা কমে যায়। ১২৫০ বছরের প্রতি সেকেন্ডেই একটু একটু করে কলা কমেতে থাকে। এখন তোমাদের জীবন একেবারে পারফেক্ট হওয়া উচিত। কারণ তোমরা এখন বাবার মতোই জ্ঞানের সাগর, সুখ-শান্তির সাগর হয়েছে। সকল উত্তরাধিকার তোমরাই প্রাপ্ত করো। বাবা তো উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্যই আসেন। প্রথমে তোমরা শান্তিধামে যাও, তারপর সুখধামে যাও। শান্তিধামে তো কেবল শান্তি আর শান্তি। এরপর যখন সুখধামে যাও, তখন ওখানেও বিন্দুমাত্র অশান্তি থাকবে না। এরপর আবার অধঃপতন শুরু হয়। প্রত্যেক মিনিটে তোমরা একটু একটু করে নীচে নামো। নূতন দুনিয়া ধীরে ধীরে পুরাতন হতে থাকে। সেইজন্যই বাবা বলেছিলেন হিসাব করে দেখো যে ৫ হাজার বছরে কত মাস, কত ঘন্টা হয়। তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। এই হিসাবটা তো বলে দেওয়া হয়েছে। একেবারে অ্যাকুরেট হিসাব লিখতে হবে। এক্ষেত্রে কখনোই সামান্যতম কম-বেশিও হয় না। প্রতি মিনিটে টিক টিক করে এগিয়ে যায়। গোটা রিলটাই রিপিট হয়। একদিকে আবর্তিত হতে থাকে, অন্যদিকে রোল হতে থাকে। সেটাই আবার রিপিট হবে। এই বিশাল রোল খুবই ওয়ান্ডারফুল। এটা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। টিক টিক করে গোটা দুনিয়ার নাটক চলছে। এক সেকেন্ডের সাথে অন্য সেকেন্ডের কোনো মিল নেই। এইভাবে সৃষ্টিচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। ওইগুলো ছোট-খাটো নাটক, আর এটা হলো অসীম জগতের নাটক। আগে তোমরা জানতে না যে এটা একটা অবিনাশী নাটক যেটা পূর্ব নির্ধারিত ভাবে পুনরায় নির্মিত হচ্ছে। যেটা হওয়ার ছিল সেটাই হচ্ছে। কিছুই নূতন নয়। আগে অনেকবার এই নাটকের প্রত্যেকটা সেকেন্ড এইভাবেই রিপিট হয়েছে। এইসব কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। আগে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। অসীম জগতের পিতা অসীম উত্তরাধিকার দেন। তাঁর কেবল একটাই নাম - শিব। বাবা বলছেন - যখন অতি ধর্মগ্লানি হয়, সেই

সময়েই আমি আসি। এই সময়টাকেই ঘোর কলি বলা হয়। এখানে প্রচুর দুঃখ। কেউ কেউ বলে, এই ঘোর কলিযুগে কিভাবে পবিত্র থাকা সম্ভব! কিন্তু ওরা তো জানেই না যে পবিত্র কে বানায়? বাবা এসেই সঙ্গমযুগে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। ওখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকে। এখানে দুজনেই অপবিত্র হয়ে গেছে। এই দুনিয়াটাই অপবিত্র দুনিয়া। ওটা হল পবিত্র দুনিয়া - স্বর্গ বা হেভেন। এটা হল পতিত দুনিয়া - নরক বা হেল। তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এইসব বুঝতে পেরেছ। কাউকে বোঝানোর জন্য একটু পরিশ্রম করতে হয়। গরিবরা ঝট করে বুঝে যাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হচ্ছে। এরপর তো অনেক বড় বাড়ি বানাতে হবে। অনেক বাচ্চারা এখানে আসবে। কারণ বাবা তো কোথাও যাবেন না। আগে কেউ না বললেও বাবা নিজে থেকেই চলে যেতেন। এখন বাচ্চারা এখানে আসবে। ঠান্ডার মধ্যেও আসতে হয়। তাই প্রোগ্রাম বানাতে হবে। এক-একটা গ্রুপকে আলাদা আলাদা সময়ে আসতে বললে আর ভিড় হবে না। সকলে একসাথে একই সময়ে আসতে পারবে না। বাচ্চাদের সংখ্যাও তো বৃদ্ধি হচ্ছে। এখানে বাচ্চারা ছোট ছোট বাড়ি বানাচ্ছে। ওখানে তো অনেক মহল পাওয়া যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে টাকা-পয়সা সব মাটিতে মিশে যাবে। অনেকেই গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ধন-সম্পত্তি রেখে দেয়। এরপর হয়তো সেটা চোর নিয়ে যায় অথবা মাটির নিচেই থেকে যায়, যেটা পরে কখনো চাষ-বাস করার সময়ে বেরিয়ে আসে। এখন বিনাশের সময়ে সেইসব চাপা পড়ে যাবে। এরপর ওখানে সবকিছু নতুন পাওয়া যাবে। এমন অনেক রাজ প্রাসাদ রয়েছে যেখানে অনেক কিছু মাটি চাপা দেওয়া আছে। অনেক সময় বড় বড় হীরেও বেরিয়ে আসে। তখন হাজার-লক্ষ টাকা আয় হয়ে যায়। তবে এমন নয় যে স্বর্গে তোমরা এইরকম মাটি খুঁড়ে হীরে-মানিক বের করবে। না, ওখানে তো সবকিছুর খনি একেবারে নতুন এবং ভরপুর হয়ে যাবে। এখানকার অনুর্বর জমিতে আর কোনো শক্তি নেই। যে বীজ বপন করা হয়, তার মধ্যেও কোনো শক্তি নেই। যত রকমের আবর্জনা এবং অশুদ্ধ জিনিস সব মাটিতে ফেলে দেয়। ওখানে তো অশুদ্ধ জিনিসের নামটাই থাকবে না। সবকিছুই নতুন। কন্যাদের স্বর্গের সাক্ষাৎকার হয়। ওখানকার সৌন্দর্য একেবারে ন্যাচারাল। তোমরা বাচ্চারা এখন সেই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই সময়েই বাবার সমান সম্পূর্ণ পারফেক্ট হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবার সকল শিক্ষাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে ওঁনার মতো স্তানের সাগর, সুখ-শান্তির সাগর হতে হবে।

২) বুদ্ধিকে পারস (পরস পাথরের মতো) বানানোর জন্য পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বরদান:- নিশ্চিত বিজয়ের নেশায় থেকে বাবার পদমণ্ডল সহায়তা প্রাপ্তকারী মায়াজীত ভব
বাবার পদমণ্ডল সহায়তার পাত্র বাচ্চারা মায়ার আক্রমণকে চ্যালেঞ্জ করে যে মায়ার কাজ হলো আসা আর আমাদের কাজ হলো মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করা। তারা মায়ার ব্যাঘ্র রূপকে পিঁপড়ে মনে করে, কেননা জানে যে এই মায়ার রাজ্য এখন সমাপ্ত হবে, আমরা অনেক বারের বিজয়ী আত্মা, আমাদের বিজয় হান্ড্রেট পার্সেন্ট নিশ্চিত। এই নিশ্চিত এর নেশা বাবার পদমণ্ডল সহায়তার অধিকার প্রাপ্ত করায়। এই নেশার দ্বারা সহজেই মায়াজীত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সংকল্প শক্তিকে জমা করে স্ব প্রতি এবং বিশ্বের প্রতি এর প্রয়োগ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতো দয়ালু হৃদয়বান ও কল্যাণকারী হও, সে-ই বুদ্ধিমান যে নিজেও পুরুষার্থ করে আর অন্যদের দিয়েও করায়"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা নিজের পড়াশোনার দ্বারা কোন্ চেকিং করতে পারো, তোমাদের পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনা দ্বারা তোমরা চেকিং করতে পারো যে আমি উত্তম পাঠ প্লে করছি নাকি মধ্যম বা কনিষ্ঠ। সবচেয়ে উত্তম পাঠ তাদের বলা হবে যারা অন্যদেরকেও উত্তম বানায় অর্থাৎ সার্ভিস করে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তোমাদের পুরুষার্থ হলো পুরানো জুতো ছেড়ে নতুন জুতো নেওয়া। আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন তার নতুন পবিত্র জুতো (শরীর) প্রাপ্ত হয়।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা দুই দিক থেকেই উপার্জন করছে। এক দিকে হলো স্মরণের যাত্রার দ্বারা উপার্জন আর অন্য দিকে হলো ৮৪ -র চক্রের জ্ঞানের স্মরণ করলে উপার্জন। একেই বলা হয় ডবল আমদানি এবং অজ্ঞান কালে হয় অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সিঙ্গল আমদানি। এ হলো তোমাদের এই স্মরণের যাত্রার আমদানি হলো বিশাল। আয়ুও দীর্ঘ হয়ে যায় আর তোমরা পবিত্রও হয়ে যাও। সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পাও। অনেক বিশাল এই আমদানি। সত্যযুগে আয়ু অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। দুঃখের নাম নেই, কারণ সেখানে রাবণের রাজ্য নেই। অজ্ঞানকালে পড়াশোনার সুখ থাকে অল্পকালের জন্য আর দ্বিতীয়তঃ পড়াশোনার সুখ, শাস্ত্র অধ্যয়ন যারা করে, তারা প্রাপ্ত করে। তাদের ফলোয়ারদের কিছুই লাভ হয় না। তারা ফলোয়ার্সও নয়। কারণ তারা না পোষাক (গেরুয়া বা সাদা বস্ত্র) পরিবর্তন করে আর না ঘর সংসার ত্যাগ করে। তাহলে ফলোয়ার্স কিভাবে বলা হবে! সেখানে (স্বর্গে) তো শান্তি, পবিত্রতা সবই থাকে। এখানে অপবিত্রতার জন্য ঘরে - ঘরে কত অশান্তি হয়। তোমরা মত প্রাপ্ত করো ঈশ্বরের কাছে। এখন তোমরা নিজের পিতাকে স্মরণ করো। নিজেকে ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট নিশ্চয় করো। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত রূপে। হৃদয়ে কতখানি খুশী অনুভব হওয়া উচিত। এখন আমরা আছি শ্রীমৎ অনুসারে। তাঁর শক্তিতে সতোপ্রধান হচ্ছি। এখানে তো কোনও রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার নেই। আমাদের রাজ্য ভাগ্য হল নতুন দুনিয়ায়। এখন তোমরা সেই কথা জানতে পেরেছ। এই লক্ষ্মী নারায়ণের ৮৪-র জন্ম কাহিনী তোমরা বলতে পারো। সে যেমন মানুষ হোক, যতই পড়াতে সক্ষম হলেও, তবুও একজনও এমন নেই যে বলতে পারবে যে এসো আমরা লক্ষ্মী নারায়ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন স্মরণ থাকে, বিচার সাগর মন্বনও কর।

এখন তোমরা হলে জ্ঞান সূর্যবংশী। তারপরে সত্যযুগে বলা হবে বিষ্ণু বংশী। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন.....এই সময় তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছো, তাই না। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। অর্ধকল্প জ্ঞান চলে, তার পরের অর্ধকল্প অজ্ঞান হয়ে যায়। এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। তোমরা এখন বুদ্ধিমান হয়েছো। যত তোমরা বুদ্ধিমান হও অন্যদেরও নিজের মতন করার পুরুষার্থ করো। তোমাদের বাবা হলেন দয়ালু, কল্যাণকারী অতএব বাচ্চাদেরও এমন হতে হবে। বাচ্চারা কল্যাণকারী না হলে তাদের কি বলা হবে? গাওয়াও হয় - "সাহসী বাচ্চাদের ঈশ্বর পিতার সহায়তা প্রাপ্ত হয়" (হিস্মাতে বস্কে, মদদে বাপ)। এও নিশ্চয়ই চাই। তা নাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে কিভাবে। সার্ভিস অনুযায়ী তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশন, তাইনা। যেমন খ্রীষ্টান মিশন, ইসলামী মিশন হয়, তারা নিজেদের ধর্মের বৃদ্ধি করে। তোমরা নিজের ব্রাহ্মণ ধর্ম ও দৈবী ধর্মের বৃদ্ধি করো। ড্রামা অনুসারে তোমরা বাচ্চারা অবশ্যই সহযোগী হবে। কল্প পূর্বে যা পাঠ প্লে করেছিলে সেসব অবশ্যই প্লে করবে। তোমরা দেখছো প্রত্যেকে নিজের উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ পাঠ প্লে করছে। সবচেয়ে উত্তম পাঠ সে প্লে করে, যে অন্যদের উত্তম বানায়। অতএব সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে এবং আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাতে হবে। ঋষি-মুনিরা নেতি-নেতি বলে গেছে। তারপরে বলে দিয়েছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আর কিছু জানা নেই। ড্রামা অনুসারে আত্মার বুদ্ধিও তমোপ্রধান হয়। শরীরের বুদ্ধি বলা হবে না। আত্মাতেই মন-বুদ্ধি আছে। এই কথা ভালো ভাবে বুঝে বাচ্চাদের চিন্তন করতে হবে। তারপরে বোঝাতে হবে। তারা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাবার জন্য দোকান খুলে বসে আছে। তোমাদেরও এ হলো দোকান। বড় বড় শহরে বড় দোকান চাই। যে বাচ্চারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাদের কাছে অনেক খাজানা থাকে। এত খাজানা না থাকলে অন্যদের দেবে কিভাবে! নম্বর অনুযায়ী ধারণা হয়। বাচ্চাদের ভালো ভাবে ধারণা করা উচিত, যাতে অন্যদের বোঝাতে পারে। বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা কোনো বিরাট কথা নয়, সেকেন্ডের ব্যাপার। তোমরা আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়েছ সুতরাং তোমরা অসীম জগতের মালিক হয়েছ। মালিকও হয় নম্বর অনুসারে। রাজাও মালিক তো প্রজাও বলবে আমরাও মালিক। এখানেও

সবাই বলে তাইনা আমাদের ভারত। তোমরাও বল শ্রীমৎ অনুসারে আমরা নিজের স্বর্গ স্থাপন করছি, তারপর স্বর্গেও রাজধানী আছে। অনেক রকমের লেবেল আছে। পুরুষার্থ করা উচিত উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে। বাবা বলেন এখন পুরুষার্থ করে যত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে এবং তা কল্প-কল্পান্তরের জন্য হবে। পরীক্ষায় কারো মার্ক কম হলে হার্ট ফেল হয়ে যায়। আর এ হলো অসীম জগতের কথা। পুরো পুরুষার্থ না করলে মন খারাপও হবে, দন্ডও ভোগ করতে হবে। সেই সময় কিবা করতে পারবে। কিছুই না। আত্মা কি করবে ! তারা তো জীবঘাত করে, ডুবে মরে। এতে ঘাত ইত্যাদির কথা নেই। আত্মাকে কখনও ঘাত করা যায় না, আত্মা তো অবিনাশী। বাকি শরীরকে ঘাত করা যায়, যার দ্বারা পাট প্লে কর। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো, এই পুরানো জুতো বা পুরানো দেহ ত্যাগ করে আমরা নতুন দৈবী দেহ প্রাপ্ত করি। এই কথাটিকে বলে? আত্মা। যেমন ছোট বাচ্চারা বলে না যে - আমাদের নতুন পোশাক দাও। আমরা আত্মা, আমাদেরও নতুন পোশাক (দেহরূপী) চাই। বাবা বলেন তোমাদের আত্মা নতুন স্বরূপে পরিণত হলে তো নতুন শরীরের প্রয়োজন, তবেই তো শোভনীয় হবে। আত্মা পবিত্র হলে ৫ তত্ত্বও নতুন হয়ে যায়। ৫ তত্ত্বের দ্বারা-ই শরীর তৈরি হয়। যখন আত্মা সতোপ্রধান হয় তখন শরীরও সতোপ্রধান প্রাপ্ত হয়। আত্মা তমোপ্রধান তো শরীরও তমোপ্রধান। এখন দুনিয়ার সকল দেহধারী তমোপ্রধান হয়েছে, দিন দিন দুনিয়া পুরানো হয়ে যাচ্ছে, পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন থেকে পুরানো তো সব জিনিসই হয়। পুরানো হয়ে তারপরে ডেস্ট্রয় হয় (নষ্ট হয়)। এইখানে তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির কথা রয়েছে। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ, পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। বাকি এই সঙ্গম যুগের কথা তো কারো জানা নেই। তোমরাই জানো এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হবে।

এখন অসীম জগতের বাবা যিনি হলেন পিতা, শিক্ষক এবং গুরু, তাঁর আদেশ হলো পবিত্র হও। কাম বিকার হলো মহা শত্রু, সেই বিকারকে জয় করে জগৎজিত হও। জগৎজিত অর্থাৎ বিষ্ণুবংশী হও। সেই একটাই কথা। এই কথা গুলির অর্থ তোমরা জানো। বাচ্চারা জানে আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন বাবা। প্রথমে তো এই কথায় পাক্সা নিশ্চয় থাকা চাই। বাচ্চারা বড় হলে পিতাকে স্মরণ করতে হয়। তারপরে শিক্ষককে, শেষে গুরুকে স্মরণ করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনজনকে স্মরণ করবে। এখানে তো তিনজন একত্রে এক সময়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। পিতা, শিক্ষক, গুরু একজন-ই। তারা বাণপ্রস্থের অর্থও বোঝে না। বাণপ্রস্থ যেতে হবে, তাই তারা ভাবে গুরুর করা উচিত। ৬০ বছর বাদে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়। এই নিয়ম এখনই ক্রিয়েট হয়েছে। বাবা বলেন - ব্রহ্মার অনেক জন্মের অন্তিম সময়ে বাণপ্রস্থ অবস্থায় আমি এনার সদগুরু হয়েছি। ব্রহ্মাবাবাও বলেন ৬০ বছর বাদে সদগুরুর কাছে দীক্ষিত হয়েছি যখন নির্বাণধাম যাওয়ার সময় হয়েছে। বাবা আসেন সবাইকে নির্বাণধাম নিয়ে যেতে। মুক্তিধামে গিয়ে পাট প্লে করতে আসতে হয়। বাণপ্রস্থ অবস্থা তো অনেকের আছে, তখন তারা গুরু করে। আজকাল তো ছোট বাচ্চাদেরও গুরুর কাছে দীক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলেই গুরুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হবে। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টান ধর্মে পরিবর্তন করানোর জন্য কোলে ভুলে দেয়। কিন্তু তারা কেউ নির্বাণ ধামে যায় না। এই সব রহস্য বাবা বোঝান, ঈশ্বরের অন্ত তো ঈশ্বর নিজেই বলে দেবেন। আরম্ভ থেকে বলে দিয়েছেন। নিজের অন্তও বলেন এবং সৃষ্টির জ্ঞানও দেন। ঈশ্বর নিজে এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা অর্থাৎ স্বর্গের স্থাপনা করেন, সেই থেকে এর ভারত নামটি চলে আসছে। গীতায় শুধু কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে। এও ড্রামা, হার ও জিতের খেলা। এতে হার কিভাবে হয়, এই কথা বাবা ব্যতীত কেউ বলে দিতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণও জানে না যে আমাদের পুনরায় হার হবে। এই কথা তো শুধু তোমরা ব্রাহ্মণরা জানো। শূদ্ররাও জানে না। বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। "আমি-ই সেই" (হম-সো) এই কথাটির অর্থ একেবারেই আলাদা। ওম্ শব্দের অর্থ আলাদা। মানুষ তো অর্থ না বুঝে ই বলে দেয়। এখন তোমরা জানো কিভাবে নীচে নামা হয় তারপরে আবার উপরে ওঠা হয়। এই জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। ড্রামা অনুযায়ী পুনরায় কল্পের শেষে বাবা স্বয়ং এসে বলে দেবেন। সকল ধর্ম স্থাপকগণ এসে নিজের ধর্ম সময় অনুযায়ী স্থাপন করবেন। নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বলা হবে না। নম্বর অনুসারে সময় অনুযায়ী এসে নিজের-নিজের ধর্ম স্থাপন করে। এই কথা একমাত্র বাবা-ই বোঝান, আমি কিভাবে ব্রাহ্মণ তারপরে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ডিনানেস্টি স্থাপনা করি? এখন তোমরা হলে জ্ঞান সূর্যবংশী, যারা পরে বিষ্ণু বংশী হও। খুব সাবধানে শব্দ লিখতে হয়, যাতে কেউ ভুল বের করতে না পারে।

তোমরা জানো যে, জ্ঞানের এই এক একটি মহাবাক্য হলো রত্ন, হীরা। বাচ্চাদের মধ্যে বোঝানোর দক্ষতা খুব রিফাইন হওয়া উচিত। ভুলবশতঃ কোনো শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে নিয়ে বোঝানো উচিত। সবচেয়ে কঠিন ভুল হলো বাবাকে ভুলে যাওয়া। বাবা আদেশ করেন মামেকম্ স্মরণ করো। এই কথা ভোলা উচিত নয়। বাবা বলেন তোমরা হলে পুরাতন প্রেয়সী। তোমরা সবাই প্রেয়সী, তোমাদের সবার একমাত্র প্রিয়তম আছে। তারা তো একে অপরের চেহারা দেখে প্রেমিক-প্রেমিকা হয়। এখানে তো প্রিয়তম একজন-ই। তিনি হলেন একজন, তিনি নিজের কয়জন

প্রিয়সীদের স্মরণ করবেন। অনেকের পক্ষে একজনকে স্মরণ করা তো সহজ কাজ, একজন অনেককে কিভাবে স্মরণ করবে ! বাবাকে বলে বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি। আপনি কি আমাদের স্মরণ করেন? আরে, স্মরণ তো তোমাদের করতে হবে, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে। আমি কি পতিত হই, যে স্মরণ করব। তোমাদের কাজ হল স্মরণ করা, কারণ পবিত্র হতে হবে। যে যত স্মরণ করে এবং ভালো ভাবে সার্ভিস করে, তাদেরই ধারণা হয়। স্মরণের যাত্রা খুব কঠিন, এতেই মুক্ত লেগে থাকে। এমন নয় যে তোমরা ৮৪-র চক্র ভুলে যাবে। তোমাদের কান স্বর্ণ পাত্র সম হওয়া উচিত। তোমরা যত স্মরণ করবে ততই ভালো রকম ধারণা হবে, এতেই শক্তি থাকবে, তাই বলা হয় স্মরণের শক্তি চাই। জ্ঞান হল উপার্জন। স্মরণের দ্বারা সর্ব শক্তি প্রাপ্ত হয় নম্বর অনুসারে। তলোয়ার ইত্যাদিতেও তীক্ষ্ণ শক্তির পার্থক্য থাকে। ওই সব হল স্থূল কথা। মূল কথা বাবা একটাই বলেন - অক্ষ-কে (আল্লাহ বা ঈশ্বরকে) স্মরণ করো। দুনিয়ার বিনাশের জন্যে একটি অ্যাটমিক বম্ব থাকবে আর কিছু নয়, তার জন্য না সেনা বাহিনী চাই, না ক্যাপ্টেন। আজকাল তো এমন তৈরি হয়েছে যে, দূরে বসে বম্ব ফেলবে। তোমরা এখানে বসে বসে রাজ্য প্রাপ্ত কর, তারা এখানে বসে সবার বিনাশ করবে। তোমাদের জ্ঞান ও যোগ, তাদের মৃত্যুর সামগ্রী দুটোই সমান হয়ে যায়। এও হল খেলা। অভিনেতা তো সবাই, তাইনা। ভক্তি মার্গ পূর্ণ হয়েছে, বাবা নিজে এসে নিজের এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন। এখন বাবা বলেন তোমরা ব্যর্থ কথা শুনো না তাই হিম্মার নো ইভিল... এই চিত্র বানানো হয়েছে। পূর্বে বানরের চিত্র ছিল, এখন মানুষের বানানো হয়, কারণ চেহারা মানুষের হলেও চরিত্র তো বানরের, তাই সমান তুলনা করা হয়েছে। এখন তোমরা কার সেনা বাহিনী? শিববাবার। বানর স্বরূপ থেকে মন্দির স্বরূপ করছেন। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বানর কি সেতু নির্মাণ করতে পারে? এসব হলো দলু কাহিনী (গল্প কথা)। যদি কখনও কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি বিশ্বাস করো? বলা বাঃ ! এমন কে আছে যে শাস্ত্র ইত্যাদি বিশ্বাস করে না। আমরা তো সবচেয়ে বেশি মানি। তোমরাও এত শাস্ত্র পাঠ করো না যত আমরা পড়ি। অর্ধকল্প আমরা-ই পড়েছি। স্বর্গে শাস্ত্র, ভক্তি কিছুই থাকে না। বাবা কত সহজ করে বোঝান। তবুও নিজ সমান গড়ে তুলতে পারে না। সন্তান ইত্যাদির বন্ধন থাকার দরুন বাইরে বেরোতে পারে না। একেও বলা হবে ড্রামা। বাবা বলেন এক সপ্তাহ ১৫ দিন কোর্স করে নিজ সম পরিবর্তন করার কাজে নেমে পড়া উচিত। বড় বড় শহরে, রাজধানী ইত্যাদি স্থানে অনেক বড় বড় সেবা করা উচিত, তাহলে সংবাদপত্রেও বের হবে। বড় বড় ব্যক্তি নাহলে কারো আওয়াজ শুনবে না। একজোট হয়ে অনেক বড় সেবা করো, তাহলে অনেকে এগিয়ে আসবে। বাবার ডাইরেকশন তো পেয়েছো তাইনা ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে রিফাইন বানাতে হবে। বাবাকে ভুলে যাওয়ার ভুল কখনও করবে না। প্রিয়সী রূপে প্রিয়তমকে স্মরণ করতে হবে।

২) বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজ সম বানানোর সেবা করতে হবে। উচ্চ পদের প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থের বিষয়ে কখনও হতাশ হবে না।

বরদানঃ:- এক মিনিটের একাগ্র স্থিতির দ্বারা শক্তিশালী অনুভব করা এবং অন্যদেরকে করানো একান্তবাসী ভব একান্তবাসী হওয়া অর্থাৎ যেকোনও একটি শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত হওয়া। বীজরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও বা লাইট মাইট হাউসের স্থিতিতে স্থিত হয়ে বিশ্বকে লাইট মাইট দাও অথবা ফরিস্তাভাবের স্থিতির দ্বারা অন্যদেরকে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করাও। এক সেকেন্ড বা এক মিনিটও যদি এই স্থিতিতে একাগ্র হয়ে স্থিত হয়ে যাও তো নিজের এবং অন্য আত্মাদের অনেক উপকারে আসবে। কেবল এর প্র্যাক্টিস চাই।

স্লোগানঃ:- ব্রহ্মাচারী হল সে যার প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি শব্দে পবিত্রতার ভাইব্রেশন সমাহিত হয়ে আছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সঞ্চয়ের খাতা জমা করে অখন্ড মহাদানী হও"

আজ নবযুগ রচয়িতা নিজের নব যুগ অধিকারী বাচ্চাদের দেখছেন। আজ পুরানো যুগে তারা সাধারণ আর কাল নতুন যুগে রাজ্য অধিকারী পূজ্য। আজ আর কালের খেলা। আজ কী আর কাল কী! যারা অনন্য স্ত্রানী তু আত্মা বাচ্চার রয়েছে, তাদের সামনে আগামী কালও এতটাই স্পষ্ট যতটা আজ স্পষ্ট। তোমরা সবাই তো নতুন বছর উদযাপন করতে এসেছ, কিন্তু বাপদাদা নতুন যুগ দেখছে। নতুন বছরে তো প্রত্যেকে নিজের নিজের নতুন প্ল্যান বানিয়েই থাকবে। আজ পুরানোর সমাপ্তি, সমাপ্তিতে সারা বছরের রেজাল্ট দেখা হয়ে থাকে। তো আজ বাপদাদাও প্রত্যেক বাচ্চার বছরের রেজাল্ট দেখেছেন। বাপদাদার তো দেখতে সময় লাগে না। তাইতো আজ বিশেষ সব বাচ্চার সঞ্চয়ের খাতা দেখেছেন। পুরুষার্থ তো সব বাচ্চা করেছে, স্মরণেও থেকেছে, সেবাও করেছে, লৌকিক কিংবা অলৌকিক পরিবারে সম্বন্ধ-সম্পর্কও পালন করেছে, কিন্তু এই তিন বিষয়ে সঞ্চয়ের খাতা কত হয়েছে?

আজ বতনে বাপদাদা জগৎ অম্বা মাকে ইমার্জ করেছেন। (কাশি হলো) আজ বাজনা একটু খারাপ আছে, তবুও বাজাতে হবে তো না! তো বাপদাদা আর মাম্মা মিলে সকলের সঞ্চয়ের খাতা দেখেছেন। সঞ্চয় করে জমা কত হয়েছে! তাহলে কী দেখেছেন? নম্বরক্রমে তো সবাই আছেই, কিন্তু জমার খাতা যতটা হওয়া উচিত ততটা খাতায় কম ছিল। তো জগৎ অম্বা মা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন - স্মরণের সাক্ষ্যে কিছু বাচ্চার লক্ষ্যও ভালো, পুরুষার্থও ভালো, তাহলে জমার খাতা যতটা হওয়া প্রয়োজন ততটা কম কেন? তাদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন, আত্মিক বার্তালাপ চলাকালীন এই রেজাল্ট বেরিয়েছে যে যোগের অভ্যাস তো তারা করছে কিন্তু যোগের স্টেজের (স্থিতি) পার্সেন্টেজ সাধারণ হওয়ার কারণে জমার খাতা সাধারণই রয়েছে। তোমাদের যোগের লক্ষ্য ভালো, কিন্তু যোগের রেজাল্ট হবে যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত বোল আর আচার-আচরণ। এতে খামতি থাকার কারণে যোগ লাগানোর সময় তোমরা যোগে ভালো, কিন্তু যোগী অর্থাৎ যোগীর জীবনে যোগের প্রভাব পড়া। সেইজন্য সঞ্চয়ের খাতা কোনো কোনো সময়ের জমা হয়, কিন্তু সব সময় জমা হয় না। চলতে চলতে স্মরণের পার্সেন্টেজ সাধারণ হয়ে যায়। তা'তে

জমা খাতা অনেক কম হয়।

দ্বিতীয়তঃ- সেবার সম্বন্ধে আত্মিক বার্তালাপ হয়েছে। তোমরা তো অনেক সেবা করো, দিনরাত বিজিও থাকো। খুব ভালো ভালো প্ল্যানও বানাও আর সেবাতে খুব ভালো বৃদ্ধিও হচ্ছে। তবুও মেজরিটির জমার খাতা কম কেন? তো অধ্যাত্ম আলাপচারিতায় এটা বেরিয়েছে যে সেবা তো সবাই করছে, নিজেকে বিজি রাখার পুরুষার্থও ভালো করছে। তাহলে কারণ কী? এই কারণই বেরিয়েছে যে সেবার বলও প্রাপ্ত হয়, ফলও প্রাপ্ত হয়। বল হলো নিজের হৃদয়ের সন্তুষ্টতা এবং ফল হলো সকলের সন্তুষ্টতা। যদি তোমরা সেবাতে পরিশ্রম আর সময় লাগাও তাহলে হৃদয়ের সন্তুষ্টতা এবং সকলের সন্তুষ্টতা, হয় সাথী কিংবা যাদের সেবা করেছে তাদের হৃদয়ে তারা যেন সন্তুষ্টতা অনুভব করে, এমন হওয়া উচিত হবে না যে তারা খুব ভালো খুব ভালো বলে চলে যাবে, না। তাদের হৃদয়ে যেন তারা সন্তুষ্টতার তরঙ্গ অনুভব করে। আমরা কিছু পেয়েছি, খুব ভালো কিছু শুনেছি এটা বলা আলাদা বিষয়। কিছু পেয়েছি, কিছু লাভ হয়েছে, যেটা সম্পর্কে বাপদাদা আগেই শুনিয়েছিলেন - এক হলো মস্তক পর্যন্ত তীর লাগা, আরেক হলো হৃদয় পর্যন্ত তীর লাগা। সেবার এবং নিজের সন্তুষ্টতা, নিজেকে খুশি করার সন্তুষ্টতা নয়, খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, যদিও এটা নয়। হৃদয় মানে নিজেরও আর সকলেরও। আরেকটা বিষয় হলো যে সেবার এবং তার রেজাল্ট নিজের পরিশ্রম কিংবা আমি করেছি... আমি করেছি..., আমি করেছি এটা স্বীকার করা অর্থাৎ সেবার ফল তুমি খেয়ে নিয়েছো। জমা হয়নি। বাপদাদা করিয়েছেন, এটাতেই বাপদাদার দিকে তুমি তাদের অ্যাটেনশন টানতে পারবে, আপন আত্মা প্রতি নয়। এই বোন খুব ভালো, এই ভাই খুব ভালো, না। উচিত হবে এটা, 'এদের বাপদাদা খুব ভালো', তাদেরকে এই অনুভব করানো - এটা হলো জমার খাতা বাড়ানো। সেইজন্য দেখা গেছে টোটাল রেজাল্টে তোমরা পরিশ্রম করেছো বেশি, সময় এনার্জি দিয়েছো বেশি আর অল্পস্বল্প শো বেশি। সেইজন্য সঞ্চয়ের খাতা কম হতে থাকে। জমার খাতার চাবি খুব সহজ, সেটা ডায়মন্ড চাবি, তোমরা গোল্ডেন চাবি লাগিয়ে থাকো কিন্তু জমার ডায়মন্ড চাবি হলো "নিমিত্ত ভাব আর নির্মাণ ভাব।" যদি প্রত্যেক আত্মার প্রতি, সাথী হোক বা যে আত্মার জন্য সেবা করছ, দুটো ক্ষেত্রেই সেবার সময়, আগে পরে নয়, সেবা করার সময় নিমিত্ত ভাব, নির্মাণ

ভাব, নিঃস্বার্থ শুভ ভাবনা এবং শুভ স্নেহ ইমার্জ হলে তবে জমার খাতা বাড়তে থাকবে।

বাপদাদা জগদম্বা মাকে দেখিয়েছেন যে এই বিধি দ্বারা যারা সেবা করছে তাদের জমার খাতা কীভাবে বেড়ে যায়। ব্যস, সেকেন্ডে অনেক ঘন্টার জমা খাতা সঞ্চিত হয়। ঘড়ির মেশিন যেমন প্রতিটা সেকেন্ড টিক টিক টিক করে অব্যাহতভাবে চলছে, তেমনই তোমরাও দূততার সঙ্গে সবকিছু তাড়াতাড়ি করো। তো জগৎ অম্বা বড়ই খুশি হচ্ছিলেন যে সঞ্চয়ের খাতা জমা করা তো অনেক সহজ। তাইতো উভয়ের (বাপদাদার এবং জগৎ অম্বার) পরামর্শ হলো যে এখন নতুন বছর শুরু হচ্ছে তো জমার খাতা চেক করো, সারাদিনে ভুল করনি কিন্তু সময়, সংকল্প, সেবা, সম্বন্ধ-সম্পর্কে স্নেহ, সন্তুষ্টতা দ্বারা কত জমা করেছে? অনেক বাচ্চা শুধু এটাই চেক করে - আজ খারাপ কিছু হয়নি। কাউকে দুঃখ দিইনি। কিন্তু এখন এটা চেক করো যে সারাদিনে শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাতা কত জমা হয়েছে? কত আত্মাদের কোনও কার্য দ্বারা কতজনকে সুখ দিয়েছ? যোগ লাগিয়েছ কিন্তু যোগের পার্সেন্টেজ কী ধরনের ছিল? আজকের দিনে আশীর্বাদের খাতা কত জমা করেছে?

এই নতুন বছরে কী করতে হবে? যা কিছু করো তা' মম্মা হোক বা বাচ্চা অথবা কর্মণা কিন্তু সময় অনুসারে মনে এটা যেন নিরন্তর বাজতে থাকে - আমাকে অখন্ড মহাদানী হতেই হবে। অখন্ড মহাদানী, মহাদানী নয়, অখন্ড। মম্মা দ্বারা শক্তির দান, বাচ্চা দ্বারা গুণানের দান আর নিজের কর্ম দ্বারা গুণ দান। আজকাল দুনিয়াতে, হতে পারে ব্রাহ্মণ পরিবারের দুনিয়া, বা অগুণানীর দুনিয়ায় শোনার পরিবর্তে দেখতে চায়। দেখে করতে চায়। তোমাদের কেন সহজ হয়েছে? ব্রহ্মাবাবাকে কর্মের মাধ্যমে গুণ-দানমূর্তি রূপে দেখেছো। তোমরা তো গুণ দান করেই থাকো, কিন্তু এই বছরে বিশেষ খেয়াল রাখো - সব আত্মাকে গুণ দান অর্থাৎ নিজের জীবনের গুণ দ্বারা সহযোগ দেওয়া। ব্রাহ্মণকে তো দান করবে না, তাই না, সহযোগ দিয়ে থাকো। যা কিছু হয়ে যায় যাক, কেউ যতই না কেন অপগুণধারী হোক, কিন্তু আমার নিজের জীবনের দ্বারা, কর্ম দ্বারা, সম্পর্ক দ্বারা গুণ দান অর্থাৎ সহযোগী হওয়া। এক্ষেত্রে অন্যকে দেখো না, এ' করে না তাহলে আমি কীভাবে করবো, এ' তো এইরকমই। ব্রহ্মাবাবা সি (see) শিব বাবা করেছেন। তোমাদের যদি দেখতে হয় তো ব্রহ্মা বাবাকে দেখ। এতে অন্যকে না দেখে এই লক্ষ্য রাখো যেমন ব্রহ্মা বাবার স্লোগান ছিল "ওটে সো অর্জুন" অর্থাৎ যে নিজেকে নিমিত্ত বানাবে সে নম্বর ওয়ান অর্জুন হয়ে যাবে। ব্রহ্মা বাবা নম্বর ওয়ান অর্জুন হয়েছেন। যদি অন্যকে দেখে করবে তবে নম্বর ওয়ান হবে না। নম্বরক্রমে যদি আসবে তাহলে নম্বর ওয়ান হতে পারবে না। আর যখন তোমাদের হাত উঠাতে বলা হয় তখন সবাই নম্বরক্রমে হাত উঠাও নাকি নম্বর ওয়ানে হাত উঠাও? সুতরাং কী লক্ষ্য রাখবে? অখন্ড গুণদানী, অটল, কেউ যতই টলানোর চেষ্টা করুক, টলমল করো না। প্রত্যেকে একে অপরকে বলে থাকে, সবাই এইরকম, তুমি কেন নিজেকে এইভাবে মারছো, তুমিও আমাদের সাথে মিলে যাও। দুর্বল বানায় এমন সাথী অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু বাপদাদার চাই যারা সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ায় তেমন সাথী। সুতরাং বুঝেছো কি করতে হবে? সেবা করো, কিন্তু জমার খাতা বাড়তে বাড়তে করো, খুব সেবা করো। প্রথমে নিজের সেবা, তারপরে সকলের সেবা। আরও একটা বিষয় বাপদাদা নোট করেছেন, তিনি কি শোনাবেন?

আজ চন্দ্র আর সূর্যের মিলন ছিল, তাই না! তো জগৎ অম্বা মা বলেন, অ্যাডভান্স পার্টি কত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? যখন কেবল তোমরা অ্যাডভান্স স্টেজে যাবে তখন অ্যাডভান্স পার্টির কার্য সম্পূর্ণ হবে। তো জগৎ অম্বা মা আজ বাপদাদাকে খুব ধীরে, খুব যুক্তির সাথে একটা বিষয় শুনিয়েছেন, সেই একটা বিষয় কী শুনিয়েছেন? বাপদাদা তো জানেন, তবুও আজ তো অধ্যাত্ম আলাপচারিতা ছিল তো না! তো কী বলেছি, আমিও পরিক্রমা করি, মধুবনেও পরিক্রমা করি তো সেন্টারগুলোতেও করি। তো যারা জগৎ অম্বাকে দেখেছে তারা জানে যে তিনি মজাচ্ছিলে ইশারার মাধ্যমে বলেন, সোজাসুজি বলেন না। তিনি বলেন যে আজকাল এক বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে। কোন্ বিশেষত্ব? তিনি বলেন, আজকাল অনেক রকমের অসাবধানতা এসে গেছে। কারও মধ্যে এক ধরনের অসাবধানতা, কারও মধ্যে আরেক ধরনের অসাবধানতা। হয়ে যাবে, করে নেবো... অন্যরাও তো করছে, আমিও করে নেবো... এ' তো হতেই থাকে, এইরকম চলতেই থাকে... এই ভাষা উপেক্ষার সংকল্পে তো আছেই এমনকি বোলেও আছে। তো বাপদাদা বলেন যে এর জন্য নতুন বছরে তুমি কোনো বিধি শোনাও বাচ্চাদের। তো তোমাদের সকলের জানা আছে যে জগত অম্বা মায়ের সদা এক ধারণার স্লোগান থেকেছে, মনে আছে তোমাদের? কা'র মনে আছে? (হুকুমই হুকুম চালাচ্ছেন...) তো জগত অম্বা বললেন, যদি সবাই এই ধারণা করে নেয় যে বাপদাদা আমাদের চালাচ্ছেন, তাঁর হুকুমে প্রতিটা কদম চালাচ্ছেন, আমাদের চালানোর মালিক ডাইরেক্ট বাবা - এই স্মৃতি থাকলে তাহলে নজর কোথায় যাবে? যারা চলছে তাদের নজর তো যিনি চালাচ্ছেন তাঁর দিকেই যাবে, অন্যদিকে তো যাবে না। তো করাবনহার নিমিত্ত বানিয়ে করাচ্ছেন, চালাচ্ছেন। উত্তরদায়িত্ব করাবনহারের। তারপর সেবাতে তোমাদের যে মাথা ভারী হয়ে যায় তা' সদা হাল্কা থাকবে, যেমন অধ্যাত্ম গোলাপ। বুঝেছো, কি করতে

হবে? অখন্ড মহাদানী। আচ্ছা।

নববর্ষ উদযাপন করার জন্য সবাই তোমরা ছুটে ছুটে এসে পৌঁছে গেছে। এটা ভালো হাউজ ফুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, জল তো পেয়েছে না! পেয়েছে জল? তবুও তাদেরকে অভিনন্দন যারা জল আনার জন্য পরিশ্রম করেছে। এত হাজারের জন্য জল পৌঁছানো, কোনো দু-চার বালতি নয় তো না! ঠিক আছে, কাল থেকে তো ফিরে যাওয়ার মিলন মেলা হবে। সবাই আরামে থেকেছে? একটু সামান্য তুফান তোমাদের পেপার নিয়েছে। অল্প হাওয়া বয়েছে। সবাই তোমরা ঠিক ছিলে? পান্ডবরা ঠিক ছিলে? ঠিক আছে, কুস্ত্র মেলা থেকে তো এটা ভালো, তাই না! আচ্ছা তিন পা ভূমি পেয়েছে তো না। খাটিয়া পাওনি কিন্তু তিন পা ভূমি পেয়েছে তো না! তো নতুন বছরে চতুর্দিকের বাচ্চারা বিদেশেও, দেশেও নতুন বছরের সেরিমনি বুদ্ধি দ্বারা দেখছে, কান দ্বারা শুনছে। মধুবনেও দেখছে। যারা মধুবনের তারাও যজ্ঞ রক্ষক হয়ে সেবার পাট প্লে করেছে, খুব ভালো। যারা দেশের এবং বিদেশের তাদের সাথে মধুবনবাসী যারা সেবার নিমিত্ত তাদেরও বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আচ্ছা। তাছাড়া তো অনেক কার্ড এসেছে। কার্ড তো কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু এর মধ্যে হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা স্নেহ রয়েছে। তাইতো বাপদাদা কার্ডের শোভা দেখেন না, বরং এটাই দেখেন হৃদয়ে কত বহুমূল্য স্নেহ ভরা আছে, তো সবাই তোমরা নিজের নিজের হৃদয়ের স্নেহ পাঠিয়েছ। এমন আত্মাদের বিশেষভাবে প্রত্যেকের নাম তো নেবেন না, তাই না! কিন্তু বাপদাদা কার্ডের বদলে এমন বাচ্চাদের স্নেহ ভরা রিগার্ড দিচ্ছেন। স্মরণ পত্র, টেলিফোন, কম্পিউটার, ই-মেল, যা কিছু সাধন আছে সেই সব সাধনের আগে প্রথমে সংকল্প দ্বারাই বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়, তারপরে তোমাদের কম্পিউটার আর ই-মেল আসে। বাচ্চাদের স্নেহ বাপদাদার কাছে সবসময় পৌঁছেই যায়। কিন্তু আজ বিশেষভাবে অনেকেই নতুন বছরের প্ল্যানও লিখেছে, প্রতিজ্ঞাও করেছে, অতীতকে অতীত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস রেখেছে। সবাইকে বাপদাদা বলছেন, অনেক অনেক সাবাশ বাচ্চারা, সাবাশ!

তোমরা সবাই খুশি হচ্ছে তো না! তারাও খুশি হচ্ছে। এখন বাপদাদার হৃদয়ের এটাই আশা যে - "দাতার বাচ্চা প্রত্যেকে দাতা হও।" চেও না - এটা পাওয়া চাই, এটা হওয়া চাই, এটা করা চাই। দাতা হও, একে অপরকে সামনে এগিয়ে দেওয়ায় উদারচিত্ত হও। বাপদাদাকে ছোটরা বলে যে বড়দের ভালোবাসা চাই আমাদের। আর বাবা ছোটদের বলেন, বড়দের রিগার্ড রাখো তো ভালোবাসা পেয়ে যাবে। রিগার্ড দেওয়াই হলো রিগার্ড নেওয়া। রিগার্ড এইভাবে পাওয়া যায় না। দেওয়াই নেওয়া। যেমন তোমাদের জড় চিত্র দিয়ে থাকে। দেবতার অর্থই হলো যিনি দেন। দেবীর অর্থই যিনি দেন। সুতরাং তোমরা চৈতন্য দেবী দেবতার দাতা হও, দাও। তোমরা যারা দেবে তারা যদি সবাই দাতা হয়ে যাও, তবে নেওয়ার জন্য কেউই তো অবশিষ্ট থাকবে না! তারপর চতুর্দিকে সন্তুষ্টতার রুহানী (অধ্যাত্ম) গোলাপের সুরভি ছড়িয়ে পড়বে। শুনেছ!

সুতরাং নতুন বছরে পুরানো ভাষা বলবে না, যে পুরানো ভাষা কেউ কেউ বলে থাকে, যা ভালো লাগে না, সুতরাং পুরানো বোল, পুরানো আচরণ, পুরানো যে কোনো কিছুর অভ্যাসে বাধ্য হয়ো না। সব ব্যাপারে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে নতুন কি! নতুন কী করেছে? ব্যস্, শুধু একুশ সাল উদযাপন করতে হবে, ২১ জন্মের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার ২১ সালে পেতেই হবে। পেতেই হবে তো না! আচ্ছা!

চতুর্দিকের নবযুগ অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সকল বাচ্চাকে, যারা সদা প্রতি কদমে পদম সঞ্চয়কারী আত্মা, যারা সদা নিজেদেরকে ব্রহ্মা বাবা সমান সকলের সামনে স্যাম্পল হয়ে সিম্পল বানায় এমন আত্মাদের, সদা নিজেদের জীবনে গুণাবলি প্রত্যক্ষ করে অন্যদের গুণবান বানায়, সদা অখন্ড মহাদানী, মহা সহযোগী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

এই সময় পুরানো আর নতুন বছরের সঙ্গম সময়। সঙ্গম সময় অর্থাৎ পুরানোর সমাপ্তি আর নতুনের শুরু হওয়া। যেমন অসীম সঙ্গমে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মা বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়েছ, তেমনই আজ এই পুরানো আর নতুন বছরের সঙ্গমেও স্ব পরিবর্তনের সংকল্প মজবুত করেছে আর করতেই হবে। যেটা তোমাদের বলা হয়েছে, প্রতিটা সেকেন্ড অনড়, অখন্ড মহাদানী হতে হবে। দাতার বাচ্চা মাস্টার দাতা হতে হবে। পুরানো বছরকে বিদায় দেওয়ার সাথে সাথে পুরানো দুনিয়ার আকর্ষণ আর পুরানো সংস্কারকে বিদায় দিয়ে নতুন শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে আহ্বান করতে হবে। সবাইকে কোটি কোটি বার অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন।

বরদান:- প্রাপ্তি স্বরূপ হয়ে কেন, কি-এর প্রশ্ন থেকে পার হয়ে সদা প্রসন্নচিত্ত ভব

যারা প্রসন্নচিত্ত আত্মা তাদের কখনও কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে না। তাদের মুখ এবং আচরণে প্রসন্নতার পার্শ্বোপলব্ধি দেখা যাবে, একেই বলে সন্তুষ্টি। যদি প্রসন্নতা কম হয় তাহলে তার কারণ হলো প্রাপ্তি কম আর প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণ হলো কোনো না কোনো ইচ্ছা। অতি সূক্ষ্ম ইচ্ছাগুলো অপ্রাপ্তির দিকে টেনে নেয়। সেইজন্য অল্পকালের ইচ্ছা সমূহকে ছেড়ে প্রাপ্তিস্বরূপ হও, তাহলে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম ভালোবাসায় লভনীয় থাকো, তবে মায়ার আকর্ষণ সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞান রত্ন দান করতে, মুরলী শোনাতে, তাই তোমরা কখনো মুরলী মিস কোরো না, মুরলীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলে বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে না"

*প্রশ্নঃ - সব থেকে ভালো ক্যারেক্টার কেমন হবে, যা তোমরা এই জ্ঞানের দ্বারা ধারণ করো?

*উত্তরঃ - ভাইসলেস (নির্বিকারী) হওয়াই হলো সবথেকে ভালো ক্যারেক্টার । তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো ভিশস (বিকারী), ভিশস অর্থাৎ ক্যারেক্টারলেস। বাবা এসেছেন ভাইসলেস দুনিয়া স্থাপন করতে । ভাইসলেস দেবতারাই হলেন ক্যারেক্টারযুক্ত (চরিত্রবান) । তাঁরা বাবার স্বরণেই ক্যারেক্টারের পরিবর্তন করে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা কখনোই এই ঈশ্বরীয় পড়া মিস কোরো না । এই পড়া যদি মিস করো তাহলে পদও মিস হয়ে যাবে । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা কোথায় বাসে আছে? গডলী স্পিরীচুয়াল ইউনিভার্সিটিতে । বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা এই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই । তোমরা এ কথাও জানো যে -- বাবা যেমন বাবাও, তেমনই টিচারও এবং গুরুও । এমনিতে গুরুর মূর্তি আলাদা, বাবার আলাদা আবার শিক্ষকেরও আলাদা হয় । এই মূর্তি কিন্তু একই কিন্তু তা হয় তিনই, অর্থাৎ বাবাও হন, তিনিই শিক্ষক হন আবার তিনিই গুরু হন । মানুষের জীবনে এই তিনজনই হলেন প্রধান । বাবা, শিক্ষক এবং গুরু তিনিই । এই তিন পার্ট প্লে তিনি একাই করেন । এই এক একটি কথা বুঝতে পারলে বাচ্চারা, তোমাদের খুব খুশী হওয়া উচিত আর এই ত্রিমূর্তি ইউনিভার্সিটিতে অনেককে এনে ভর্তি করা উচিত । যে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা ভালো হয়, তো সেখানে যারা পড়ে তারা অন্যদেরও বলে -- এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, এখানে খুব ভালো জ্ঞান পাওয়া যায়, ক্যারেক্টারেরও পরিবর্তন হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদেরও অন্যদের নিয়ে আসতে হবে । মাতারা মায়েদের এবং পুরুষ, পুরুষদের বোঝাবে । দেখো, ইনি একাধারে বাবা, টিচার এমনকি গুরুও । এমন মনে করেও, নাকি না, তা প্রত্যেকেই নিজের মনকে জিগ্গেস করো । কখনো কি নিজের আত্মীয় পরিজনজন - সাথীদের বোঝাও কি যে, ইনি হলেন সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম শিক্ষক আবার সুপ্রীম গুরুও? বাবা সুপ্রীম দেবী - দেবতা বানান, বাবা তাঁর নিজের মতো বাবা তৈরী করেন না । বাকি তাঁর যা মহিমা, তিনি তেমনই তৈরী করেন । বাবার কাজ হলো লালন পালন করা, ভালোবাসা । এমন বাবাকে অবশ্যই স্বরণ করতে হবে । তাঁর মতো আর কেউই হতে পারবে না । যদিও বলা হয়, গুরুর থেকে শান্তি পাওয়া যায় কিন্তু ইনি তো বিশ্বের মালিক বানান । তবে এমনও কেউ বলবে না যে, আমি সমস্ত আত্মাদের বাবা । এ'কথা কেউই জানে না যে, সমস্ত আত্মাদের বাবা কে হতে পারেন? এক অসীম জগতের বাবা, যাকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি সবাই অবশ্য গড ফাদারই বলে । তাদের বুদ্ধি অবশ্যই নিরাকারের দিকে চলে যায় । এ কথা কে বলেছে? আত্মাই বলে গড ফাদার । তাই অবশ্যই সেই গড ফাদারের সাথেই মিলিত হওয়া উচিত । কেবল ফাদার বললো আর কখনোই মিলিত হল না, তাহলে তিনি কিভাবে বাবা হতে পারেন? তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার বাচ্চাদের আশা পূর্ণ করেন । সকলেরই এই কামনা থাকে যে, আমরা শান্তিধামে যাবো । আত্মার তার ঘরের কথা মনে পড়ে । আত্মা এই রাবণ রাজ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে । ইংরাজীতেও বলা হয়, ও গড ফাদার, লিবারেট (উদ্ধার) করো । আত্মা তমোপ্রধান হতে হতে পার্ট প্লে করতে করতে শান্তিধামে চলে যাবে । তারপর প্রথমে সুখধামে আসে । এমন নয় যে প্রথমে এসেই ভিশস হয়ে যায় । তা নয় । বাবা বোঝান যে, এ হলো বেশ্যালয়, রাবণ রাজ্য । একে ঘোর নরক বলা হয় ।

ভারতে বা এই দুনিয়ায় কতো শাস্ত্র, কতো পড়ার পুস্তক রয়েছে, সে সবই ধংস হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের যে সওগাত দেন, তা কখনোই পুড়ে নষ্ট হওয়ার নয় । এ হলো ধারণ করার । যে জিনিস কাজের নয় তাকে জ্বালানো হয় । জ্ঞান কোনো শাস্ত্র নয় যা জ্বালানো হবে । তোমরা জ্ঞান পাও, যাতে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পদপ্রাপ্তি হয় । এমন নয় যে, এটা এনার শাস্ত্র তাই জ্বালিয়ে দেওয়া হবে । তা নয়, এই জ্ঞান নিজে থেকেই লোপ হয়ে যায় । এ কোনো পড়ার বই নয় । জ্ঞান - বিজ্ঞান ভবন নামও আছে কিন্তু ওরা জানেই না যে, এই নাম কেন দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ কি? জ্ঞান - বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতো বেশী । জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান, যা তোমরা এখন ধারণ করো । বিজ্ঞানের অর্থ শান্তিধাম । এই জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই তোমরা যাও । এই জ্ঞানের পড়ার আধারে তোমরা আবারও রাজত্ব করো । তোমরা বুঝতে পারো, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা এসে পড়ান । না হলে ভগবানুবাচঃ কথাটি হারিয়ে যেত । ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়ে কখনোই

আসেন না । ভগবানের মধ্যে তো জ্ঞান - বিজ্ঞান দুইই আছে । যিনি যেমন, তিনি তেমনই বানান । এ হলো অনেক সূক্ষ্ম কথা । জ্ঞানের থেকে বিজ্ঞান অনেক সূক্ষ্ম । তোমাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে যেতে হবে । জ্ঞান হলো স্থূল, আমি পড়াই, আওয়াজ হয় । বিজ্ঞান হলো সূক্ষ্ম, এতে আওয়াজের উর্ধ্বে শান্তিতে যেতে হবে । যে শান্তি পাওয়ার জন্য মানুষ কত উদ্বালিত হয় । তারা সন্ন্যাসীদের কাছে যায় কিন্তু যে জিনিস বাবার কাছে আছে তা দ্বিতীয় আর কারোর থেকে মেলা সম্ভব নয় । মানুষ হঠযোগ করে, গর্তের মধ্যে বসে যায় কিন্তু এতে কোনো শান্তিই পাওয়া সম্ভব নয়, এখানে তো পরিশ্রমের কোনো কথাই নেই । এই ঈশ্বরীয় পড়াও খুবই সহজ । সাতদিনের কোর্স করানো হয় । সাতদিনের কোর্স করে যদিও বা বাইরে চলে যায়, অন্য কোনো কলেজে এমন সম্ভব নয় । তোমাদের জন্য এই কোর্স হলোই সাতদিনের । সমস্ত কিছুই এখানে বোঝানো হয় কিন্তু এই সাতদিন কেউ দিতে পারে না । বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় চলে যায় । তোমরা তো ভাড়িতে ছিলে, কারোর মুখই দেখতে না, কারোর সঙ্গেই কথা বলতে না । বাইরেও বের হতে না । তপস্যার জন্য সাগরের তীরে গিয়ে বাবার স্মরণে বসতে । ওইসময় এই চক্রকে তোমরা বোঝানি । এই ঈশ্বরীয় পড়াও বুঝতে না । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে যোগের প্রয়োজন । বাবার পরিচয় জানা দরকার । তারপরে শিক্ষকের প্রয়োজন । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে কিভাবে যোগযুক্ত হবে, এও শিখতে হবে, কেননা এই বাবা হলেন অশরীরী, অন্যরা তো কেউই মানে না । তারা বলে দেয়, গড ফাদার হলেন সর্বব্যাপী । এই সর্বব্যাপীর জ্ঞানই চলে আসছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা নেই । তোমরা তো স্টুডেন্ট । বাবা বলেন, তোমরা কাজ - কারবার অবশ্যই করো, গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু ক্লাসের পড়া অবশ্যই পড়ো । যদি বলে স্কুলে যাবো না, তাহলে বাবাও কি করবেন ! আরে, ভগবান তোমাদের ভগবান - ভগবতী বানানোর জন্যই পড়ান । ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করি । তাহলে তোমরা ভগবানের থেকে রাজযোগ শিখবে না কি? কে এমন হতে চাইবে না? তাই তোমরা বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসো । তোমরা এসে ভাড়িতে যোগ দাও, যেখানে কেউই তোমাদের দেখতে পায় না, মিলতেও পারে না । তোমরাও কাউকে দেখতে পাও না । তাহলে কার প্রতি মন লাগাবে । বাচ্চারা নিশ্চিত যে ভগবান আমাদের পড়ান । তবুও কেউ বাহানা করে যে, অসুখ হয়েছে বা আমাদের এই কাজ আছে । বাবা তো অনেক সিস্টেম দিতে পারেন । আজকাল স্কুলেও অনেক সিস্টেম দেওয়া হয় । এখানে তো খুব বেশী পড়া নেই । কেবল অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহী) কে বোঝার জন্য সুন্দর বুদ্ধির প্রয়োজন । অল্ফ (আল্লা) বে (বাদশাহী) কে স্মরণ করো আর সবাইকে বলো । ত্রিমূর্তির কথা তো অনেকই বলে কিন্তু ওপরে শিববাবাকে দেখায় না । এরা বোঝেই না যে, গীতার ভগবান শিব, যাঁর দ্বারা এই জ্ঞান ধারণ করে বিষ্ণু তৈরী হয় । এ তো হলো রাজযোগ, তাই না । এখন এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, এ কতো সহজ বোঝার মতো কথা । বই ইত্যাদি তো কিছুই হাতে নেই । কেবল একটি ব্যাজ আছে আর তাতে ত্রিমূর্তির চিত্র আছে । যা দেখিয়ে বোঝাতে হবে যে, বাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে বিষ্ণুর সমান বানান । কেউ কেউ মনে করে, আমরা রাধার মতো হবো । কলস তো মায়েরাই পান । রাধার অনেক জন্মের অন্তে তিনি কলস পান । এই রহস্য একমাত্র বাবাই বোঝাতে পারেন, অন্য কোনো মানুষই তা জানে না । সেন্টারে তোমাদের কাছে অনেকেই আসে । কেউ তো একদিন আসে আবার চারদিন আসে না । তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, এতদিন তোমরা কি করছিলে? বাবাকে স্মরণ করতে কি? স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে কি? যারা অনেক দেরী করে আসে তাদের জিজ্ঞাসা করে লিখিয়ে নেওয়া উচিত । কেউ যদি বদলী হয়েও চলে যায়, তবুও তো তারা অবশ্যই কোনো সেন্টারের, তারা মন্ত্র তো পেয়েছে - বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর চক্র ঘোরাতে হবে । বাবা তো খুবই সহজ কথা বলেছেন । শব্দ মাত্র দুটোই -- "মনমনাভব" (আমাকে স্মরণ করো) আর আমার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, এতেই সম্পূর্ণ চক্র এসে যায় । কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন বলে - অমুকে স্বর্গে গেছে কিন্তু স্বর্গ কি তা কেউই জানে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, সেখানে তো রাজস্ব আছে । সেখানে উঁচু থেকে শুরু করে নিচু পর্যন্ত, বিত্তবান থেকে শুরু করে গরীব পর্যন্ত সকলেই সুখী থাকে । এখানে হলো দুঃখের দুনিয়া । সেটা হলো সুখের দুনিয়া । বাবা তো খুবই ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । দোকানদারি হোক কিম্বা অন্য যে কোনো পেশার সাথেই যুক্ত থাকুক, ঈশ্বরীয় পড়াশোনার বিষয়ে বাহানা করা ঠিক কথা নয় । তারা না এলে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, তোমরা বাবাকে কতটা স্মরণ করো? স্বদর্শন চক্র ঘোরাও কি? খাওয়া দাওয়া করো, ঘুরে বেড়াও, এতে কোনো বারণ নেই । এর জন্যও সময় বের করো । অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে । মনে করো, কেউ কাপড় ধোয়ার কাজ করে, তার কাছে তো বহু লোক আসে । মুসলমান হোক, পার্সি হোক, হিন্দু হোক, তাকে বলো, তুমি তো স্থূল কাপড় ধুতে দিতে এসেছো, কিন্তু তোমার এই যে শরীর, এ তো পুরানো ময়লা বস্ত্র, আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে, একে সতোপ্রধান স্বচ্ছ বানানো প্রয়োজন । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো তমোপ্রধান, পতিত, কলিযুগী এবং পুরানো । এই লক্ষ্য তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য, তাই না ! এখন করো না করো, বোঝো বা না বোঝো, তোমাদের ইচ্ছা । তোমরা তো আত্মা, তাই না । আত্মা অবশ্যই পবিত্র হওয়া উচিত । এখন তো তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে । আত্মা আর শরীর দুইই ময়লা । তাকে পরিষ্কার করার জন্য তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে গ্যারেন্টি যে, তোমাদের আত্মা হাল্ফেট পার্সেন্ট পবিত্র সোনা হয়ে যাবে, তখন গয়নাও ভালো

তৈরী হবে। মানো বা না মানো, তোমাদের ইচ্ছা। এও কতো বড় সেবা। ডাক্তারদের কাছে যাও, কলেজে যাও, অনেক বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝাও যে, ক্যারেক্টার খুবই ভালো হওয়া প্রয়োজন। এখানে তো সবাই ক্যারেক্টারহীন। বাবা বলেন, তোমাদের ভাইসলেস হতে হবে। ভাইসলেস দুনিয়া তো ছিলো, তাই না। এখন হলো ভিশম দুনিয়া, অর্থাৎ ক্যারেক্টারলেস। তাদের ক্যারেক্টার খুবই খারাপ হয়ে গেছে। ভাইসলেস না হওয়া পর্যন্ত শুধরাবে না। এখানে মানুষ হলো কামী। এখন ভিশম দুনিয়া থেকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড একমাত্র বাবাই স্থাপন করেন। বাকি পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এ তো চক্র, তাই না। এই গোলকের চিত্রের (সৃষ্টি চক্র) উপরে বোঝালে ভালো হবে। এখানে ভাইসলেস দুনিয়া ছিল, যেখানে দেবী - দেবতারা রাজত্ব করতো। এখন তারা কোথায় গেল? আত্মার তো বিনাশ হয় না, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে। দেবী - দেবতারাও ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন। এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়েছো। আগে তোমরা কিছুই জানতে না। এখন এই পুরানো দুনিয়া কতো খারাপ হয়ে গেছে, তোমরা ফিল করতে পারো, বাবা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। ওটা তো হলোই পবিত্র দুনিয়া। এই দুনিয়া পবিত্র না হওয়ার কারণে নিজেদের উপর দেবতা নামের পরিবর্তে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। হিন্দুস্থানে যারা থাকে তাদের হিন্দু বলে দেয়, মনে করে দেবতারা স্বর্গে থাকে। এখন তোমরা এই চক্রকে বুঝে গেছো। যারা খুবই সচেতন, তারা খুব ভালোভাবে বোঝে যে, বাবা যেভাবে বোঝান, তেমনই আবার বসে রিপিট করা উচিত। তোমরা প্রধান প্রধান শব্দ গুলি নোট করতে থাকো। তারপর অন্যদেরও শোনাও যে, বাবা এই - এই পয়েন্ট গুলি শুনিয়েছেন। বলা, আমি তো গীতার জ্ঞান শোনাই। এ তো গীতারই যুগ। যুগ যে চারটি, এ কথা সবাই জানে। এ হলো লীপ যুগ। এই সঙ্গম যুগের কথা কেউই জানে না, তোমরাই জানো যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, কি করেছেন, এ কথা কেউই জানে না। শিব জয়ন্তীর পরে হলো কৃষ্ণ জয়ন্তী, তারপর রাম জয়ন্তী। জগদম্বা আর জগৎ পিতার জয়ন্তী তো কেউ পালন করে না। সকলেই তো নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে, তাই না। এখন তোমরা এই সম্পূর্ণ জ্ঞান পাচ্ছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমাদের বাবা হলেন সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম টিচার, সুপ্রীম সঙ্কর। এইকথা সবাইকে শোনাতে হবে। অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহীর) পড়া পড়াতে হবে।

২) জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের নলেজকে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে আর বিজ্ঞান অর্থাৎ আওয়াজের উর্ধ্বে শান্তিতে যেতে হবে। সাত দিনের কোর্স করে তারপর যেখানেই থাকো না কেন, এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়াতে হবে।

বরদানঃ:- সেবাতে মান মর্যাদার কাঁচা ফল-কে ত্যাগ করে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকা অভিমান মুক্ত ভব রয়্যাল রূপের ইচ্ছার স্বরূপ হলো নাম, মান আর মর্যাদা (শান)। যারা নাম হওয়ার লোভে সেবা করে, তাদের নাম অল্পকালের জন্য হয়ে যায় কিন্তু উঁচু পদের ক্ষেত্রে নাম পিছনের সারিতে চলে যায়, কেননা কাঁচা ফল খেয়ে নেয়। কিছু বাচ্চা চিন্তা করে যে সেবার রেজাল্টে আমি যেন সম্মান পাই। কিন্তু এটা সম্মান নয়, অভিমান (অহমিকা)। যেখানে অভিমান থাকে সেখানে প্রসন্নতা থাকতে পারে না, সেইজন্য অভিমান মুক্ত হয়ে সদা প্রসন্নতার অনুভব করো।

স্লোগানঃ:- পরমাত্ম স্নেহের সুখময় দোলনায় দুলতে থাকো তাহলে দুঃখের ডেউ আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দুঃখ মোচনকারী, সুখদাতা হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই তোমাদের সকল দুঃখ দূর করে দেন, কোনো মানুষ কারোর দুঃখ দূর করতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - বিশ্বের অশান্তির কারণ কি? কীভাবে শান্তি স্থাপন হবে?

*উত্তরঃ - বিশ্বের অশান্তির কারণ হলো অনেক অনেক ধর্ম। কলিযুগের অন্তে যখন বিভিন্নতা এসেছে, তখন থেকেই অশান্তি রয়েছে। বাবা এসে এক সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। সেখানে শান্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তোমরা বুঝতে পারো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে শান্তি ছিল। পবিত্র ধর্ম, পবিত্র কর্ম ছিলো। কল্যাণকারী বাবা আবারও সেই নূতন দুনিয়া তৈরী করছেন। সেখানে অশান্তির নাম নেই।

ওম্ শান্তি । আমাদের বাবা আমাদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, আমাদের বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা যায়। এটা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। বস্তুতেও অনেক সোস্যাল ওয়ার্কার আছে, তাদের মিটিং হতেই থাকে। বস্তুতে যেখানে বিশেষ জায়গায় মিটিং করে তার নাম ভারতীয় বিদ্যা ভবন। এখন দুই প্রকারের বিদ্যা হয়ে থাকে। এক হলো পার্থিব বিদ্যা, যা স্কুল-কলেজে দেওয়া হয়। এখন সেটাকে বিদ্যা ভবন বলা হয়। অবশ্যই তাহলে দ্বিতীয় কোনো কিছু আছে! এখন বিদ্যা কাকে বলা হয়, মানুষ তো সেটা জানে না। এটা তো আধ্যাত্মিক (রুহানী) বিদ্যা ভবন হওয়া চাই। জ্ঞানকে বিদ্যা বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। শিববাবার মহিমা আলাদা, কৃষ্ণের মহিমা আলাদা। এই কারণেই ভারতবাসী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণকে গীতার ভগবান মনে করে বসে আছে বলে বিদ্যা ভবন ইত্যাদি খুলতে থাকে। কিছুই বোধগম্য হয় না। বিদ্যা হলো গীতার জ্ঞান। সেই জ্ঞান তো থাকেই এক বাবার মধ্যে। যাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, যাকে কোনো মানুষই জানে না। বাস্তবে তো ভারতবাসীদের ধর্ম শাস্ত্র আছেই একটি - সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি ভগবত গীতা। এখন ভগবান কাকে বলা যায়? এই সময় ভারতবাসী সেটাও বোঝে না, না হলে কৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয়, নয় রামকে, নয় নিজেকেই পরমাত্মা বলে দেয়। এখন তো সময়ও তমোপ্রধান, রাবণ রাজ্য যে, তাই না !

তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা যখন কাউকে বোঝাও তখন বলো শিব ভগবানুবাচ। প্রথমে তো এটা বোঝো যে জ্ঞান সাগর হলেন একমাত্রই পরমপিতা পরমাত্মা, যার নাম হলো শিব। শিবরাত্রি পালনও করে, কিন্তু কারোরই বোধগম্য হয় না। অবশ্যই শিব এসেছেন, তাই তো শিবরাত্রি পালন করা হয়। শিব কে - এটাও জানে না। বাবা বলেন ভগবান তো সকলেরই এক। সকল আত্মারা হলো ভাই-ভাই। এক পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন আমাদের পিতা, ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হবে। দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান নেই। কোন্ ধরনের জ্ঞান? রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। তারা বলে প্রাচীন ঋষি-মুনিও এটা জানতো না, তারা প্রাচীনের অর্থও জানত না। সত্যযুগ-ত্রেতা হলো প্রাচীন। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। সেখানে তো ঋষি-মুনি ছিলোই না। এই ঋষি-মুনি ইত্যাদি সবাই পরবর্তী কালে এসেছে। তাদেরও এই জ্ঞান অবগত ছিল না। তারা নেতি নেতি (এটাও নয়, ওটাও নয়) বলে দিতো। তারাই জানতো না যখন, তাহলে ভারতবাসী, যারা এখন তমোগুণী হয়ে গেছে, তারা কি ভাবে জানবে ?

এই সময় সায়েন্সের দৃষ্টও খুব বেশী। মনে করে এই সায়েন্সের দ্বারাই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়েছে। একে মায়া আর আত্মস্ফুরিতা বলা হয়। ফল্ অফ পম্পে (পম্পে নগরীর পতন, Fall of Pompeii) একটি নাটকও আছে। বলাও হয়ে থাকে যে, এই সময় হলো ভারতের পতনের। সত্যযুগে ছিল উত্থান, এখন হলো পতন। এখানে কি আর কোনো স্বর্গ আছে! এ তো হলো মায়া আর জৌলুস, একে শেষ হতেই হবে। মানুষ মনে করে - বিমান আছে, বড় বড় মহল আছে, বিদ্যুৎ আছে এটাই হলো স্বর্গ। কেউ মারা গেলেও বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। এ ব্যাপারটা বোঝে না যে স্বর্গে গেল তো অবশ্যই স্বর্গ অন্য কোথাও আছে। এটা তো হলো রাবণের জৌলুস (পম্পে)। অসীম জগতের বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। এই সময় যেন দড়ি টানাটানির যুদ্ধ চলে, মায়া আর ঈশ্বরের, আসুরী দুনিয়া আর ঈশ্বরীয় দুনিয়ার। এটাও ভারতবাসীকে বোঝাতে হয়। দুঃখ তো সামনে অনেক আসছে। অপার দুঃখ আসবে। স্বর্গ তো হয়ই সত্যযুগে। কলিযুগে হতে পারে না। এটাও কারো জানা নেই যে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ কাকে বলা হয়। এটাও বাবা বোঝান, জ্ঞান হলো দিন, ভক্তি হলো রাত। অন্ধকারে ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবানের সাথে মিলনের জন্য কতো বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে। ব্রহ্মার দিন আর রাত মানেই ব্রাহ্মণদের দিন আর

রাত। তোমরা হলে ব্রাহ্মার সত্যিকারের মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তারা তো হলো কলিযুগী কুখ বা শারীরিক বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। এই কথা আর কেউ জানে না। এই কথা যখন বুঝবে তখন বুদ্ধিতে আসবে যে আমরা এটা কি করছি। ভারত সতোপ্রধান ছিল, যাকে স্বর্গই বলা হতো। তবে এটা অবশ্যই নরক, তাই তো নরক থেকে স্বর্গে যায়। সেখানে শান্তিও আছে, সুখও আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য যে। তোমরা বোঝাতে পারো-মানুষের বুদ্ধি কীভাবে কম হতে পারে? অশান্তি কীভাবে কম হতে পারে? অশান্তি থাকেই পুরানো দুনিয়া কলিযুগে। নূতন দুনিয়াতেই শান্তি থাকে। স্বর্গতে তো শান্তি হয়। সেটাকেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়। হিন্দু ধর্ম তো এখনকার, একে আদি সনাতন ধর্ম বলা যাবে না। এটা তো হিন্দুস্থান নামের উপর হিন্দু বলে দেয়। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সেখানে কমপ্লিট বা সম্পূর্ণ পবিত্রতা; সুখ, শান্তি, হেল্থ, ওয়েল্থ ইত্যাদি সব ছিল। এখন আহ্বান করে আমরা পতিত হয়েছি, হে পতিত-পাবন এসো। এখন প্রশ্ন হলো পতিত পাবন কে? কৃষ্ণকে তো বলা হবে না। পতিত-পাবন হলেন পরমাত্মাই, যিনি জ্ঞানের সাগর। উনি এসেই পড়ান। জ্ঞানকে পড়াশোনা বলা হয়। সবকিছু নির্ভর করে গীতার উপরে। এখন তোমরা প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি করো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বি. কে - র অর্থ বোঝো না। মনে করে এটা কোনো নূতন ধর্ম। শোনে, কিছু বোঝো না। বাবা বলেছেন একদমই তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধি। এই সময় সায়েন্সের দৃষ্টও বেশী হয়েছে, সায়েন্সের দ্বারাই নিজের বিনাশ করে নিলে তো পাথর বুদ্ধি বলা হবে। পারস বুদ্ধি কি বলা হবে! বস্বস্ ইত্যাদি তৈরী করে নিজের বিনাশের জন্য। এইরকম নয় যে শঙ্কর কোনো বিনাশ করে। না, এরা নিজেদের বিনাশের জন্য সব তৈরী করেছে। কিন্তু তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধি বোঝো না। যা কিছু তৈরী করে এই পুরানো সৃষ্টির বিনাশের জন্য। বিনাশ হলে তবে আবার নূতন দুনিয়ার জয়জয়কার হবে। তারা তো মনে করে নারীদের দুঃখ কীভাবে দূর করবে? কিন্তু মানুষ তো আর কারোর দুঃখ দূর করতে পারে না। দুঃখ ভঞ্জনকারী, সুখদাতা তো হলেন একমাত্র - বাবা। দেবতাদেরও বলা হবে না। কৃষ্ণও তো হলেন দেবতা। ভগবান বলা যাবে না। এটাও বোঝো না। যারা বোঝে, তারা ব্রাহ্মণ হয়ে অন্যদেরও বোঝাতে থাকে। যারা রাজ পদের অধিকারী বা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারা বেরিয়ে আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক কীভাবে হলো, কোন্ কর্ম করেছিল যে বিশ্বের মালিক হলো? এই সময় কলিযুগের শেষে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে বলে এতো অশান্তি রয়েছে। নূতন দুনিয়াতে তো আর এইরকম হবে না। এখন এটা হলো সঙ্গমযুগ, যখন কিনা বাবা এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা-ই কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের নলেজ শোনান। আত্মা শরীর নিয়ে কর্ম করতে আসে। সত্যযুগে যে কর্ম করে সেটা অকর্ম হয়ে যায়, সেখানে বিকর্ম হয় না। দুঃখ থাকেই না। কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি অন্তিমকালে বাবা এসেই শোনান। আমি এনার বহু জন্মের অন্তেরও অন্তে আসি। এই রথে প্রবেশ করি। এই রথ হলো অকাল মূর্তি বা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা আত্মার। শুধু মাত্র এক অমৃতসরে নয়, সব মানুষেরই অকালতন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র সিংহাসন আছে। আত্মা হলো অকাল মূর্তি অর্থাৎ কালের উপর বিজয়ী। এই শরীরই কথা বলে, হাটে, চলে। অকাল বা অবিনশ্বর আত্মার এটা হলো চৈতন্য আসন। সকলেই তো (অর্থাৎ সব আত্মারা) অকাল মূর্তি, শরীরকে মৃত্যু গ্রাস করে। আত্মা হলো অমর। তারা তন্ত্র বা সিংহাসন বিনাশ করে দেয়। সত্যযুগে তন্ত্র বা সিংহাসন খুবই কম হয়। এই সময় কোটি কোটি আত্মাদের তন্ত্র বা (মস্তক) সিংহাসন আছে। আত্মাকে অকাল বা অমর বলা হয়। আত্মাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়। আমি তো হলাম এভার সতোপ্রধান পবিত্র। যদিও বলা হয় প্রাচীন ভারতের যোগ, কিন্তু তারাও মনে করে কৃষ্ণ শিথিয়েছিল। গীতাকেই খন্ডন করে দিয়েছে। জীবন কাহিনীতে নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে দিয়েছে। শিবরাত্রি পালন করে, কিন্তু তিনি কীভাবে আসেন, এটা জানে না। শিব হলেনই পরমাত্মা। ঔঁনার মহিমা একদম আলাদা, আত্মাদের মহিমা হলো আলাদা। বাচ্চাদের এটা জানা আছে রাধা-কৃষ্ণই হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল রূপকেই বিষ্ণু বলা হয়। পার্থক্য তো নেই। তবে চার ভূজ বিশিষ্ট, আট ভূজ বিশিষ্ট কোনো মানুষ হয় না। দেবতাদের কতো ভূজ বা হাত দিয়ে দিয়েছে। এই সব কথা বুঝতে সময় লাগে।

বাবা বলেন আমি হলাম দীনের বন্ধু। আমি আসিও তখনই যখন ভারত গরীব হয়ে যায়। রাহুর গ্রহণ বসে যায়। বৃহস্পতির দশা ছিল, এখন রাহুর গ্রহণ ভারতে তো বটেই সারা ওয়ার্ল্ডে রয়েছে, সেইজন্য বাবা আবার ভারতে আসেন, এসে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন, যাকে স্বর্গ বলা হয়। ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের রাজারও রাজা, ডবল মুকুটধারী স্বর্গের অধিপতি করে তুলি। পাঁচ হাজার বছর হলো যখন কি না আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন সেটা নেই। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা নিজেই নিজের অর্থাৎ রচয়িতা আর রচনার পরিচয় দেন। তোমাদের কাছে প্রদর্শনী, মিউজিয়ামে এতো আসে, বোঝে কি আর কিছু! বিরলই কেউ বুঝতে পেরে কোর্স করে। রচয়িতা আর রচনাকে জানে। রচয়িতা হলেন অসীম জগতের বাবা। ঔঁনার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। এই নলেজ বাবা-ই দেন। আবার রাজ্য-পাট প্রাপ্ত হলে সেখানে নলেজের দরকার নেই। সন্নতি বলা হয় নূতন দুনিয়া স্বর্গকে, পুরানো দুনিয়া নরককে

দুর্গতি বলা হয়। বাবা তো খুবই ভালো ভাবে বোঝান। বাচ্চাদেরও এইরকম ভাবে বোঝাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখাতে হবে। এই বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই, যেটা বাবা স্থাপন করছেন। দেবতাদের পবিত্র ধর্ম, পবিত্র কর্ম ছিল। এখন এটা হলোই ভিশস ওয়ার্ল্ড (পাপী দুনিয়া)। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, শিবালয়। এখন তোমরা বোঝালে বেচারাদের কিছু কল্যাণ হয়। বাবাকেই কল্যাণকারী বলা হয়। তিনি আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। কল্যাণকারী যুগে কল্যাণকারী বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করে দেন। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয়। এর উপরে রোজ টাইম নিয়ে বোঝাতে পারো। বলো, রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে আমিই জানি। এটা গীতার এপিসোড চলছে, যাতে ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। ডবল মুকুটধারী তৈরী করেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও রাজযোগ দ্বারা এরকম হয়েছে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বাবার কাছে রাজযোগ শেখো। বাবা প্রতিটি কথা কতো সহজ করে বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রাজযোগের পড়াশোনা হলো সোর্স অফ ইনকাম, কারণ তা দিয়েই আমরা রাজারও রাজা হই। এটা হলো আধ্যাত্মিক পড়াশুনা, রোজ পড়তে হবে আর পড়তে হবে।

২) সর্বদা এই নেশা থাকবে যে আমরা ব্রাহ্মণ, সত্যিকারের মুখ বংশাবলী। আমরা কলিযুগী রাত থেকে বেরিয়ে দিনে এসেছি, এটা হলো কল্যাণকারী পুরুষোত্তম যুগ, এতে নিজের আর সকলের কল্যাণ করতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সংকল্পকে কর্মে রূপদানকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব মাস্টার সর্বশক্তিমান মানে সংকল্প আর কর্ম সমান হবে। যদি সংকল্প অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ হয় আর কর্ম সংকল্প অনুসারে না হয় তাহলে তাকে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা হবে না। তো চেক করো যে, যে শ্রেষ্ঠ সংকল্প করছো সেটা কর্মে প্রতিফলিত হচ্ছে নাকি হচ্ছে না। মাস্টার সর্বশক্তিমানের লক্ষণ হলো যে শক্তি যে সময়ে প্রয়োজন সেই শক্তি কাজে আসবে। স্থূল আর সূক্ষ্ম সকল শক্তিগুলি এতটাই কন্ট্রোলে থাকবে যে, যে সময় যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে।

স্নোগানঃ:- জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চাদের মধ্যে ক্রোধ থাকলে বাবার নাম বদনাম হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের টাইম ওয়েস্ট করবে না, মনে মনে গুণের মন্বন করতে থাকো, তাহলে নিদ্রাজিত হয়ে যাবে, ক্লান্তি আসবে না"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে সমর্পণ (ফিদা হয়েছো) করেছো কেন ? সমর্পিত হওয়ার অর্থ কি?

*উত্তরঃ - সমর্পিত হওয়া অর্থাৎ বাবার স্মরণে সমাহিত হয়ে যাওয়া। যখন স্মরণে সমাহিত হয়ে যাও তখন আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হয়ে যায়। আত্মা রূপী ব্যাটারি নিরাকার পিতার সঙ্গে যুক্ত হলেই ব্যাটারি চার্জড হয়, বিকর্ম বিনাশ হয়। পুণ্য জমা হয়।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা (রুহানী বাবা) বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের (রুহানী বাচ্চাদের) বোঝাচ্ছেন, এখন এখানে তোমরা শরীর সহ অর্থাৎ দেহধারী হয়ে বসে আছো। জানো যে এই শরীর হলো মৃত্যু লোকে অন্তিম শরীর। তারপরে কি হবে? তারপরে বাবার সঙ্গে শান্তিধামে একত্রিত হবে। এই শরীরটি থাকবে না তারপরে স্বর্গে আসবে তাও নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে, সবাই তো একসাথে আসবে না। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেমন বাবা হলেন শান্তির সাগর, সুখের সাগর, বাচ্চাদেরও এমন শান্তির, সুখের সাগর বানাচ্ছেন এর পরে শান্তিধামে গিয়ে বিরাজমান হতে হবে। অতএব বাবাকে, নিজের ঘর পরমধামকে এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। এখানে তোমরা যত এই অবস্থায় স্থির হয়ে বসো, তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়, একেই বলা হয় যোগাঙ্গি। সন্ন্যাসীরা সর্ব শক্তিমানের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয় না। সন্ন্যাসীরা বাস স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। তারা হলো তত্ত্ব যোগী, ব্রহ্ম বা তত্ত্বের সাথে যোগ যুক্তকারী। এখানে জীবাত্মাদের খেলা হয়, সেখানে সুইট হোমে শুধুমাত্র আত্মারা বাস করে। সেই সুইট হোমে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দুনিয়া পুরুষার্থ করে। সন্ন্যাসীরাও বলে আমরা যেন ব্রহ্মে বিলীন হই। এমন বলে না আমরা গিয়ে ব্রহ্মে বাস করি। এই কথা তো তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো। ভক্তি মার্গে কত পরস্পর বিরোধী কথা শুনতে থাকে। এখানে তো বাবা এসে মাত্র শুধু দুটি শব্দ বোঝান। যেমন মন্ত্র জপ হয়। কেউ গুরুকে স্মরণ করে, কেউ অন্য কাউকে স্মরণ করে, স্টুডেন্ট টিচারকে স্মরণ করে। এখন বাচ্চারা তোমাদের শুধুমাত্র শিব পিতা ও পরমধাম স্মরণে আছে। বাবার কাছে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো শান্তিধাম ও সুখধামের। সেটাই স্মরণে থাকে। মুখে কিছু বলতে হবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে শান্তিধামের পরে হল সুখধাম। আমরা প্রথমে মুক্তিতে তারপরে জীবনমুক্তিতে যাব। মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বাচ্চাদের বার বার বোঝান - টাইম ওয়েস্ট করা উচিত নয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় রয়েছে। এই জন্মের পাপ কর্মের কথা তো স্মৃতিতে রয়েছে। সত্যযুগে এইরূপ কিছু হয় না। এখানে বাচ্চারা জানে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা রয়েছে। এক নশ্বরে হলো কাম বিকারের বিকর্ম, যে বিকর্ম জন্ম-জন্মান্তর করে এসেছো আর বাবার অনেক নিন্দাও করেছো। বাবা যিনি সকলকে সদগতি দেন, তাঁরও অনেক নিন্দা করেছো। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এখন যত পারো বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। বাস্তবে বাঃ সদ্ধরু (সবই সদ্ধরুর চমৎকারিত্ব) বলা হয়, গুরু নয়। বাঃ গুরু -এই কথার কোনও অর্থ নেই। বাঃ সদ্ধরু! মুক্তি-জীবনমুক্তি তিনিই প্রদান করেন, তাই না। জাগতিক গুরু তো অনেক অনেক রয়েছে। ইনি হলেন একমাত্র সদ্ধরু। তোমরা গুরু তো অনেক করেছো। প্রতি জন্মে ২-৪ টে করে গুরু করা হয়। গুরু করেও অন্য অন্য স্থানে যায়। হয়তো আশা থাকে এর চেয়ে ভালো পথ প্রাপ্ত হবে, ট্রায়াল করতেই থাকে বিভিন্ন গুরুর কাছে। কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এখানে তো থাকবার নয়। সবাইকে যেতে হবে শান্তিধামে। বাবা তোমাদের নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন। তোমাদের স্মরণ করান, তোমরা আমাকে বলেছিলে, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। পবিত্র শান্তিধামও, সুখধামও। আহ্বান করে আমাদের ঘরে (পরমধাম) নিয়ে চলো। ঘর তো সবার স্মরণে আছে। আত্মা ফট করে বলবে আমাদের নিবাস স্থান হলো পরমধাম। পরমপিতা পরমাত্মাও থাকেন পরমধামে। আমরাও থাকি পরমধামে।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা রয়েছে। এ'সব হলো অসীম জগতের কথা। অসীমের দশা সবার উপরে রয়েছে। চক্র সদা আবর্তন করে। আমরাই সুখ থেকে দুঃখে, দুঃখ থেকে সুখে আসি। শান্তিধাম, সুখধাম তারপরে এই দুঃখধাম। এই কথাও এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, মানুষের বুদ্ধিতে তো এইসব কথা নেই। এখন বাবা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। বহিঃপতঙ্গ অগ্নি শিখায় জীবন সমর্পণ করে। কেউ প্রেয়সী রূপে স্বলে পুড়ে সমর্পণ করে, কেউ পরিক্রমা করে চলে যায়। এও তো ব্যাটারি, তাই না! সবার বুদ্ধি যোগ এক এর সাথে যুক্ত। নিরাকার বাবার সাথে

যেন ব্যাটারি যুক্ত আছে। এই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার আত্মার অনেক কাছে আছেন ফলে খুব সহজ হয়। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জড হয়। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে একটু কঠিন হলেও, এনার (ব্রহ্মা বাবার) জন্য খুব সহজ। তবুও ব্রহ্মা বাবাকে পুরুষার্থ তো করতে হয়, যত থানি বাচ্চারা তোমাদের করতে হয়। ইনি যত কাছে আছেন, ততই দায়িত্বও বেশি আছে। গায়নও রয়েছে যে, যার মাথায় মামলা.... (যার ওপরে দায়িত্বভার) এনার অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার মাথায় অনেক দায়িত্ব রয়েছে, তাইনা ! শিববাবা তো হলেন সম্পূর্ণ, ব্রহ্মা বাবাকে সম্পূর্ণ হতে হবে, এনাকে সকলের প্রতিপালন করতে হয়। যদিও দুই পিতাই একত্রে আছেন, তবুও চিন্তন তো চলে, তাইনা। কন্যাদের উপরে কত অত্যাচার হয় তো দুঃখ হয়। কর্মাকীর্ণ অবস্থা তো শেষের দিকে হবে, ততক্ষণ চিন্তন চলে। কন্যাদের চিঠি না এলেও চিন্তা হয় - অসুখ করেনি তো? সার্ভিসের খবর এলে বাবা অবশ্যই তাদের স্মরণ করবেন। বাবা এই দেহের (ব্রহ্মা দেহ) দ্বারা সার্ভিস করেন। কখনো যদি কম মুরলী চলে, যদি ২-৪ দিন মুরলী নাও আসে, তবুও তোমাদের কাছে পয়েন্ট তো রয়েছে। তোমাদেরও নিজস্ব ডাইরী দেখা উচিত। ব্যাজ নিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো। যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। বৃক্ষের চিত্রটিও অবশ্যই সঙ্গে থাকা উচিত। ভ্যারাইটি ধর্মের রহস্য বোঝাতে হয়। সর্ব প্রথমে এক অদ্বৈত ধর্ম ছিল। বিশ্বে শান্তি, সুখ, পবিত্রতা ছিল। বাবার কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় কারণ বাবা হলেন শান্তির সাগর, সুখের সাগর তাই না। এইসব কথা তোমরা আগে জানতে না। এখন বাবার বুদ্ধিতে যেমন এইসব আছে, এই রকম তোমাদেরও হতে হবে। সুখের, শান্তির সাগর তোমরাও হও। নিজের কর্মের চার্ট (পোতামেল) দেখতে হবে - কোথায় কথায় ঘাটতি রয়েছে? আমি হলামই প্রেমের সাগর, এমন কোনও আচরণ আমার দ্বারা হয় না তো যাতে কেউ অসন্তুষ্ট হয়? নিজের উপরে নজর রাখতে হবে। এমন ভাববে না যে বাবা আশীর্বাদ করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। না। বাবা বলেন আমি ড্রামা অনুসারে নিজের সময় মতন এসেছি। আমার এই প্রোগ্রাম কল্প-কল্পের। এই জ্ঞান অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্য গুরু একজনই। এই কথাটিতেও পাক্ষা নিশ্চয় থাকলে তোমাদের বিজয় নিশ্চিত। এত গুলি যে ধর্ম রয়েছে সবার বিনাশ হবেই। যখন সত্যযুগী সূর্যবংশী কুল ছিল, তখন অন্য কোনও কুল ছিল না, তবুও এমনই হবে। সারা দিন এমন এমন কথা নিজের সঙ্গে বলতে থাকো। জ্ঞানের পয়েন্ট বুদ্ধিতে চলা উচিত, সদা খুশী থাকা উচিত। বাবার মধ্যে জ্ঞান রয়েছে, সেসব তোমরা এখন প্রাপ্ত করছো। সেই জ্ঞান ধারণ করতে হবে, এতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তোমরা রাতেও সময় পাও। দেখা যায় আত্মা দেহের অর্গান দিয়ে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা তোমাদের ভক্তি মার্গের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে অক্লান্ত করে দেন। যেমন রাতে আত্মা ক্লান্ত হয়ে শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, যাকে নিদ্রা বলা হয়। নিদ্রারত কে হয়? আত্মার সাথে কর্মেন্দ্রিয়গুলিও ঘুমিয়ে পড়ে। অতএব রাতে শোয়ার সময় বাবাকে স্মরণ করে এমন এমন চিন্তন করতে করতে ঘুমানো উচিত। এমনও হতে পারে শেষ কালে তোমরা নিদ্রাজিত হয়ে যাও। তখন সদা স্মরণেই থাকবে, অনেক খুশীর অনুভব হবে। ৮৪-র চক্র ঘোরাতে থাকবে। ক্লান্তি বশতঃ হাই উঠবে না বা তন্দ্রা আসবে না। হে নিদ্রা জিৎ বাচ্চারা, উপার্জনের সময় কখনো ঘুমিয়ে থাকবে না। যখন জ্ঞানে মধ্যে মজে যাবে তখন তোমাদের এমন অবস্থা হবে। এখানে তোমরা কিছু ক্ষণের জন্য বসো তো কখনো ক্লান্তি বা তন্দ্রা আসা উচিত নয়। অন্যান্য দিকে অ্যাটেনশন গেলে ক্লান্তি অনুভব হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের এই কথাও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের অন্যকেও নিজ সম তৈরি করতে হবে। প্রজা তো চাই, তাইনা। নাহলে রাজা হবে কিভাবে। ধন দান করলে ধন ফুরাবে না..... অন্যদের বোঝালে, দান করতে থাকলে কখনও ফুরাবে না। এই না হলে জমাও হবে না। মানুষ তো অনেক কৃপণ হয়। ধন নিয়ে কত লড়াই ঝগড়া হয়। এখানে বাবা বলেন তোমাদের আমি এই অবিনাশী ধন প্রদান করি তো তোমরা সেসব অন্যদের দান করতে থাকো। এই কাজে কৃপণ হবে না। দান করো না অর্থাৎ ধন নেই। এই উপার্জন এমন, এতে লড়াই ইত্যাদির ব্যাপার নেই, একেই বলা হয় গুপ্ত। তোমরা হলে ইনকগনিটো ওয়ারিয়ার্স। পাঁচ বিকারের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর। তোমাদের আননোন ওয়ারিয়ার্সও বলা হয়। পদাতিক সৈন্য বাহিনী সংখ্যায় অনেক থাকে। এখানেও সেইরকম আছে, প্রজা অনেক, বাকি ক্যাপ্টেন, মেজর ইত্যাদি সব আছে। তোমরা হলে সৈন্য, তাতেও নম্বর অনুযায়ী আছে। বাবা বুঝবেন কে কমান্ডার, কে মেজর। মহারথী, অশ্বারোহী আছে, তাইনা। এই কথা তো বাবা জানেন তিন রকমের সেবাধারী আছে যারা বোঝাতে পারে। তোমরা ব্যবসা করছো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের। যেমন তারাও ব্যবসা শেখায়, গুরু চলে গেলে তার পিছনে মঠ আশ্রম ইত্যাদি শিষ্যরা চালায়, তাইনা। সে সব হলো স্কুল, এ হলো সূক্ষ্ম। অনেক প্রকারের ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেকের নিজস্ব মত রয়েছে। তোমরাও গিয়ে তাদের কথা শুনতে পারো - তারা কি শেখাচ্ছে, কি-কি শোনাচ্ছে। বাবা তো তোমাদের ৮৪-র চক্রের কাহিনী বোঝান। বাচ্চারা তোমাদেরই বাবা এসে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন, এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। এখন কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত এই আত্মারা আসতে থাকে, বৃদ্ধি হতেই থাকে। যতক্ষণ বাবা এখানে আছেন, সংখ্যা বৃদ্ধি হতেই থাকে, তারপরে এত সব আত্মারা কোথায় থাকবে, কি থাকে? সব হিসেব রাখতে হয়, তাইনা। সেখানে তো এত মানুষ

থাকে না। খাওয়ার জন্য মানুষ কম থাকে, সবার নিজস্ব কৃষিজমি থাকে। আনাজ রেখে কি করবে। সেখানে বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ ইত্যাদি করতে হয় না, যেমন এখানে করা হয়। এখন বাবা-ই যজ্ঞ রচনা করেন। সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টি যজ্ঞে স্বাহা হবে। এ হলো অসীমের যজ্ঞ। তারা পার্থিব জগতের যজ্ঞ রচনা করে বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টি হলেই খুশী, যজ্ঞ সফল। নাহলে আনাজ ফলবে না, দুর্ভিক্ষ হবে। যদিও যজ্ঞ ইত্যাদি করার পরেও বৃষ্টি না হলে তারা কি আর করতে পারে। বিপদ তো আসবেই। অতি বৃষ্টি, অর্থ কোয়েক এইসব তো হবেই। ডামার চক্রকে তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো। এই চক্র চিহ্নটি বিশালাকারে হওয়া উচিত। বড় বড় স্থানে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে রাখলে বড় বড় মানুষরা পড়বে। বুঝবে যথার্থই বর্তমান সময় হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অনেক। সত্যযুগে মানুষ কম থাকে। অর্থাৎ এত মানুষ সব নিশ্চয়ই শেষ হবে। শিব জয়ন্তী পালন করা মানেই হলো স্বর্গ জয়ন্তী পালন, লক্ষ্মী-নারায়ণ জয়ন্তী পালন করা। কথাটা তো খুব সহজ। শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন। যেন গতকালের কথা, তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে। এই কথাটি তো খুব সহজ। বাচ্চাদের খুব ভালো করে বুঝে অন্যদের বোঝাতে হবে। খুশীতেও থাকতে হবে। এখন আমরা সদাকালের জন্য রোগ ইত্যাদির থেকে মুক্ত হয়ে হান্ড্রেট পারসেন্ট হেলদি, ওয়েলদি হই। সময় খুব কম রয়েছে। যদিও দুঃখ, মৃত্যু অনেক হবে কিন্তু তোমরা সেই সময় খুব খুশীর অনুভব করবে। তোমরা জানো মৃত্যু তো হবেই। কল্প-কল্পের এই খেলা। চিন্তার কিছু নেই। যারা পুরুষার্থে খুব পরিপক্ব, তারা কখনো হয়-হয় করবে না। মানুষ অপারেশন ইত্যাদি দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এখন তো বিশাল রূপে মৃত্যু হবে। তোমরা বাচ্চারা বোঝো এই সব তো হবেই। গায়নও রয়েছে যে... শিকারের মৃত্যুতে শিকারীর উল্লাস (মিরুয়া মউত মলুকা শিকার)..... এই পুরানো দুনিয়ায় অনেক দুঃখ ভোগ করেছে, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার কাছ থেকে অবিনাশী জ্ঞান ধন প্রাপ্ত করে অন্যদের দান করতে হবে। জ্ঞান দান করার সময়ে কৃপণ হবে না। জ্ঞানের পয়েন্টস্ যেন বুদ্ধিতে চলতেই থাকে। রাজা হওয়ার জন্য প্রজা অবশ্যই বানাতে হবে।

২) নিজের কর্মের চার্ট (পোভামেল) দেখতে হবে - ১. আমি কি বাবার মতন প্রেমের সাগর হয়েছি ? ২. কাউকে কখনও অসন্তুষ্ট করি না তো? ৩. নিজের আচার আচরণের দিকে পুরো নজর রেখেছি তো?

বরদান:- জ্ঞানের সাথে সাথে গুণগুলিকেও ইমার্জ করে সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে গুণমূর্তি ভব প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞান অনেক রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন হলো গুণগুলিকে ইমার্জ করার। সেইজন্য বিশেষ কর্মের দ্বারা গুণদাতা হও। সংকল্প করো যে আমাকে সদা গুণমূর্ত হই সবাইকে গুণমূর্তি বানানোর কর্তব্যে তৎপর থাকতে হবে। এর ফলে ব্যর্থ দেখা, শোনা বা করার অবসর থাকবে না। এই বিধির দ্বারা নিজের বা সকলের দুর্বলতাগুলি সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এতে প্রত্যেকে নিজেকে এক নম্বর নিমিত্ত মনে করে সর্বগুণসম্পন্ন হওয়ার আর সকলকে বানানোর এক্সাম্পল হও।

স্লোগান:- মনের দ্বারা যোগদান, বাণীর দ্বারা জ্ঞান দান আর কর্মণার দ্বারা গুণগুলিকে দান করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;